পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 201 Friday, 21 June, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২০১ সংখ্যা ❋ ৬ আষাঢ়, ১৪৩১, শুক্রবার, ২১ জুন, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মোদি সরকার, রণং দেহী রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সংসদ উত্তাল করবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব ইন্ডিয়া জোট। বৃহস্পতিবার বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি বলেন, এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর জবাব দাবি করবে বিরোধীরা। যারা নিট প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত তাদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন তিনি। রাহুল আরও বলেন, ''দেশের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে এই সরকার।'' এদিন নিট-ইউজি ২০২৪

এবং ইউজিসি-নেট পরীক্ষা নিয়ে রণং দেহী মুডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিদ্ধ করেন রাহুল। শুধু বিজেপির নীতি-আদর্শকেই কচুকাটা করে শান্ত থাকেননি। বিজেপির মস্তিষ্ক আরএসএসের নাম না করে তাদেরও শিক্ষা দুর্নীতির নেপথ্য কারিগর বলে দাগিয়ে দেন রায়বরেলির সাংসদ। রাহুল বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর এখন নিজের উপরেই ভরসা নেই। আগে যিনি ৫৬ ইঞ্চির ছাতি বলে দাপিয়ে বেড়াতেন, এখন তাঁর ছাতির মাপ ৩২-৩৩ ইঞ্চিতে এসে ঠেকে গিয়েছে। দেশের মানুষের মধ্যে এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে যে 'ডর পয়দা' করেছিলেন মোদিজি, তা কেটে গিয়েছে। তা না হলে নিজেরই কেন্দ্র বারাণসীতে গিয়ে চপ্পল ছুড়ে মারে কেউ! এটা যদি ভোটের আগে হতো, তাহলে যিনি চপ্পল ছুড়ে মেরেছেন, তিনি মারা তো দূরের কথা, একথা ভাবতেও পারতেন না।''

একাদশের বই কোথায়? প্রশ্ন তুলে শুরু হল আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ সরকার ছাত্রছাত্রীদের স্মার্ট ফোন দিয়েছে। সেই ফোনে বুঁদ হয়ে আছে ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই। কিন্তু এবার প্রশ্ন সরকারি শিক্ষাদফতরের যে বই দেওয়ার কথা ছিল সেই বই কোথায় গেল? এবার সেই প্রশ্ন তুলেই আন্দোলনে নামল বাম ছাত্র যুব সংগঠন। একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু পাঠ্য বই কোথায় গেল? বৃহস্পতিবার এই ইস্যুকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামে বামেদের ছাত্র যুব সংগঠন। তাদের দাবি বহু ছাত্রছাত্রী তাদের পাঠ্য বই পায়নি। এর জেরে তারা সমস্যায় পড়ে গিয়েছে। সবার পক্ষে পিডিএফ দিয়ে চালানো সম্ভব নয়। বাংলার বহু প্রত্যন্ত গ্রাম রয়েছে যেখানে ইন্টারনেটের কানেকশন এখনও যথাযথ নেই। সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে এই পিডিএফ ডাউনলোড করে

পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এককথায় অসম্ভব। ছাত্র ফেডারেশনে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ''একাদশ শ্রেণির বই হারিয়ে গিয়েছে। আমাদের শিক্ষার পরিবেশ হারিয়ে যাচ্ছে। সিলেবাসের উপর প্রথমে আঘাত হানা হয়েছে। এবার বইটাই দেওয়া হচ্ছে না। যে আগামী প্রজন্মের দিকে সকলে মুখিয়ে আছে, সেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষা দফতর তাহলে কী করছে? সেই প্রশ্নটাই জানতে চাইছি আমরা।'' আসলে এক অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছে এবার ছাত্রছাত্রীরা। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির নতুন সিলেবাসে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বই মিলছে না। সরকার থেকে যে বই সরবরাহ করা হয় সেই বই যথাযথভাবে মিলছে না কোথাও। ২০২৬ সাল থেকে সেমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে। এবছর একাদশ শ্রেণিতে যে পড়ুয়ারা ভর্তি হয়েছেন তাদের চারটি পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু পড়বে কী করে? বই তো মিলছে না।

শিক্ষকদের যোগ্যতা দু' সপ্তাহের মধ্যে পোর্টালে আপলোডের নির্দেশ কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় বড় নির্দেশ বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের সব সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকারি পোর্টালে তথ্য আপলোড করতে হবে। বাংলার শিক্ষা পোর্টালে সব নথি আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। বিচারপতি মনে করেন, যে শিক্ষক বা শিক্ষিকারা স্কুলে পড়াচ্ছেন, তাঁদের যোগ্যতা কী, তা পড়ুয়াদের অভিভাবকদের জানা উচিত। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসার পর রাজ্যের শিক্ষকদের যোগ্যতা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলেছেন এই ইস্যুতে। বিচারপতি বসু এদিন মন্তব্য করেন, স্কুলের শিক্ষক যে যে বিষয়ে পড়াচ্ছেন, সেই বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা কী, সেটা ছাত্র ছাত্রীদের অভিভাবকদের জানা উচিত। কারণ অভিযোগ উঠেছে যে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা নেই, অথচ তাঁরা স্কুলে পড়াচ্ছেন। রাজ্যকে সেই জন্য

প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা কী, তা সরকারি পোর্টালে আপলোড করতে হবে। রাজ্যের সমস্ত স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তথ্য জড় করতে আরও দু'মাস সময় লাগবে বলে আর্জি জানিয়েছিলেন রাজ্যের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক। রাজ্যের আইনজীবী এদিন হুগলি, বীরভুম ও নদিয়া জেলার রিপোর্ট তুলে দিয়েছেন বিচারপতির হাতে। তবে সময় দিতে রাজি হননি বিচারপতি। বিচারপতি বসু বলেন, ''রাজ্য সমস্ত ব্যাপারে এত শ্লো কেন?'' বিচারপতি আরও বলেন, ''আরও দ্রুত কাজ করতে হবে। বহু শিক্ষক চার-পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছেন, কিন্তু কোনও রকম নিয়োগপত্র নেই। তাই আর দেরি করা যাবে না। কারা স্কুলে চাকরি করছে সেটা সবার জানার দরকার।'' আসলে মুর্শিদাবাদের গোথা হাইস্কুলের একটি নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাতেই এই প্রশ্ন ওঠে। সিআইডি মামলার তদন্তভার নেয়। কতজন এরকম বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছে, সেই প্রশ্ন ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ দাবি করেছেন, এভাবে শিক্ষকদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে রাজ্য সরকার। বিজেপি নেতা বলেন, ''শিক্ষকদের মর্যাদাটা কোথায় নামিয়ে এনেছে সরকার। এখনও আমরা আমাদের শিক্ষকদের দেখলে প্রণাম করি। আর এখন তো শিক্ষকদের দেখলে জানতে চাওয়া হয়, সাদা ওএমআর জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিল কি না। শিক্ষক সমাজের প্রতি এটা অবমাননাকর বিষয়।''

এবার কি আমাকে ঝাঁট দিতে হবে?

বেজায় রেগে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ বাড়িতে ফাঁকা ঘরে আলো জ্বলতে বা ফ্যান চলতে দেখলে অনেকেই রসিকতা করে বলেন, বাড়িকে তো সরকারি অফিস বানিয়ে দিয়েছিস! সরকারি অফিসের সম্পর্কে এহেন অপবাদ নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ই দেখা যায়, সরকারি দফতরে কোনও একটি রুমে কোনও আধিকারিকই নেই, অথচ আলো জ্বলছে, ফ্যানও চলছে! কোথাও কোথাও এসিও! এবার এই পরিস্থিতির বদল ঘটতে চলেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ সমস্ত পুরনিগমের মেয়র, কমিশনার এবং সব দফতরের সচিব ও বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী এব্যাপারে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বলে খবর। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে এদিনের বৈঠকে পদস্থ আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, ''অনেক সময়ই খবর আসে সরকারি অফিসে যখন লোক থাকছে না তখনও ফ্যান, আলো জ্বলছে, এমনকী এসিও ব্যবহার হচ্ছে। এভাবে বিদ্যুতের অপচয় বরদাস্ত করা হবে না।'' এর ফলে শুধু সরকারি অর্থ অপচয় হয় তা নয়, সরকারি সম্পদ নষ্ট এবং প্রাণহানির ঝুঁকিও যে থাকে, এদিনের বৈঠকে জলদাপাড়ার হলং বাংলোর প্রসঙ্গ টেনে তা আরও স্পষ্ট করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবার রাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কাঠের তৈরি দো'তলা হলং বনবাংলো। বন দফতর এবং দমকলের প্রাথমিক রিপোর্টে আগুন লাগার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এসি থেকে শর্টসার্কিট হয়ে আগুন লেগে যায় বন বাংলোতে। ১৫ জুন থেকে প্রতি বছরই ওই বাংলো বন্ধ থাকে। অর্থাৎ এই সময় পর্যটকরা ছিল না। তা ছাড়া জুন মাসের গোড়া থেকেই উত্তরে বর্ষা ঢুকে পড়েছে। জলদপাড়ার গভীরে অবস্থিত হলং বাংলোয় রীতিমতো ঠান্ডা। তা সত্ত্বেও কী কারণে সেখানে এসি চালানো হচ্ছিল, ইতিমধ্যেই সেই প্রশ্ন উঠেছে। বৈঠকে এই প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বোঝাতে চেয়েছেন, কারণে অকারণে সরকারি দফতরে আলো, ফ্যান এবং এসির ব্যবহার হচ্ছে। এবার থেকে এই জিনিস আর বরদাস্ত করা হবে না। এমনকী ইচ্ছে মতো বিদ্যুৎ খরচ করেও অনেক সরকারি অফিস বিদ্যুৎ দফতরকে বিল মেটাচ্ছে না বলেও অভিযোগ। এ ব্যাপারে প্রয়োজন পড়লে যারা বিদ্যুৎ দফতরের বিল মেটাবে না,

তাঁদের দফতরের বাজেট বরাদ্দ থেকে সংশ্লিষ্ট অর্থ কেটে নেওয়া হবে বলেও বৈঠকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে পুরসভাগুলিকেও ঝাঁকুনি দিতে চেয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে কলকাতা-সহ বিভিন্ন পুরসভার মেয়র ও পদস্থ আধিকারিকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলার কালচার চেঞ্জ হয়ে অন্য রাজ্যের মত হয়ে যাচ্ছে। বাইরে থেকে যে কেউ আসছে আর ইচ্ছে মতো পুরসভাগুলো টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে।'' কিছু কাউন্সিলর এবং অফিসার টাকার বিনিময়ে এসবে মদত দিচ্ছেন বলেও অভিযোগ এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে। সূত্রের খবর, বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানিয়ে দেন, ''বাংলার বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। আমি এসব আর বরদাস্ত করব না।'' কলকাতাতেও এই ধরনের জবরদখলের কার্যকলাপ চলছে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর, এ ব্যাপারে কলকাতার পুলিশ কমিশনারকেও এক হাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। সিপির উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, ''আপনার পুলিশ কী করছে? কলকাতায় যে যেখানে ইচ্ছে বসে পড়ছে। দোকান করছে একের পর এক। এগুলো বন্ধ করুন।'' জবরদখলের বিষয়ে হুঁশিয়ারি দেন পুরসভার মেয়রদেরও। সূত্রের খবর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''পুর এলাকাগুলোতে রাস্তাঘাট খারাপ। লাইট নেই। ময়লা আবর্জনা। তারওপর জবরদখলের সমস্যা। আপনারা কী করছেন? কাউন্সিলররা কি ফিল্ডে নামছে না? নাকি শুধু নিজেদের ইনকামের কথা ভাবছে?'' জানা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী একথাও বলেন, ''এবার কি আমি রাস্তায় নামব? ঝাঁট আমায় দিতে হবে? মানুষ কেন আমাদের সমর্থন করে? এসব পরিষেবাগুলো পাওয়ার জন্যই তো করে নাকি!'' অর্থাৎ পুরসভার মেয়ররা মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে গাফিলতি করলে অদূর ভবিষ্যতে মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ, পুরসভার অলিতে গলিতে পৌঁছে গিয়ে কাজের হাল হকিকত খতিয়ে দেখতে পারেন, সেই সতর্কবার্তাও শুনিয়ে দিয়েছেন মমতা। সূত্রের খবর, এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুকেও। নবান্ন সূত্রের খবর, পুরমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মমতা বলেন, ''ববি এগুলো দেখো এবার।'' পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, এ সব ঘটনাতেই পরিস্কার যে মধ্য মেয়াদে প্রশাসনে একটা ঝাঁকুনি দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মনে করছেন, লোকসভা ভোটে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আস্থা জানিয়েছে মানুষ। তৃণমূলের ভোট শতাংশ বেড়েছে। নেতি নেতি ভাব আপাতত নেই। এই সুযোগে সরকারের ত্রুটি বিচ্যুতি শুধরে মানুষের আরও আস্থা অর্জনের চেষ্টায় রয়েছেন তিনি।

অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে কলকাতায় বৃষ্টি, ভিজল রাজ্যের একাধিক জেলাও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ আবহাওয়া দফতরের বর্ষা নিয়ে পূর্বাভাসে আর ভরসা পাচ্ছিল না দক্ষিণবঙ্গের মানুষ। প্রায় প্রতিদিনই ইঙ্গিত মিলছিল সুখবরের, কিন্তু দিনের শেষে হতাশাই সঙ্গী হচ্ছিল। বৃষ্টি আর নামছিল না। কিন্তু বৃহস্পতিবার অপেক্ষার অবসান ঘটল। কলকাতা সহ একাধিক জেলায় হল বৃষ্টি। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের ১৮০ ডিগ্রি বিপরীত চিত্র দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির জন্য চাতক পাখির মতো অবস্থা মানুষের। তবে এদিন সকালেই আরও এক পূর্বাভাস দিয়েছিল হাওয়া অফিস। বলা হলেছিল, শুধু বৃষ্টি নয় হবে বজ্রপাতও। সেই বৃষ্টিই নামল দুপুরে। কলকাতার বেহালা, যাদবপুর, দমদম, কসবা, গড়িয়াহাট, ধর্মতলা, সল্টলেক সহ একাধিক এলাকায় বিক্ষিপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি হালকা বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, নদিয়া, হাওড়া জেলায়। তবে এখনই কোথাও ভারী বৃষ্টিপাত হবে না বলে স্পষ্ট করেছে হাওয়া অফিস। বাংলার ৮ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বলা হয়েছিল নদিয়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, উত্তর ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া, হাওড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি আসছে। কয়েক জায়গার ক্ষেত্রে সেই পূর্বাভাস মিলেছে। তবে দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যে এই বৃষ্টির পরও প্রবল গরম আর অস্বস্তিকর পরিবেশের হাত থেকে আপাতত রক্ষা পাবে না, সেটাও জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৩১ মে থেকে ইসলামপুরে আটকে আছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। এবার তা গতি পাবে। উত্তরবঙ্গের বাকি এলাকা ও দক্ষিণবঙ্গে আর কয়েকদিনের মধ্যেই ঢুকে পড়বে বর্ষা। চলতি সপ্তাহের শেষ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যখন বৃষ্টির অপেক্ষায় তখন

উত্তরবঙ্গ কার্যত ভেসে যাচ্ছে। উত্তরের জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি চলবে আরও চার-পাঁচ দিন, জানিয়েছে হাওয়া অফিস। কোথাও কোথাও ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। নতুন করে নদীর জলস্তর বাড়বে, প্লাবনের আশঙ্কা আছে! এদিকে একটানা বৃষ্টির জেরে তিস্তাবাজার এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করেছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। বাসিন্দাদের নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। বুধবার পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় রাতভর প্রবল বর্ষণের পর ফের ধস নেমেছে রবিঝোড়া, লিকুভিরের মতো জায়গাগুলিতে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন।

'নিয়োগ আটকাতে বিপুল টাকা নিয়ে মামলা' ফিরদৌসের নাম করে চাঁচাছোলা আক্রমণে কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ চাকরি ঠেকাতে মামলা করে অহেতুক জটিলতা তৈরি করা হয়েছে। চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকেই তোলা হয়েছে বিপুল টাকা। তারপর করা হয়েছে একের পর এক মামলা। আটকে গিয়েছে চাকরি। এদিনই এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। একেবারে হোয়াটঅ্যাপ গ্রুপের স্ক্রিনশট সামনে এনে শূলে চড়ালেন বিরোধীদের। সাফ বললেন, ''সরকার চাইছে চাকরি দিতে, আর মামলা করা হচ্ছে যাতে চাকরি আটকে যায়, জটিলতা তৈরি হয়। একাংশের আইনজীবী যাঁরা মূলত বিরোধী শিবিরের তাঁরাই এই কাজ করে

অগুণতি টাকা সংগ্রহ করছেন। একাধিক গ্রুপ থেকে এই অভিযোগ এসেছিল।'' তবে এদিন সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই নিট, নেট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তুলোধনা করেন কুণাল। তারপরই একহাত নান বাংলার বিরোধীদের। বলেন, ''নিট, এবং নেট দুটোই দুর্নীতির ঘূর্ণাবর্তে পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত করতে চলেছে। পরীক্ষায় অনিময়, দুর্নীতি, টাকার খেলা, সব অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চাকরি দিতে চেষ্টা করছে তখন কিছু লোকের ভুলে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই সমস্যা কাটিয়ে যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করছে তখন বিরোধী দলগুলির তরফ থেকে নানারকম মামলা করে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছিল। এখন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের চ্যাট সামনে এসেছে। মামলা করে জটিলতা তৈরি করার জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে, আগে আমরা এই অভিযোগ পেয়েছিলাম চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে।'' প্রসঙ্গত, এদিন সকালে এ বিষয়ে একটি টুইটও করতে দেখা যায় কুণালকে। কুণালের দাবি, ''২০১৪ বঞ্চিত টেট পাশ হাওড়া বলে একটা গ্রুপ রয়েছে। সেখানে এক আইনজীবীর নাম করে লেখা হয়েছে, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সে বলছে ২৫ হাজার টাকা দাও হয়ে যাবে। আর একজন বলছে, সেই আইনজীবী আমার কাছ থেকে চল্লিশ নিয়ছিল মনে হচ্ছে পুরোটাই জলে গেল।'' কুণালের দাবি, এখানেই ফিরদৌস বলে একজনের নাম রয়েছে। তিনি বলেন, ''এই ফিরদৌস যে কেউ হতে পারেন। অনেকে এই নামে থাকতে পারেন। কে এই ফিরদৌস? আমি নির্দিষ্টভাবে কোনও ফিরদৌসকে বলছি না। বা যাঁরা যার মতো ভেবে নেবেন। কিন্তু আমরা তদন্ত চাই। এই গ্রুপ, আগের অভিযোগ থেকে প্রমাণিত হয় চাকরির জটিলতা তৈরির জন্য যে মামলা হয়েছে তা করতে গিয়ে কিছু আইনজীবী বিপুল টাকা তুলেছেন। এটা একটা মামলা কেলাঙ্কারি।''

'২০ জুনের ইতিহাস বদলানো যাবে না', পশ্চিমবঙ্গ দিবসে বার্তা দিলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন ঘিরেও সংঘাত। বিজেপি-র উদ্যোগে বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মালা দিয়ে ইতিমধ্যেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজভবনেও পালিত হয় পশ্চিমবঙ্গ দিবস। গত কয়েক বছর ধরে ২০ জুন পালিত হত পশ্চিমবঙ্গ দিবস। তবে এ বছর থেকে পয়লা দিবসকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এ প্রসঙ্গে

বিরোধী দলনেতার তোপ কোনও ব্যক্তির ইচ্ছা বা সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কিচ্ছু করা যাবে না। আজকের দিনের ইতিহাস বদলেও দেওয়া যাবে না। শুভেন্দু বলেন, ''এই যে ইতিহাস, প্রামাণ্য রেকর্ড আইনসভায় রয়েছে এটা কেউ বদলাতে পারবে না। আজ দেশের সমস্ত রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করছেন রাজ্যপালরা। অসমেও হচ্ছে, অন্য রাজ্যেও হচ্ছে। আজকের দিনের ইতিহাস কখনও বদলানো যায় না। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে আমরা ভারতে থাকতে পারতাম না। পশ্চিমবঙ্গে আইনসভার ১৯৪৭ এর ২০ জুনের প্রামাণ্য রেকর্ড দলিল সেই কথা বলছে। অতএব কোনও ব্যক্তি সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে ইতিহাস বদলানো যাবে না।'' রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ''ক্ষমতার দম্ভে কারা ইতিহাস বদলাতে চায় সেটা সারা দেশ দেখেছে। অতীতের নামকরণ বাদ দেওয়া। এগুলো বিগত ১০ দল বছর ধরে কোন রাজনৈতিক দল করেছে তা সবাই দেখেছে।''

নিটের প্রশ্ন বিকিয়েছে ৩০-৩২ লক্ষ টাকায়, স্বীকার চক্রের এক পান্ডার

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষার সঠিক উত্তরসহ প্রশ্নফাঁসের সঙ্গেই উঠে এল কত টাকায় বিক্রি হয়েছে তা। ডাক্তারি পাঠ্যক্রমের প্রবেশিকা পরীক্ষার ওএমআর শিট ৩০-৩২ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে প্রশ্নফাঁস চক্রের ধৃত এক পান্ডা স্বীকার করেছেন। পিলে চমকে দেওয়ার মতো তথ্য হল, অমিত আনন্দ নামে এই চক্রের এক সদস্য স্বীকার করেছেন বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে নিটের প্রশ্ন। যেখানে যেরকম দাম পাওয়া গিয়েছে, সেখানে সেই দামে অর্থাৎ ৩০-৩২ লক্ষ টাকাতেও বেচা হয়েছে সঠিক প্রশ্ন। অমিত আনন্দের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, তিনি নিটের প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এবিপি নিউজের সংবাদে বলা হয়েছে, পরীক্ষার একদিন আগেই প্রশ্নফাঁস হয়েছে। কেলেঙ্কারির নেপথ্য জানাতে গিয়ে অমিত বলেছেন, পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্ন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীদের কাছে। তাঁদের কাছে উত্তর মনে

রাখার জন্য হাতে একটি মাত্র রাত পড়ে ছিল। এদিকে, বৃহস্পতিবারও নিট পরীক্ষা বাতিল সহ বেশ কয়েকটি আবেদনে সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ে। সর্বোচ্চ আদালতের বেঞ্চ সেই সমস্ত মামলাকে এক করে ৮ জুলাই শুনানির জন্য নির্ধারিত করেছে। সেই সঙ্গে রাজস্থান, কলকাতা ও বম্বে হাইকোর্টে জমা পড়া আবেদনের শুনানিতে স্থগিতাদেশ দিয়ে, সেগুলিকেও শীর্ষ আদালতে নিয়ে আসার এনটিএ-র আবেদনে সিলমোহর দিয়েছে। অন্যদিকে, পরিস্থিতি বিচার করে ছাত্রছাত্রীদের দাবির মান্যতা দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হতে পারে কেন্দ্র। সাধারণ পড়ুয়াদের দাবি, ফের নতুন করে ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্ট-আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা নিতে হবে। যে পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে আগামী ৮ জুলাই সামগ্রিকভাবে শুনানি হবে। তবে ইতিমধ্যেই সূত্রে জানা গিয়েছে, আদালত নির্দেশ দিলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক নতুন করে নিট পরীক্ষা নেওয়ার বিষয়ে আপত্তি জানাবে না। সরকারি একটি সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষামন্ত্রক নিট পরীক্ষা আবার নেওয়ার ব্যাপারে রাজি আছে।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের এলআইসি বিল্ডিং বিক্রির পথে? বাজার চলতি কত দামে বেচবে জীবনবিমা নিগম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ তাহলে কি বিক্রি হতে চলেছে কলকাতার সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের বুকের উপর দাঁড়িয়ে থাকা জীবনবিমা নিগমে ঐতিহ্যবাহী বাড়ি? চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের এই বাড়ি কলকাতা মহানগরীর বহু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী। শেষমেশ তহবিল বৃদ্ধিতে কি জীবনবিমা নিগম এই বাড়িটিও বেচে দিতে চলেছে? যদিও জীবনবিমা নিগম এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি বিক্রির খবর অস্বীকার করেছে। গত মঙ্গলবারই এক বিবৃতিতে সংস্থার তরফ থেকে এই সংবাদকে অসত্য বলে দাবি করা হয়েছে। জীবনবিমা নিগম তাদের বেশ কয়েকটি অতি মূল্যবান সম্পত্তি বেচে ৫০,০৪৩ থেকে ৫৮,৩৮৪ কোটি টাকা (৬-৭ বিলিয়ন ডলার) সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছে বলে মিন্ট নামে একটি সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে। জীবনবিমা নিগম হল ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম জমিবাড়ির মালিক। দেশজুড়ে বেশ কয়েকটি অতি মূল্যবান বাড়ি বিক্রি করে তহবিল গঠনের কাজ অতি গোপনে একটি অভ্যন্তরীণ ২ সদস্যের টিমকে দেওয়া হয়েছে। মিন্টের কাছে নাম গোপন রেখে তাঁরা জানিয়েছেন, সম্পত্তি বিক্রির এই প্রক্রিয়া শুরু হবে মুম্বই থেকে। এই তালিকায় কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িটিও আছে। দিল্লির কনট প্লেসে রয়েছে জীবন ভারতী বিল্ডিং, কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের এলআইসি বিল্ডিং মুম্বইয়ের

আকবরাল্লির একটি বিল্ডিং খুবই দামি জায়গায় এবং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী বাড়ি। এই বাড়িগুলির শেষবার মূল্যায়নে দেখা গিয়েছিল, এগুলির মূল্য ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা। মিন্টকে ওই দুজনের একজন বলেছেন, নিয়মমাফিক বিক্রির প্রক্রিয়া শুরুর আগে বেশ জরুরি সেটা হল এলআইসি-র মালিকাধীন বাড়িগুলির নতুন করে মূল্যায়ন। জীবনবিমার বহু বাড়ি আছে যার এর আগে কোনও বিক্রির রেকর্ড নেই এবং তাদের বাজারমূল্যও জানা নেই। তবে এটুকু বলা যায়, আসলে এগুলির দাম আগের মূল্যায়নের থেকে পাঁচগুণ বেশি হবে। অর্থাৎ, ২.৫-৩ লক্ষ কোটি টাকা। মিন্টকে অভ্যন্তরীণ দলের একজন আরও বলেন, জীবনবিমার হাতে এছাড়াও উত্তরাখণ্ডের মুসৌরির মল রোডের উপর বিখ্যাত স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বিল্ডিং রয়েছে। নয়াদিল্লি এবং লখনউয়ের দুটি বাড়িতে দুটি প্রখ্যাত মিডিয়া হাউসের সদর রয়েছে। এরকম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য বাড়ি রয়েছে, যার যথার্থ মূল্যায়ন কোনওদিনই করা হয়নি। প্রাথমিক কাজ হচ্ছে, এগুলির চলতি বাজারদাম নির্ধারণ করা। এ বিষয়ে মিন্টের তরফে জীবনবিমার ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট এবং ডিপার্টমেন্ট অফ ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেসের প্রতিক্রিয়া চেয়ে মেল পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু, ওদিক থেকে কোনও জবাব মেলেনি। সরকারি মালিকাধীন সংস্থার সম্পত্তি বেচার বিষয়ে ডিআইপিএএম-এর অনুমতি অত্যাবশ্যক। সেখান থেকে সবুজ সংকেত না এলে সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করা যায় না।

শীঘ্রই প্রাথমিকে স্পেশাল এডুকেটর পদে নিয়োগ নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ভালো খবর চাকরি প্রার্থীদের জন্য। প্রাথমিক স্কুল স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগের নির্দেশ দিল ৭ কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। আদালতের নির্দেশ পালন নিয়ে স্কুলশিক্ষা দফতরের সচিব এবং পর্ষদকে রিপোর্টও জমা দিতে বলেছে কোর্ট।দফতরের সচিব এবং পর্ষদকে রিপোর্টও জমা দিতে বলা হয়েছে। বিচারপতি বলেছেন যে শুধু স্পেশাল এডুকটর পদ তৈরি এবং নিয়োগ নয়, এ ব্যাপারে শীর্ষ আদালত যে অন্যান্য নির্দেশ দিয়েছে তাও পালন করতে হবে পর্ষদকে।বুলটি পাত্র-সহ কয়েক জন প্রাথমিক স্কুলে স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ না হওয়া নিয়ে মামলা করেন। মামলাকারীদের আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং শিঞ্জিনী চক্রবর্তী কোর্টে জানান যে সুপ্রিম কোর্ট স্কুলে বিশেষ ভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য স্পেশাল এডুকেটর পদ তৈরি করে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল। রাজ্যে মাধ্যমিক স্তরে সেই পদ তৈরি করা হলেও প্রাথমিক স্তরে সেই পদ তৈরি করা হয়নি। এ ব্যাপারে শীর্ষ আদালতের নির্দেশের প্রতিলিপিও তাঁরা কোর্টে জমা দেন। রাজ্য সরকারের কৌঁসুলি কোর্টে জানান যে কিছু পদ তৈরি করা হয়েছে। তবে মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে বকেয়া। সেখানে এই জানানোর জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। যদিও বিচারপতি মান্থার বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্টে মামলা বকেয়া আছে, এই কারণ দেখিয়ে নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে দেরি করার কোনও যুক্তি নেই।কোর্টের এই নির্দেশের পরে বিভিন্ন স্কুলে চুক্তিভিত্তিক স্পেশাল এডুকেটরদের অনেকেই আশার আলো দেখছেন। হুগলির একটি স্কুলের চুক্তিভিত্তিক স্পেশাল এডুকেটর সমিত সাহার বক্তব্য, 'স্থায়ী পদে নিয়োগ হলে পড়ুয়া এবং শিক্ষক, দু'পক্ষই উপকৃত হবে।''

তাপপ্রবাহ রাজধানীতে, দিল্লিতে দহন জ্বালায় মৃত্যু ১৩ জনের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ তীব্র তাপপ্রবাহে গরমে নাজেহাল দিল্লি। বেশ কিছুদিন ধরেই তীব্র গরমে নাজেহাল রাজধানী শহরের মানুষ। প্রচণ্ড গরমের জেরে রাজধানীতে ১৩ জনের মৃত্যুর খবর মিলছে দিল্লি থেকে। গরমের জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে ভারতের রাজধানী শহরের। গত দু-একদিনে তাপপ্রবাহের জেরে দিল্লি ও সংলগ্ন স্থানে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে।বৃহস্পতিবার জানা গেছে, গরমের জেরে অসুস্থ হয়ে দিল্লির সফদরজং হাসপাতাল এবং রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল থেকেও মৃত্যুর খবর মিলেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে পরপর ২২ জন ভর্তি হন। যাঁরা প্রত্যেকেই তীব্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে চিকিৎসকরা জানান।

কোপা আমেরিকাঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে জমকালো, তৈরি যুক্তরাষ্ট্র

নিউইয়র্ক, ২০ জুন ঃ শুক্রবার ভোরে শুরু হবে কোপা আমেরিকা। ৪৮ তম আসর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তৈরি। জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকছে কোপাতে।আর্জেন্টি না-কানাডা ম্যাচের শুরুর আগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নাচে-গানে মাতাবেন উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতের তারকারা। অনুষ্ঠানে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ কলম্বিয়ান গায়িকা শাকিরা ও ফেইডের কনসার্ট। ফেইড বর্তমান সময়ে বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় একজন গায়ক, সুরকার এবং গীতিকার। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা অঞ্চলের বড় বড় ইভেন্টে তার জনপ্রিয়তা অনেক। তাই তার গান দিয়েই অনুষ্ঠান শুরু করবে কনমেবল। পারফর্ম করবেন জনপ্রিয় গায়িকা সাকিরা।এদিকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন মেসির আর্জেন্টিনা খেলা দেখতে ইতোমধ্যে শেষ হয়ে গেছে ৭১ হাজার ধারণ ক্ষমতার মার্সিডিস বেঞ্জ স্টেডিয়ামের সব টিকিট।সুতরাং কোপার ওপেনিংয়ের জমকালো অনুষ্ঠান ও মেসিদের খেলা দেখার জন্য অপেক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র।

জলের স্তর নিরন্তর কমছে, এটা সকলের জন্যই উদ্বেগজনকঃভি কে সাক্সেনা

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ দিল্লি তথা সমগ্র দেশবাসীকে ''একটি গাছ মায়ের নামে'' অভিযানে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানালেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাক্সেনা। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, গত এক মাস ধরে দিল্লিবাসী ও গোটা দেশ প্রচণ্ড গরমের সম্মুখীন হয়েছে, আমরা তা সহ্য করতে বাধ্য হয়েছি। দিল্লিতে তাপমাত্রা ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। জলস্তর নিরন্তর কমছে। এটা আমাদের সকলের জন্য উদ্বেগজনক।কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব এবং উপ-রাজ্যপাল ভি কে সাক্সেনা বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে 'একটি গাছ মায়ের নামে' অভিযানের অধীনে ভারতের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের আধিকারিক ও কর্মীদের উদ্যোগে চারাগাছ রোপণের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে সাক্সেনা বলেন, আমরা ধরিত্রী মায়ের প্রতি ন্যায়বিচার করছি না। তাই, আমি সবাইকে এই অভিযানের অংশ হতে এবং একটি চারাগাছ রোপণের জন্য আবেদন করছি।উপ-রাজ্যপাল আরও বলেছেন, শুধুমাত্র চারাগাছ রোপণ করে এবং সেই গাছের সঙ্গে ফটো ক্লিক করে অভিযান শেষ করলে হবে না। আপনাদের সেই বৃক্ষের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে, এই মানসিকতা নিয়ে যে এটি ভবিষ্যতে আপনার পরিচয় হবে, যখন কেউ গাছের ছায়ায় বসবে, তাঁরা আপনাকে ধন্যবাদ দেবে।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, রাজধানী দিল্লিতে জলের জন্য রীতিমতো হাহাকার করছেন সাধারণ মানুষ। তীব্র গরমের মধ্যে জলের সঙ্কটে দুর্বিষহ অবস্থা দিল্লিবাসীর। সকালের দিকে ট্যাঙ্কারে জল এলেও, তা পর্যাপ্ত নয়। ট্যাঙ্কার থেকে জল সংগ্রহ করতে গিয়ে রীতিমতো সংগ্রাম করতে হচ্ছে দিল্লিবাসীকে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দুর্দশার কথা জানালেন মহিলারা। প্রত্যাশা রাখছেন দিল্লি সরকারের কাছে।বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির ওখলা ফেজ-২ এলাকায় সঞ্জয় কলোনিতে জলের ট্যাঙ্কার পৌঁছলেই হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় মানুষের মধ্যে। কেউ বালতি, কেউ ড্রামে জল ভরতে থাকেন। মালতি দেবী নামে এক মহিলা জানিয়েছেন, আমরা জল সংক্রান্ত অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই। তরুণদের কাজে যেতে অসুবিধা হয়। কেউ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। জলের ট্যাঙ্কার আসে কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়। যে পাইপ পায় সেই শুধুমাত্র নিজেদের জন্য জল ভর্তি করে।

ছেড়ে দিচ্ছেন তৃণমূল, এ বার কংগ্রেসে ফিরতে চলেছেন প্রণব-পুত্র অভিজিৎ

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ কংগ্রেসে ফিরতে আগ্রহী প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেসের হাই কমান্ড তাঁকে ফের সুযোগ দিলে তিনি নতুন করে কংগ্রেসে কাজ শুরু করতে চান। বছরতিনেক আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন জঙ্গিপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অভিজি।তাই এবার তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কাজের কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর মিলছে না অভিযোগ তুলে কংগ্রেসে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় সংবাদসংস্থা কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ' তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসংস্কৃতির সঙ্গে কংগ্রেসের কোনও মিল নেই। আমি ভাবলাম যথেষ্ট হয়েছে।' অনেকে মজা করে বলছেন, ইন্ডিয়া জোটে তো দুটো দলই আছে। সেখানে কেউ কংগ্রেসে ফিরল নাকি তৃণমূল ছাড়ল তাতে আর কি যায় আসে।এদিকে ২০১৯ সালে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছিলেন প্রণব পুত্র। তারপর থেকেই কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপের দিকে যেতে শুরু করে। আর কংগ্রেস ছাড়ার আগে একাধিক অভিযোগ তুলেছিলেন অভিজি মুখোপাধ্যায়। তখন তিনি বলেছিলেন, ' বছর ধরে আমাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল আমি তা খুব সুচারুভাবে পালন করেছিলাম। কিন্তু আরও বেশি করে কাজ আমাকে দেওয়া হচ্ছিল না। যে কোনও কারণেই হোক আমি ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিলাম নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর দ্বারা। তখন মমতা দিদি আমাকে ডাকে এবং তাঁর দলে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু সেখানে যোগ দিয়েও কাজ মেলেনি।'অন্যদিকে এখন কংগ্রেসের ফল সর্বভারতীয় স্তরে ভাল হয়েছে। তাই সেখানে ফিরে যাওয়া ভাল বলেই মনে করেছেন অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েও আমি বেশি কাজ পাচ্ছিলাম না। তাদের কাজের সংস্কৃতির সঙ্গে কংগ্রেসের কাজের কোনও মিল নেই। তাই আমার মনে হয়েছে যথেষ্ট হয়েছে। তারপরই আমি নয়াদিল্লি ফিরে আসি। তখন কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা আমাকে পরোক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এত নীচে কেন আছি? তারপর কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ তথা বন্ধু, রাহুল গান্ধী আমাকে সক্রিয় হতে বলল। আমি সময় চাইলাম, দু'একদিনের মধ্যে দেখা করব। তখন যদি আমাকে দ্রুত যোগ দিতে বলে আমি তা করব। আমি একেবারে প্রস্তুত কাজ করতে। যদি কংগ্রেস আমাকে মেনে নেয়।'

সাতসকালে ইডির তৎপরতা! হাওড়া-কলকাতায় ইডি তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ ফের রাজ্যে ইডির তল্লাশি। দিল্লির সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত একটি মামলায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা। তল্লাশি চলছে হাওড়া এবং বেলঘরিয়ায়। বেশ কিছু নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান চলছে বলে খবর। গোটা এলাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা ঘিরে ফেলেন। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।জানা গিয়েছে, এদিন সাতসকাল উত্তর হাওড়া সালকিয়া বাধাঘাট এলাকায় শ্রীরাম ঠ্যাং রোড একটি আবাসনে হানা দেয় ইডি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মনোজ দুবে নামক এক ব্যক্তির বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। দিল্লির একটি প্রতারণা মামলার সঙ্গে এই তল্লাশি সম্পর্কযুক্ত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। মনোজ দুবে এবং তাঁর ভাই সংশ্লিষ্ট ঘটনায় গোয়েঃদাদের আতশ কাচের নীচে, জানা গিয়েছে এমনটাই।এছাড়াও এই দিনই হাওড়ার লিলুয়া থানা অন্তর্গত চকপাড়া এলাকায় হানা দেয় ইডি। তবে হাওড়ার দুই জায়গার তল্লাশি একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।এদিকে বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় নগরে ৪৯ জাগ্রত পল্লির একটি আবাসনে তল্লাশি চালায় ইডি। জানা গিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আবাসনের বাসিন্দা রমেশ প্রসাদের ফ্ল্যাটে চালানো হয়েছে তল্লাশি। তিনি একটি বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত। তাঁর ফ্ল্যাটে কেন হঠা এই তল্লাশি? তা স্পষ্ট নয়।রাজ্যে একই দিনে তিনটি জায়গায় ইডি তল্লাশির কারণ নিয়ে চর্চা চলছে। উল্লেখ্য, এর আগে একাধিকবার কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে ' রাজনৈতিক স্বার্থে' ব্যবহার করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল সহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ইডি, সিবিআই, আয়কর দফতরগুলিকে কেন্দ্র রাজনৈতিক স্বার্থের জন্য ব্যবহার করছে এই দাবি করে 'এজেন্সি রাজনীতি'-র অভিযোগ তুলেছিলেন বিরোধীরা।এমনকী, বেশ কিছুজন বিরোধী নেতা এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্র মোদীকে একটি চিঠিও লিখেছিলেন। এই চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরিবন্দ কেজরিওয়াল এবং বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। যদিও এই যাবতীয় অভিযোগ রীতিমতো উড়িয়ে দিয়েছিল বিজেপি। কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি নিয়ম মোতাবেক কাজ করে এবং এজেন্সিগুলির উপর কোনওভাবে প্রভাব বিস্তার করা হয় না, সেই দাবি একাধিকবার করা হয়েছে বিজেপির তরফে। লোকসভা নির্বাচনের আগেও 'এজন্সি রাজনীতি' নিয়ে বিতর্কে শুরু হয়েছিল চরম রাজনৈতিক টানাপোড়েন।

অবশেষে বাড়ির পথে! তৃতীয় দিনে উদ্ধার সিকিমে আটকে থাকা ১৫৮ পর্যটক

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ অবশেষে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন সিকিমে আটকে থাকা পর্যটকরা। ঘুরতে গিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে ফেঁসে গিয়েছিলেন তাঁং। বন্যা বৃষ্টিতে বিধ্বংস্ত সিকিমে সাত দিনের বেশি সময় আটকে থাকার পর পর্যটকরা অবশেষে বাড়ির পথে রওনা হয়েছেন। গত রবিবার থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার জেরে তা একদিন পিছিয়ে গিয়ে সোমবার থেকে শুরু হয়। উত্তর সিকিমে ঘুরতে গিয়ে আটকে থাকা ১৫৮ পর্যটককে তৃতীয় দিনে অর্থাৎ বুধবার উদ্ধার করা হয়েছে। চুংথাংয়ের স্থানীয় বাসিন্দাদেরও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নিরাপদ স্থানে। পর্যটকদের বিনামূল্যে বাসস্থান, খাবার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।বুধবার সকাল থেকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও নিরাপদে ওই পর্যটকদের গ্যাংটকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অসুস্থ তিনজনকে স্ট্রেচারে করে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা পর্যটকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় সেনা হাসপাতালে। গত তিন দিনে এই নিয়ে ১৪৪৭ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হল। প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সিকিমের কোনও প্রান্তে আর কোনও পর্যটকের আটকে থাকার খবর নেই। তবে খবর মিললে প্রশাসনের তরফে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে

বিশ্বকে অনেক বেশি উপকৃত করেছে যোগঃবাবা রামদেব

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ দেশজুড়ে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে। ২১ জুন দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, তার আগে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে যোগগুরু বাবা রামদেবের নির্দেশনায় বিভিন্ন ধরনের যোগাভ্যাস ও অনুশীলন করলেন তরুণ-তরুণীরা।যোগগুরু বাবা রামদেব বলেছেন, যোগব্যায়াম ভারতে বহু শতাব্দী ধরে রয়েছে, আমরা তা ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যম হয়েছি। এখন যোগব্যায়াম প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী যোগকে সম্মান জানাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রস্তাব করেছিলেন এবং এখন আমরা আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপন করতে পারছি। যোগের প্রতি একটি সচেতনতা এবং শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের জ্ঞানের ঐতিহ্যকে সম্মানিত করা হয়েছে। যোগ বিশ্বের অনেক উপকার করেছে।

ভেল-এর ডিরেক্টর ফাইন্যান্স হলেন রাজেশ কুমার

ভোপাল, ২০ জুন ঃ রাজেশ কুমার দ্বিবেদীকে ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) কোম্পানির ডিরেক্টর ফাইন্যান্স পদে নিযুক্তঃ করা হয়েছে।দ্বিবেদীকে চার মাস আগে সাক্ষাৎকারে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু লোকসভার আদর্শ আচরণবিধি এবং অন্যান্য সমস্যার কারণে দায়িত্ব দেওয়া যায়নি। তিনি ৩১ জানুয়ারি ২০২৮ পর্যন্ত ভেল দিল্লি কর্পোরেটে ডিরেক্টর ফাইন্যান্স পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

বাংলায় বিদেশি বিনিয়োগ চায় না কেন্দ্র,অস্ট্রেলিয়ার কূটনীতিকদের সঙ্গে বৈঠকে বাধার পর অভিযোগ তৃণমূলের

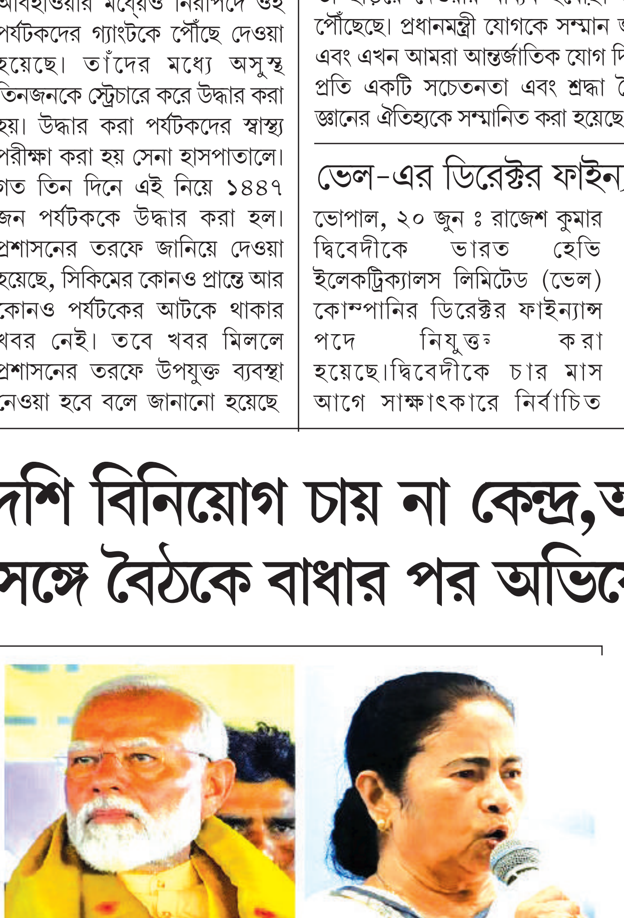

দুরন্ত বার্তা, ডিজিটাল ডেস্কঃ অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনার নিকোলাস ম্যাকক্যাফ্রের সঙ্গে বাংলার তিন মন্ত্রীর বিনিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠক আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার, এই অভিযোগ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও সরকারি সূত্র দাবি করেছে, উপযুক্ত স্তরে বৈঠকের বিষয়ে আগেই নো অবজেকশন দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ নিকোলাস ম্যাকাফের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের উপযুক্ত স্তরে বৈঠক করার বিষয়ে কোনও আপত্তি ছিল না কেন্দ্রীয় সরকারের। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে উপযুক্ত স্তরে সাক্ষাতের জন্য পারস্পরিকতার নীতির ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে একটি নো অবজেকশন জানানো হয়েছিল।'পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় করের টাকার ন্যায্য ভাগ না দেওয়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রাখার পরে পশ্চিমবঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগ আটকাতে সক্রিয় হয়েছে কেন্দ্র। একে ' সন্ত্রাসবাদ' বলে ব্যাখ্যা করে তৃণমূল নেতৃত্বের বক্তব্য, বিদেশি বিনিয়োগ যাতে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্যেই যায়, তা নিশ্চিত করতে ওই বৈঠক ভেস্তে দেওয়া হয়েছে। যদিও বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে দাবি করা হয়েছে, এর মধ্যে কোনও রাজনীতি নেই। গোটাটাই প্রোটোকলের বিষয়।গত দশ বছরে একাধিক বিষয়ে বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দিল্লিতে তৃণমূলের দুই রাজ্যসভার সাংসদ, সাকেত গোখলে ও সাগরিকা ঘোষ অভিযোগ করেছেন, সুন্দরবন-সহ রাজ্যের একাধিক স্থানে বিনিয়োগ নিয়ে আলোচনা করতে আজ তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজার সঙ্গে বৈঠক করার অনুমতি চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদলটি। সাকেত বলেন, ' বিদেশ মন্ত্রকের ওশানিয়া শাখার তরফে ডেপুটি হাইকমিশনারের কাছে একটি বার্তায় রাজ্যের তিন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একই পরামর্শ পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রোটোকল শাখাকেও।'' তৃণমূল সূত্রের দাবি, রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে আপত্তি জানালেও, বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ, তৃণমূলের জহর সরকার, ডেরেক ও'ব্রায়েনদের সঙ্গে ওই বিদেশি প্রতিনিধিদলের বৈঠক নিয়ে আপত্তি জানায়নি মন্ত্রক।তৃণমূল নেতৃত্বের প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে বিদেশি বিনিয়োগ আনার কথা বলছে, সেখানে কেন একটি রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করতে বাধা দিচ্ছে কেন্দ্র! সাগরিকার মতে, ' বাংলার প্রতি বিজেপির বঞ্চনার মনোভাব ফুটে উঠেছে। মোদী পশ্চিমবঙ্গে হেরে যাওয়াতেই এখন শোধ নিচ্ছেন।''গোখলের দাবি, 'কেন্দ্রের পক্ষ থেকে বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বলে দেওয়া হচ্ছে, যদি বিনিয়োগ সুষ্ঠু ভাবে করতে চান, গুজরাতে করুন।'' সাগরিকা বলেন, ' বিদেশি প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন বার বিদেশ যাত্রা আটকেছে এই সরকার। যা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপরে আক্রমণ।'' আগামী সপ্তাহে সংসদের অধিবেশনে বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে অবশ্য জানানো হয়েছে, এটা কোনও ভাবেই ঘরোয়া রাজনীতির বিষয় নয়। অস্ট্রেলিয়া ভারতকে যতটা কূটনৈতিক মর্যাদা দিয়ে থাকে, ভারতও বিনিময়ে ততটাই দেয়। যেমন অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনারের সে দেশ বা রাজ্যের মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার ' নেই। ফলে ভারতও অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনারকে সেই সুবিধা দিতে পারেনা। তবে সাংসদদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাইকমিশনারের বৈঠক করার প্রশ্নে কোনও বাধা নেই বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।

জন্মদিনে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন রাষ্ট্রপতি, শুভেচ্ছা মোদী-রাজনাথেদ্য

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ জন্মদিনে জগন্নাথ দেবের আরাধনা করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির জগন্নাথ মন্দিরে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের পূজার্চনা করেছেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু।বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ৬৬-তম জন্মদিন। বিশেষ এই দিনে রাষ্ট্রপতিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ। শুভেচ্ছা-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতিজিকে জন্মদিনের উষ্ণ শুভেচ্ছা। দেশের প্রতি তাঁর অনুকরণীয় সেবা ও উসর্গ আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করে। দরিদ্র ও প্রান্তিকদের সেবা করার জন্য তাঁর প্রজ্ঞা এবং দৃঢ়তা শক্তিশালী পথপ্রদর্শক শক্তি। তাঁর জীবনযাত্রা কোটি কোটি মানুষকে আশা প্রদান করে। অক্লান্ত প্রচেষ্টা এবং দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য সর্বদা তাঁর কাছে ভারত কৃতজ্ঞ থাকবে।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতিজির অন্তর্দৃষ্টি ও তাঁর অবদান থেকে গভীরভাবে উপকৃত হয়েছে ভারত। আমাদের সমাজের দরিদ্র ও দুর্বল শ্রেণীর কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের জন্য তাঁর আবেগ প্রশংসনীয়। তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

দাবদাহ থেকে রেহাই পেতে সবুজায়নই অন্যতম সমাধান, মন্তব্য ভূপেন্দর যাদবের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য এই বছর গরমের দহনজ্বালায় জ্বলেছে, তাপের দাপটে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে দেশজুড়ে। এই গরম থেকে রেহাই পেতে একমাত্র সমাধান বসুন্ধরাকে সসবুজায়ন, এই অভিমত পোষণ করলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবতন মন্ত্রক ভূপেন্দর যাদব। সমস্ত দেশবাসীকে একটি গাছ মায়ের নামে অভিযানের অধীনে বৃক্ষরোপণের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দর যাদব বলেছেন, তাপপ্রবাহ থেকে বাঁচতে সমাধান হল পৃথিবীর সবুজ আবরণ সংরক্ষণ করা। গতবারও আমরা যমুনা নদীর চারপাশে প্লাবিত এলাকায় চারাগাছ রোপণ করেছি। ভারত সরকার দেশের উপকূলীয় এলাকায় ম্যানগ্রোভ উদ্যোগ কর্মসূচি শুরু করেছে। আমরাও সে জন্য কাজ করছি। আমরা একটি গাছ মায়ের নামে অভিযানকে পাঁচ বছরে সবচেয়ে বড় গণআন্দোলন করতে চাই।

তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচিতে বিষমদে মৃত্যু ৩৫ জনের, স্ট্যালিনকে দুষলেন এল মুরুগান

চেন্নাই, ২০ জুন ঃ তামিলনাড়ুর কাল্লাকুরিচি জেলায় বিষমদ অন্তত ৩৪ জনের প্রাণ কাড়ল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কমপক্ষে ৬০ জন। গত বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে এই ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিষমদে মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। অন্যদিকে, স্ট্যালিনকে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগান।পুলিশ জানিয়েছে, বিষমদ পানে হতাহতদের প্রায় সকলেই দিনমজুর। কাল্লাকুরিচি শহরের করুণাপুরম এলাকায় বেআইনি মদ বিক্রেতাদের থেকে ওই বিষমদ পান করে সকলে। এরপর বাড়ি ফিরে তারা অসুস্থ বোধ করতে থাকেন। শুরু হয় মাথা যন্ত্রণা, পেটে ব্যথা ও বমি । পরিবারের সদস্যরা বিষমদ পানকারীদের কাল্লাকুরিচি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করালে চিকিৎসারত অবস্থায় বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জনের । ৬০ জনেরও বেশি অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন। জেলাশাসক এম এস প্রশান্ত বলেছেন, কাল্লাকুরিচিতে বিষাক্ত মদ খাওয়ায় এযাব ৩৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, কাল্লাকুরিচিতে বিষাক্ত মদ খেয়ে মানুষের মৃত্যুর খবর শুনে আমি মর্মাহত ও দুঃখিত। এই অপরাধে জড়িতদের গ্রেফতার করা হয়েছে। সমাজকে ধ্বংস করে, এমন অপরাধ শক্ত হাতে দমন করা হবে। নিহতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা ও আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তামিলনাডুর সরকার। প্রাক্তন বিচারপতি বি গোকুলদাসের অধীনে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেই কমিটিকে ৩ মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।বিষমদ খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় তামিলনাড়ুর সরকারকে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগান। তিনি বলেছেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। ৩০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ৭০ জনের বেশি হাসপাতালে চিকিসাধীন। গতবছর পার্শ্ববর্তী জেলায় একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল। বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটছে, নিরীহ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। মন্ত্রী এস মুথুস্বামীর পদত্যাগ করা উচিত। মুখ্যমন্ত্রী এজন্য দায়ী, তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে।

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ বিজেপির, সাইকেল চালিয়ে প্রতিবাদ বিজয়েন্দ্রর

বেঙ্গালুরু, ২০ জুন ঃপেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল বিজেপি। কর্ণাটক বিজেপির সভাপতি বি ওয়াই বিজয়েন্দ্রর নেতৃত্বে সাইকেল চালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।বি ওয়াই বিজয়েন্দ্র এদিন বলেছেন, গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য সরকারের পেট্রোল এবং ডিজেলের উপর কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে বিজেপি। আমরা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ করছে, কিন্তু এখনও সরকার নিজস্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেনি। বিজেপি দাবি করছে, মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে...কিন্তু রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা চালিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি শান্ত হবে না, আমরা রাজ্য জুড়ে ''রাস্তা রোকো'' সংগঠিত করেছি...আমরা বেঙ্গালুরুতে সাইকেল যাত্রা বের করেছি।

সোশ্যাল মিডিয়া ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগ, দেড় বছরে আত্মহত্যার রোখা গেছে ৪৫৭ জনের

লখনউ, ২০ জুন ঃ সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে যে ভাল কাজও করা যায় তা দেখালো উত্তর প্রদেশ পুলিশ। ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রাম-সহ একাধিক সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং উত্তর প্রদেশ পুলিশের যৌথ সহযোগিতায় বিগত দে। বছরে ৪৫৭ জনকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচানো গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।বৃহস্পতিবার জানা গেছে, ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ১৫ জুন ২০২৪ পর্যন্ত উত্তর প্রদেশ পুলিশকে আত্মহত্যার ঘটনা রুখতে সাহায্য করেছে ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মূল সংস্থা মেটা। এইসময়ে (১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ১৫ জুন ২০২৪) ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে আত্মহত্যার ইঙ্গিতপূর্ণ কোনও পোস্ট দেখলেই উত্তর প্রদেশ পুলিশকে ইমেলের মাধ্যমে তা জানাত মেটা। চব্বিশ ঘণ্টাই এই কাজে তপর থাকতো মেটা-র একটি বিশেষ দল। এ ভাবেই ৪৫৭ জনকে নতুন জীবন দিয়েছে মেটা এবং উত্তর প্রদেশ পুলিশের এই যৌথ প্রয়াস।

দেশবাসীকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগাম শুভেচ্ছা মোহন যাদবের

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ শুক্রবার (২১ জুন) গোটা বিশ্ব জুড়ে পালিত হবে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। সমগ্র ভারতব্যাপী যোগ দিবস পালন হবে। এবছর জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে হবে মূল অনুষ্ঠান।দশম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দেশবাসীকে অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। তিনি বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী যোগ দিবস শুরু করার পর থেকেই গোটা বিশ্বে যোগব্যায়াম নিয়ে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। যোগ দিবসের এই মহান উদ্যোগে অংশ নেবে মধ্যপ্রদেশ সরকারও।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২১জুন মার্টঃশুক্রবার, ৬ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৬ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতৎনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৬ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৪৫ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৪.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৫ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮২শতকরা এবং ৭০শতকরা। বৃষ্টিহয়েছে বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৯টা ৪৯ মিনিট এবং রাত৯টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৭ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃমানসিক চর্চার জন্য আকর্ষণীয় কিছু পড়ুন। আপনি যদি বাড়ি থেকে দূরে থেকে কাজ করে বা পড়াশোনা করেন তবে আপনার অর্থ এবং সময় নষ্ট করে এমন লোকদের থেকে দূরে থাকতে শিখুন। সংসারে শান্তি হতে পারে। **বৃষভ রাশিঃ**বাড়ির চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। অর্থ নতিকভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে।। **মিথুন রাশিঃ**কাজের জায়গায় বরিষ্ঠদের থেকে চাপ এবং ঘরে মতভেদ কিছু চাপ আনতে পারে- যা আপনাকে কাজে মনোনিবেশ করতে উপদ্রব করবে। **কর্কট রাশিঃ**অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। **সিংহ রাশিঃ**চাপ মুক্তঃ হতে আপনার মূল্যবান সময় আপনার বাচ্চাদের সাথে কাটান। আপনি বাচ্চাদের উপশমকারী ক্ষমতা অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ। **কন্যা রাশিঃ**আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। **তুলারাশিঃ**আপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। যারা শেয়ার বাজারে তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন তারা আজ ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারেন।। **বৃশ্চিক রাশিঃ** অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।অর্থব্যয়। **ধনু রাশিঃ**আপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। সন্তান হতে পারে **মকর রাশিঃ**আজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন।ব্যবসায় শুভ **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে।। **মীন রাশিঃ**বাচ্চারা আপনার সন্ধ্যেটা উজ্জ্বল করবে। নিষ্প্রাণ আর কর্মব্যস্ত দিনকে বিদায় জানাতে একটি সুন্দর ডিনারের পরিকল্পনা করুন। ওদের সঙ্গ আপনার শরীরকে চাঙ্গা করে দেবে। আজ, আপনি আপনার পরিবারের সিনিয়রদের কাছ থেকে আর্থিক পরিচালনা এবং সঞ্চয়.

শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লাস করছে পড়ুয়ারা

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ২০ জুনঃ প্রখর রোদ বা প্রবল বৃষ্টি র হাত থেকে রক্ষা পেতে নয়। ভাঙা ছাদের চাঙ খসে আহত হওয়ার ভয়ে শ্রেণীকক্ষের মধ্যেই ছাতা মাথায় দিয়ে পড়াশুনা করছে পড়ুয়ারা। হিঙ্গলগঞ্জের দুলদুলি পুকুরিয়া আদিবাসী প্রাইমারি স্কুল এর ঘটনা । বেশ কয়েকদিন ধরেই স্কুলের ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ছে বলে জানান অভিভাবকরা। বৃহস্পতিবার ও যখন স্কুল চলাকালীন সময়েও চাঙর ভেঙে পড়ে অল্পের জন্য রক্ষা পায় ছাত্র ছাত্রীরা। ছাতা মাথায় দিয়ে ক্লাস করতে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা।
ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের দাবি যতদিন স্কুল সারাই না হবে ততদিন ছাত্র-ছাত্রীদের আর স্কুলে পাঠাবেন না তারা। স্কুলের এই অবস্থা স্বীকার করে নিয়ে প্রধান শিক্ষকরুদ্রপ্রসাদ মন্ডল বলেন-বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি।

শর্ট সার্কিট থেকে আগুন গোলাবাড়ির বহুতলে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২০ জুনঃ হাওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকার জয়নারায়ণ ঘোষ লেন এলাকায় বহুতলে আগুন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন মিটার বক্স থেকেই আগুন লাগে। আতঙ্কে বহুতলের বাসিন্দারা বহুতলের নিচে নেমে আসেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের বাসিন্দারাও। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন ছুটে আসেন। প্রায় আধ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল সূত্রে জানা গেছে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে।

জমির তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ রাজ্য সরকার জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তরের হাতে থাকা সব ধরনের জমির তথ্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা সব জেলার জেলাশাসক সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিবদের দ্রুত এই তথ্য সংগ্রহ করে অবশ্যই আগামীকালের মধ্যে হার্ড কপি অথবা আন্ডার সেক্রেটারির ই-মেইলে সেই তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে গত এগারোই জুন নবান্ন সভাঘরে আয়োজিত প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে কোন সরকারি খাস জমি দখল বা দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা ফেলে রাখা যাবে না বলে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে সূত্রের খবর। এরপরে শিল্পপতি ও বিভিন্ন বনিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকেও তিনি একই কথা বলেছিলেন।

গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষার খরচ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ রাজ্য সরকার গাড়ীর ধোঁয়া পরীক্ষার খরচ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবহন দপ্তরের প্রস্তাব মেনে অর্থ দপ্তর ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে ছাড়পত্র দিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছ। নতুন তালিকা অনুযায়ী চার চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে এই খরচ ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা, তিন চাকার ক্ষেত্রে ১২০ টাকা, বাইক-স্কুটির ক্ষেত্রে ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯০ টাকা করা ছাড়াও পন্যবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে জিএসটি সহ এই খরচ দ্বিগুন করা হচ্ছে। এইবার এই খরচের অর্ধেক অর্থ রাজস্ব হিসাবে পরিবহন দপ্তরে এবং বাকিটা ধোঁয়া পরীক্ষা কেন্দ্র পাবে। উল্লেখ্য এর আগে গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষার কোন রাজস্ব পরিবহন দপ্তর পেত না।

রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ কলকাতা রাজভবনে আজ দ্বিতীয়বার পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হল। গত বছর প্রথমবার এই দিনটি পালন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক ভিডিও বার্তায় রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের পর রাজ্য সঙ্গীত ''বাংলার মাটি বাংলার জল গানটি বাজানো হয়। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ২০ জুন দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হলেও রাজ্য সরকার ১লা বৈশাখ রাজ্য দিবস হিসাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই মর্মে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাবও পাশ করা হয়েছে। এদিকে বিরোধী বিজেপি আজ পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কলকাতায় মেয়ো রোডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান করেছেন। কয়েক জন বিধায়ককে নিয়ে তিনি বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদের প্রতিকৃতিতেও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন।

ভোট কাটাতে বিশ্বাসী নয় সিপিআইএম, ইয়েচুরি

কলকাতা, ২০ জুন ঃ রাজ্যে সদ্য মিটেছে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। আর সেই ভোটে বিপুল আসন পেয়ে জয় লাভ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। কিন্তু ভোট মিটতেই সিপিআইএম দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে তারা বিজেপির ভোট কেটেছে। বৃহস্পতিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট মুখ্য কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি সাংবাদিক বৈঠক করে সেই কথা খন্ডন করলেন। তিনি স্পষ্ট এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা কোনো দলের ভোট কাটিনি। আমাদের লড়াই প্রথম থেকেই তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল। আমরা সেই লক্ষ্যেই মানুষের কাছে সমর্থন প্রার্থনা করেছি। মানুষের সমর্থন পেয়েছি। আমরা কারুর ভোট কাটিনি। এটা ঠিক একটা ষড়যন্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে। প্রসঙ্গত, সিপিআইএম এর বিরুদ্ধে ১২ টি আসনে বিজেপির ভোট কাটার অভিযোগ উঠেছে।

আরামবাগ হাইস্কুল

ক্লাস নিলেন এসডিপিও শিক্ষকের ভূমিকায়

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ২০ জুনঃ হঠাৎই ক্লাসরুমে ঢুকল পুলিশ দেখেই চোখ কপালে পড়ুয়াদের পরে সেই পুলিশ কর্তাই নিলেন ক্লাস । ক্লাস নিলেন এসডিপিও শিক্ষকের ভূমিকায় পুলিশ। খাকি পোশাকে ক্লাস নিলেন পুলিশ আধিকারিকরা। আর মন দিয়ে ক্লাস করল পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার এমনই চিত্র ধরা পড়ল হুগলির আরামবাগ হাইস্কুলে। সবাই তখন ক্লাসরুমে বসে রয়েছে। হঠাৎ খাকি পোশাকে ক্লাসরুমের ভিতর ঢুকল একদল পুলিশ। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ক্লাসরুমের বেঞ্চে পড়ুয়াদের সঙ্গে গিয়ে বসে পড়লেন পুলিশকাকু। যাঁর কাঁধে সমাজের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব, তাঁকে এদিন দেখা গেল একেবারে অন্য ভূমিকায়। হুগলির আরামবাগ হাই স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে ক্লাস নিলেন এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী ও স্থানীয় থানার আইসি রাকেশ সিং। এদিন হঠাৎ করেই স্কুলে গিয়ে কয়েকটি শ্রেণির ক্লাস নিতে দেখা গেল তাঁদের। ক্লাস নেওয়ার সময় পড়ুয়াদের জীবনের লক্ষ্য এবং সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে বেশকিছু কথা বলেন এসডিপিও। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলারও যে প্রয়োজন রয়েছে, তাও উঠে আসে এসডিপিও-র কথায়। অনেক কঠিন বিষয়কেও খুব সহজেই পড়ুয়াদের সামনে তুলে ধরেন সুপ্রভাত চক্রবর্তী। এদিন স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে বেশ খানিকটা সময় কাটান এসডিপিও এবং আইসি। এই প্রসঙ্গে এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, এরাই তো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। এদের কাছে আসতে পারা মানে বিশাল ব্যাপার। নিজেকে ওদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার এমনতেই পড়াতে ভালো লাগে। আমার বাড়িতে পড়ানোর একটা কালচার আছে। আমাদের নিজস্ব টোলও ছিল। আমার পড়াতে বেশ ভালো লাগে। কঠিন বিষয় যদি ছাত্রদের সহজে বোঝানো যায় তবেই প্রাথমিক ধারণাগুলি পরিষ্কার হবে। ছোট ছোট পড়ুয়াদের মধ্যে নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তবে আমি অবশ্য লাস্ট বেঞ্চে বসতাম। পাশাপাশি অভিভাবকদের প্রতি তাঁর বার্তা, ছাত্র-ছাত্রীরা কী পড়ছে, কতটা পরছে, সেই দিকে যেন তাঁরা খেয়াল রাখেন। একইসঙ্গে পড়ুয়ারা যাতে খেলাধূলার সুযোগ পায়, সেই দিকটিও নিশ্চিত করার বার্তা দেন তিনি।

এদিকে পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি স্কুলের অভিভাবক সহ শিক্ষক শিক্ষিকারাও। এই বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, আমাদের খুব ভালো লাগছে। পুলিশ মানেই যেন ভয়ের বিষয়, ছোট ছোট পড়ুয়াও ভয় পেত। তবে আজ আমরা একটু অবাক হয়ে গিয়েছি।

কারণ পুলিশ মানে আর ভয় নয়, পুলিশ মানে বন্ধু, শিক্ষা, প্রগতি, উন্নতির ধারক এবং বাহক। পুলিশ যেন আগামীদিনেও এভাবেই তাঁদের পাশে থাকে, সেই আবেদনও জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

নিট দুর্নীতির কিনারা করতে আদালতের নির্দেশে সিট গঠনের দাবি জানালেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক

কলকাতা, ২০ জুন ঃ দেশের ভবিষ্যত নিয়ে ছেলে খেলা চলছে। কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন সিপিআইএম সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। বৃহস্পতিবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান। তিনি স্পস্ট জানান, সিবিআই তদন্তে কোনো সঠিক দিশা মিলবে না। আদালতের নির্দেশে সিট গঠন করে নিট দুর্নীতির তদন্ত করা উচিত। যে ধরনের বিষয় সামনে এসেছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ভবিষ্যত অর্থাৎ ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে খেলা করেছে। এই ধরনের ঘটনা সমীচীন নয়। এদিন সীতারাম ক্ষোভ উগরে দিয়ে আরও বলেন, শিক্ষাকে নিয়ে খেলা করা হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। একাধিক দুর্নীতি সামনে এসেছে। এই ভাবে দেশের ভবিষ্যত কখনও তৈরি হবে না। এই শিক্ষা ব্যবস্থার বদল আনতে হবে। এই সব থেকে আমাদের দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম কি শিক্ষা নিচ্ছে বলতে পারেন? প্রসঙ্গত, সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিষয় যথেষ্ট তৎপর দেখিয়েছিল। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ছাত্র-ছাত্রী থেকে বেকার যুবক যুবতী কারোরই সেভাবে সুরাহা করতে পারেনি, এমনটাই দাবি বিরোধীদের। আর সম্প্রতি নিট দুর্নীতি আরো একবার প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দিল কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারকে।

ভোটের পর রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে ফের রদবদল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুন ঃ লোকসভা ভোটের পর রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে ফের কিছু রদবদল করা হল। বীরভূমের জেলাশাসক পদে বিধান চন্দ্র রায়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভোট পর্বে তাঁকে সরিয়ে আইএস আধিকারিক শশাঙ্ক শেঠিকে ওই জেলার জেলা শাসক নিযুক্ত করে নির্বাচন কমিশন। আজ এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য সরকার বিধান রায় কে ওই পদে ফিরিয়ে এনেছে। পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষ স্তরেও আজ কিছু রদবদল করা হয়েছে। তিন জেলার পুলিশ সুপার পদে বদল করা হয়েছে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার নতুন পুলিশ সুপার হয়েছেন কোটেশ্বর রাও। পুরুলিয়ার নতুন পুলিশ সুপার হয়েছেন অভিজিৎ ব্যানার্জি। পশ্চিম মেদিনীপুরের নতুন পুলিশ সুপার হয়েছেন ধৃতিমান সরকার। মুকেশকে বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার পদে আনা হয়েছে। ওই পদে থাকা গৌরব শর্মাকে রাজ্য পুলিশের বিশেষ টাস্ক ফোর্সের আই জি পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ইরিগেশনের স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্যদের দেওয়া হল সংবর্ধনা। পরে কাকদ্বীপ বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় স্ট্যান্ডিং কমিটি সদস্যদের নিয়ে বাঁধ পরিদর্শন করলেন কাকদ্বীপ বিধানসভার বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা ।

মরশুমের শুরুতেই ইলিশ ছাড়াই ফিরে আসতে হলো মৎস্যজীবিদের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ জুনঃ প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু বৃহস্পতিবার থেকে সুন্দরবনে। আর এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ইলিশ ধরার মরশুম। কিন্তু মরশুমের প্রথমেই মৎস্যজীবীদের জালে এল না ইলিশ। তাঁর বদলে অন্য মাছ নিয়ে ফিরল মৎস্যজীবীরা। বৃষ্টি সে ভাবে নেই, তার উপর রয়েছে উত্তাল সমুদ্র। পূবালি হাওয়াও নেই,ফলে মৎস্যজীবীদের জালে আসেনি কোনো ইলিশ। তবে ইলিশ না পেলেও একেবারে খালি হাতে ফেরেনি মৎস্যজীবীরা। ইলিশ ছাড়া কাঁটা মাছ,লটে, সামুদ্রিক কাঁকড়া-সহ আরও অন্যান্য মাছ নিয়ে ফিরেছে তাঁরা। তবে ইলিশ পড়লে ব্যবসায়ে আরও লাভ হত বলে জানালেন তাঁরা। ব্যান পিরিয়ড উঠে যাওয়ার পর গত ১৫ জুন গভীর সমুদ্রের দিকে রওনা দেয় সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, নামখানা সাগর, ডায়মন্ডহারবার সহ একাধিক মৎস্যবন্দরে মৎস্য জীবীরা ফিরতে শুরু করেছে।

গত ৩ বছর ধরে মাছ কম পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে বলে তাঁরা জানালেন। এ বছর মরশুমের শুরুতেই এভাবে খালি হাতে ফিরে আসায় হতাশ মৎস্যজীবীরা সিঁদুরে মেঘ দেখছেন। তবে মনে করা হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে।

বৃষ্টি পুরোদমে শুরু হলেই এই পরিস্থিতি বদলাতে পারে বলে আশাবাদী তাঁরা। তবে এখন দেখার মরশুমের বাকি দিনগুলিতে কত পরিমাণে ইলিশ আনতে পারে এবারে মৎস্যজীবিরা।

ভদ্রেশ্বরে নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হল খুঁড়িগাছি খাল থেকে

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর হুগলি, ২০ জুনঃ বাড়ির সামনে থেকেই নিখোঁজ হয়েছিল ১ বছর ৯ মাসের শিশুটি। সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছিল তার ছবি। নিখোঁজ শিশুর সন্ধান মিললে কোন নম্বর যোগাযোগ করা হবে, তাও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে। ঝড়ের গতিতে শেয়ার হয়েছে সেই পোস্ট। ফেসবুকে দেওয়ালে অনেক লেখালেখিও হয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই শিশুর দেহ উদ্ধার হল খাল থেকে। ভদ্রেশ্বরে নিখোঁজ শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার হল খুঁড়িগাছি খাল থেকে। ভদ্রেশ্বর পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের সাহেব বাগান এলাকায় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে এক শিশু নিখোঁজ ছিল।শিশুর নাম আরাধ্যা রাম। বয়স এক বছর নয় মাস। বিকালে বাড়ির কাছে খেলা করছিল শিশুটি। সন্ধ্যার পর থেকে আর তার খোঁজ মিলছিল না।ভদ্রেশ্বর থানায় অভিযোগ জানানো হয়। ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে ওই এলাকায় তল্লাশি শুরু হয়। বাড়ির কাছে খাল রয়েছে, সেই খালে তল্লাশির পাশাপাশি ঝোপঝাড়-জঙ্গলেও তল্লাশি চলে। পাতকুয়ার জল সেচ করেও দেখা হয়। ড্রোন ক্যামেরার দিয়ে চলে তল্লাশি। তবুও কোনও খোঁজ মিলছিল না শিশুটির। সামাজিক মাধ্যমে তার ছবি দিয়ে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়। তাতে বলা হয়, 'বাচ্চাটি চুরি গিয়েছে' বলে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিশুটিকে খুঁড়িগাছি খালে ভাসতে দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। যেখানে বুধবার পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছিল সেখান থেকে কিছুটা দূরে।

ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির বাইরে খেলছিল শিশুটি। পাশেই খাল।

খালের ধারের রাস্তা দিয়ে পাশের বাড়িতে যেত শিশুটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শিশুটি কোনওভাবে খালে পড়ে গিয়েছে। তাতেই দুর্ঘটনা।

আট মাস আগে অর্থ মঞ্জুর হলেও শুরু হয়নি কাজ, ক্ষোভে পঞ্চায়েত অফিসে তালা গ্রামবাসীদের

ধলাই (ত্রিপুরা), ২০ জুন ঃ গ্রামবাসীদের বেশ কয়েক দশকের দাবি মেনে রাজ্য সরকার আট মাস আগে পাকা বক্স কালভার্ট তৈরির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছিল। কিন্তু নানা টালবাহানায় কাজ শুরু হয়নি আজও। এর প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত এলাকাবাসী প্রায় দুই ঘণ্টা তালা বন্ধ রাখেন পঞ্চায়েত অফিস। পরে বিডিও-র আশ্বাসে খোলা হয় তালা। ঘটনা রাজ্যের ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমার অন্তর্গত বিলাসছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে।

এদিন পঞ্চায়েতের এসসিপাড়ার বাসিন্দারা সকাল ১১টা নাগাদ পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, স্থানীয় ছড়ার ওপর নরবড়ে ও বিপজ্জনক বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে প্রায় ২০০ মানুষকে নিত্য যাতায়াত করেন। প্রায়ই ঘটে ছোট-বড় দুর্ঘটনা। বারবার দাবি জানানোর পর আট মাস আগে পাকা বক্স কালভার্ট তৈরির জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল।

কিন্তু এখনও শুরু হয়নি নির্মাণকাজ। তাই আজ তাঁরা অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। কাজ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তালাবন্ধ থাকবে পঞ্চায়েত অফিস। খবর পেয়ে ছুটে আসেন সংশ্লিষ্ট দুর্গা চৌমুহনি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন শম্পা দাস, ভাইস চেয়ারপারসন তাপস পাল, বিডিও সমীর দাস। ছুটে আসেন স্থানীয় কমলপুর থানার ওসি-র নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা। দীর্ঘ আলোচনার পর বিডিও স্বীকার করেন, লোকসভা নির্বাচন এবং নানা সমস্যায় কাজ শুরু করা যায়নি। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই শুরু হবে কাজ। আর বর্তমানে নরবড়ে সাঁকোর বদলে আপাতত চলার মতো শক্তিশালী সেতু তৈরি করে দেওয়া হবে।

বিডিও-র আশ্বাসে দুপুর ২-টা নাগাদ তালা মুক্ত হয় পঞ্চায়েত অফিস। স্থানীয়দের বক্তব্য, আট মাস আগে কাজ শুরু করলে বর্ষার আগে তৈরি হয়ে যেত পাকা বক্স কালভার্ট। তা হয়ে গেলে অনভিপ্রেত পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

ত্রিপুরায় খাদ্যে বিষক্রিয়া, অসুস্থ ছাত্রীদের খোঁজ নিতে হাসপাতালে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক

আগরতলা, ২০ জুন ঃ খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে রাজধানী আগরতলা শহরে অবস্থিত বোধবজং গার্লস স্কুলের বহু ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এতে ব্যাপক হুলস্থুলের সৃষ্টি হয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে অভিভাবক মহলে। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের। একের পর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। কমপক্ষে কুড়ি জন ছাত্রীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথা মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা জিবি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে তাদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে সে ব্যাপারে নজর রাখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধারণা করা হচ্ছে, হস্টেলের খাবার খেয়ে তারা অসুস্থ হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন স্কুল শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই একাধিক ক্লাসের ছাত্রী পেটে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। সহপাঠীরা বিষয়টি সাথে সাথে স্কুলের শিক্ষকদের জানায়। স্কুল কর্তৃপক্ষ খবর নয় অ্যাম্বুলেন্সকে। গণহারে ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাদের জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কুড়িজনের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। আরও অনেক ছাত্রী স্কুলেই অল্পবিস্তর পেট ব্যথায় কাতরাতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে আগরতলা শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে অভিভাবকরা স্কুলে ছুটে যান। অনেকে হাসপাতালে গিয়ে সন্তানের খোঁজ নিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, যে সব ছাত্রী অসুস্থ হয়েছে তারা প্রত্যেকেই হস্টেলের আবাসিক। আশঙ্কা করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে পেট ব্যথা হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা স্কুল এবং হস্টেল পরিদর্শন করেছেন। এর রিপোর্ট তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

কেরলে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস

কোঝিকোড়, ২০ জুনঃ কেরলে বর্ষা ঢুকে গেলেও গত কয়েকদিনে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমে যাওয়ার পরে আবার নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাতের আভাস দিল আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, মলপ্পুরম, কোঝিকোড় এবং কান্নুর জেলায় সতর্কতা জারি হয়েছে। এছাড়াও কেরলের আরও ৮ টি জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে বলে আবহাওয়া সূত্রে জানা গেছে। জানা যাচ্ছে, কেরলে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সতর্কবার্তার পরে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার একাধিক দলকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

দীর্ঘ ১৫ বছর শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে রায়দীঘির এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২০ জুনঃ দীর্ঘ ১৫ বছর পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবক সুন্দরবনের রায়দীঘিতে।রায়দীঘির শ্রীফলতলা গ্রামের যুবক ইব্রাহিম মোল্লা এলাকায় ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলো। বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎই অসুস্থতার কারণে করুণ অবস্থার শিকার এই যুবক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের রায়দিঘির শ্রীফলতলা গ্রামের বাসিন্দা এই যুবক। জানা গিয়েছে, এই যুবকের নাম ইব্রাহিম মোল্লা। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গেছেন এলাকার মানুষ। ৩৬ বছরের ইব্রাহিম মোল্লা রায়দীঘি এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা করে ভালোমতোই তিনি জীবন যাপন করছিলেন। কিন্তু হঠাৎই দেখা যায় অসুস্থতা। আচমকাই মানসিক অসুস্থতার শিকার হন তিনি। বর্তমানে তিনি রীতিমতো রাস্তায় ঘুরে বেরাচ্ছেন পায়ে বাঁধা রয়েছে শিকল। আর সেই শিকলবন্দি অবস্থাতেই রাস্তাঘাটে ঘুরছেন তিনি। কয়েকদিন নয়, প্রায় ১৫ বছর ধরে তিনি এভাবেই শিকলবন্দি হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। বিনা চিকিৎসাতেই এভাবে পড়ে রয়েছেন তিনি।স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এই যুবক ব্যবসা কর ছিলেন, ভালো ছেলে কিন্তু মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় পায়ে শিকল বাঁধা তাঁর। তাঁর ভাই বা মা কেউই ঠিক মতো চিকিৎসাও করাতে পারছেন না বলে তাঁর পরিবার সূত্রে জানা গেল ।

কখনো খেতে পাচ্ছেন ওই যুবক আবার কখনো না খেয়েই দিন চলে যায় তাঁর। এ ভাবেই ইব্রাহিম মোল্লা প্রায় ১৫ বছর ধরে এরকম পায়ে শিকল বেঁধে গ্রামে ঘুরে বেরাচ্ছেন। তাঁরপরিবার ও গ্রামের মানুষেরা চান সরকারি তৎপরতায় ওর ভালো চিকিৎসার মাধ্যমে ওকে দ্রুত সুস্থ করে শিকল মুক্ত করা হোক ওর আগামী জীবন ।

আগরতলার হাঁপানিয়ায় আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান

আগরতলা, ২০ জুনঃ মন ও শরীর ভালো রাখার ক্ষেত্রে যোগার গুরুত্ব অনুধাবন করে রাজ্য সরকার যোগাকে ত্রিপুরা স্পোর্টস পলিসিতে সংযুক্ত করেছে। ত্রিপুরায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ক্রীড়া দফতর পরিচালিত বিভিন্ন সেন্টারগুলিতেও যোগাকে শামিল করা হয়েছে। তাই সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও আগামীকাল দশম আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপন করা হবে। আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় এ খবর জানিয়েছেন। ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় আরও জানান, হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগদিবস উদযাপন হবে। সেখানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সিআরপিএফ, বিএসএফ, টিএসআর সহ এনএসএস-এর স্বেচ্ছাসেবীরা যোগে অংশগ্রহণ করবেন। তিনি জানান, ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগাদিবস পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ২১ জুন আন্তর্জাতিক স্তরে যোগদিবস পালনের দাবি জানিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর চিন্তাভাবনাকে মর্যাদা দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিবছর ২১ জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগদিবস হিসেবে ঘোষণা করে। রাজ্যেও প্রতি বছর রাজ্যস্তরের পাশাপাশি জেলা সদর, মহকুমা এবং ব্লকস্তরে আন্তর্জাতিক যোগদিবস পালন করা হয়ে থাকে।

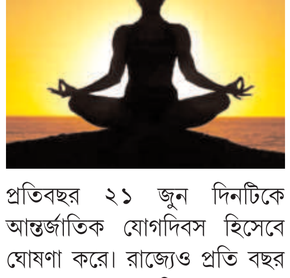

সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপকুমার চক্রবর্তী জানান, আগামীকাল রাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগদিবসের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মিলেটের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সচেতনতার ওপরও এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে মিলেটের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। তাই মিলেট সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারতের প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপুঞ্জ ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক মিলেট বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গত, সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা পিকে দেবও উপস্থিত ছিলেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২০১ সংখ্যা, শুক্রবার, ৬ আষাঢ়, ১৪৩১

বিস্মৃত সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক বিস্মৃত মার্কসবাদী। সৌম্যেন্দ্রনাথ আসলে কী ছিলেন, কেন তিনি তলিয়ে গেলেন বিস্মৃতির অন্তরালে-এ নিয়ে ভাবতে বসলে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের নিরাসক্ত নির্বিকার আত্মদর্শনে নিজেকে সমর্পন করা ছাড়া উপায় থকে না। সত্যিই তো শুধু সৌম্যেন্দ্রনাথ নিয়েই বা একথা ভাবছি কেন, আরও তো কম প্রতিভাবান মানুষ আমাদের বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে যাননি। ক'জনই বা মনে রেখে চর্চা করি শিশিরকুমার ভাদুড়ি বা বিজন ভট্টাচার্যকে। প্রগতির যে পথিকেরা গত শতাব্দীর গণজীবনকে আমাদের মূল স্রোতের সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন-তাঁদের ক'জনের নামই বা আমরা মনে রেখেছি। আসলে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালি মন ও মানসিকতা চিরকালই ঘটনা ও চরিত্রের গ্রান্ড ন্যারেটিভকেই খুঁজেছে, মাইক্রো ন্যারেটিভকে সে গণ্য করতে শেখেনি। এটাও ঘটনা যে, আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীনতা প্রায় প্রবাদের পর্যায়ে। আর যে ইতিহাসকে আমরা- চর্চা-যোগ্য ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করি, সেই ইতিহাসের নির্মাণে থাকে ক্ষমতাসীনের নিয়ন্ত্রণ, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির আধিপত্য। ঘটনা ও চরিত্রের চলমান স্রোতের ভিতর থেকে কে, কতটুকু থাকবেন, কীভাবে থাকবেন, কতটা বাড়াই-বাছাই-এ বাদ পড়বেন অথবা উপযোগমতো পরিবর্তিত আকারে আসবেন, সে-সবের নির্মাণ প্রক্রিয়া ক্ষমতাশালীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং প্রশ্নটা ঘুরিয়ে ভাবলে, সৌম্যেন্দ্রনাথ বা তাঁর মতো কোনো-কোনো মানুষ কেন বিস্মৃতির আড়ালে তলিয়ে গেলেন নয় বরং প্রশ্নটা হওয়া উচিত কীভাবে ইতিহাসের চলমান অধ্যায়ে তাঁদের ধুলোচাপা দেওয়ার বন্দোবস্ত হল। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ঠাকুর পরিবারে ১৯০১-এ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো ছেলে দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতি, সেই হিসেবে রবীন্দ্রনাথেরও নাতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে তিনি চিরদিন 'রবিদা'-ই বলতেন। সম্পর্কের এই মধুর-বন্ধন রবীন্দ্রনাথ মেনেও নিয়েছিলেন। যাই হোক, ঠাকুরবাড়ির পরিবারের সাংস্কৃতিক আবহে বেড়ে ওঠা সৌম্যেন্দ্রনাথ ক্রমশ ওই সাংস্কৃতিক আবহকে ছাড়িয়ে হয়ে উঠেছিলেন বিদ্রোহী। তাঁর জীবনের ওঠা-পড়ার পর্বগুলি খতিয়ে দেখলে এক-একটা থিসিস, অ্যান্টিথিসিস পেরিয়ে বোধহয় কোনো এক সিনথিসিস খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শৈশব-কৈশোরে পেয়েছেন ঠাকুরবাড়ির শিল্প-সাহিত্য সংগীতের নান্দনিক পরিবেশ। পেয়েছেন দিনেন্দ্রনাথের গানের সাহচর্য, ওস্তাদ শ্যামসুন্দর মিশ্রের গানের তালিম। পেয়েছেন সংগীত ও অভিনয়ের রবীন্দ্রনাথকে। ঠাকুরবাড়ির রুচি, সৌন্দর্যের বোধ এসবই তাঁর শিশুমনের মানসগঠন করেছে যেটাকে তিনি বলেছেন-- 'এসথেটিক আবেষ্টনী'। এই 'এসথেটিক আবেষ্টনী'ই একসময় তাঁর কাছে হয়ে উঠবে 'এসথেটিকস্ দুর্গ', যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির সাম্মানিক ছাত্র। ১৯২০-২১ সাল গান্ধীজির অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল হাওয়া সৌম্যেন্দ্রনাথকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

বাংলা গানে হেমন্ত- আরতি

'আমার চোখে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বড় মনের এক বিরাট মানুষ।'; এই কথা প্রখ্যাত গায়িকা আরতি মুখোপাধ্যায় আমাকে বললেন। হেমন্তদার প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি আবেগে ভাসলেন, 'কবেকার কথা। সম্ভবত ১৯৫৭ সালে কলকাতায় এক ফাংশনে হেমন্তদার সঙ্গে আমার পরিচয়। ধুতি-হাফ শার্ট পরা সৌম্যদর্শন এক ব্যক্তিত্ব। হেমন্তদা খুব লম্বা ছিলেন। মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম। মুখে মৃদু হাসি। আর কী ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি সোনাঝরা কণ্ঠ সম্পদ। হঠাৎ আমার সম্বিত ফিরল। তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। বললেন; 'আরতি, তোমার কথা বোম্বেতে অনেকের মুখেই শুনেছি। ভালো করে গান গাও। আরও উন্নতি কর। তবে সাফল্য যেন তোমার মাথায় কখনও চেপে না বসে। সব সময় মাটিতে পা রেখে চলবে।' হেমন্তদার এই কথাগুলো আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। হেমন্তদা, মান্নাদা (মান্না দে) এঁরা ছিলেন আমার বড়দার মতোই। আসলে কলকাতা ও মুম্বাইয়ে আয়োজিত সংগীতের দু'টো ট্যালেন্ট হান্ট প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম হয়েছিলাম। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন সি রামচন্দ্র, নৌশাদ, বসন্ত দেশাই, মদনমোহন প্রমুখ বরেণ্য সুরকার। হয়তো তাদের কাছ থেকেই হেমন্তদা আমার সম্পর্কে জেনেছিলেন। হেমন্তদার সুরে প্রথম গেয়েছিলাম ১৯৫৮ সালে সাহারা নামে একটা হিন্দি ছবিতে। নায়িকা ছিলেন মীনা কুমারী। লতা মঙ্গেশকর আর আমার ডুয়েট; ''বিল্লি বাজার বাজা...'। আমার গানের অংশ ছিল ডেইজি ইরানের লিপে। মীনা কুমারীর লিপে লতাজি। লতাজি ও আমার আরও একটা ডুয়েট ছিল। মা ও তার ছোট মেয়েকে নিয়ে বেশ মজার সিকোয়েন্স সব। হেমন্তদার সুরে আরও দু'টো হিন্দি ছবিতে গেয়েছিলাম;খামোশি ও লাভ ইন কানাডা। খামোশির গানটা ছিল 'আজ কি রাত'। লাভ ইন কানাডায় গেছিলাম দুটো গান' 'রং সে রূপ সে' ও মা'...। দ্বিতীয় গানটি সমবেত কণ্ঠে। আর একটা কথা জানিয়ে রাখি। সাহারা ছবিতে প্রতিমাদিও। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন। ওই গানটা হল, 'মেহফিল মে তেরে'। হেমন্তদা ও বেলা বউদির একটা ডুয়েট ছিল; 'হর দুখরা সহনেওয়ালী'। হেমন্তদা তাঁর সুরারোপিত ছবিতে নতুন। শিল্পীদেরও গাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। এটাও তাঁর বড় মনের পরিচয়। বাংলা ছবিতে হেমন্তদা সুরে আরতিদি প্রথম গাইলে 'একটুকু বাসা'-য়। ১৯৬৫ সাল। মনোজ বসুর কাহিনী। তরুণ মজুমদারের ছবি। নায়ক-নায়িকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায়। দুটো গান যথাক্রমে;'এসো এসো আমার' এবং 'আমি সংসারে রব না মা' সন্ধ্যা রায়ের লিপে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

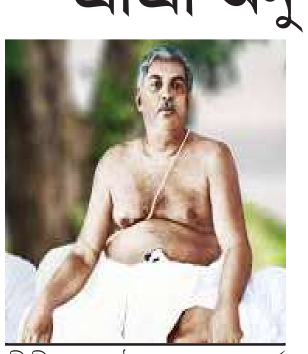

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বললেন, কর্ম করে যেতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। কর্ম করতে হবে। সৎ কর্ম করতে হবে। যতদিন বাঁচি ততদিন কাজ করি। এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে মানব জাতিকে। গীতায় বলেছে কর্মযোগের কথা। কর্মযোগের সাধনা করতে হবে। এক নিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। যিনি কর্মবীর তিনি জগতে কাউকে ভয় পান না। তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারেন সামনের দিকে। কাজ করলে তার শুভ ফল পাওয়া যায়। ভালো কাজে ভালো ফল আসবে। খারাপ কাজে খারাপ ফল পাওয়া যাবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি সমাজ সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। মা ভবতারিনীর স্নেহ, ভালোবাসা এবং প্রীতি হচ্ছে অলঙ্কার। এই অলঙ্কার আছে বলে স্ত্রীজাতি সবার উপরে স্থান গ্রহণ করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন চক্ষু দানকারী। তিনি চোখ দিয়ে জগতকে চেনাতে শেখান। তিনি আছেন বলেই তার সন্তানরা শক্তিশালী এবং বলবান হয়ে থাকেন। মা তার সন্তানদের জ্ঞান চক্ষু দান করে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধিকারিনী। তিনি শক্তি দিয়ে থাকেন। তিনি শক্তি দেন বলেই তাঁর সন্তানরা মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতে পারে। তিনি আছেন বলেই শত্রুকে বিনাশ করা সম্ভব হয়। তিনি আছেন বলেই শুভ শক্তির উদয় ঘটে। তিনি হচ্ছেন ভারত এত শক্তিশালী। তিনি সব কিছু সহ্য করতে পারেন। মা ভবতারিনীর আরতি হওয়ার আগে মা সারদাকে পুজো করতেন ঠাকুর।

পুরুষদের যৌন লালসার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে বালবিধবা সুন্দরী হৈমবতী সেনের ডাক্তার হয়ে ওঠার কাহিনী

রবীন্দ্র কুমার শীল

এবারের মহিলা ডাক্তার হওয়ার সংগ্রামটা একেবারে আরও ভীষণ কঠিন এবং প্রস্তর। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিলেন বহু সংগ্রাম করে। তখন মেডিকেল কলেজে মহিলাদের ভর্তি হওয়ার কোনও অধিকার ছিল না। তবুও অসম্ভব জেদি কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ভর্তি হয়েছিলেন সবাইকে অবাক করে দিয়ে মেডিকেল কলেজে। সেখানে ডাক্তারি নিয়ে পড়াশুনা করলেও পাস করার সময়ে তাঁর হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল নার্সিং ট্রেনিংএর সার্টিফিকেট। ডাক্তারি সার্টিফিকেট দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছিল মেডিকেল কর্তৃপক্ষ। এবারে আর একটি মহিলা ডাক্তারি ছাত্রীর জীবন সংগ্রামের কথা উল্লেখ করবো যা আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ১৮০০ সাল ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ চলছে। ওই ক্যাম্পবেল মেডিকেল কলেজে আজকের নীল রতন সরকার মেডিকেল কলেজ সংক্ষেপে এনআরএস কলেজ ও হাসপাতাল। ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছে। মেয়েদের হোস্টেলের দিতে তাক করে ছোঁড়া হচ্ছে ইট পাটকেল। মিস্টার গিব্বন পুলিশ ডাকলেন। এই ছাত্র বিক্ষোভের কারণ একজন মহিলা ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। আর একদিনই নম্বর কম পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন গোপালচন্দ্র দত্ত। সোনার মেডেলের দাবিদার মহিলা ডাক্তারটি। এটা একেবারে অসম্ভব। মেনে নেওয়া চলে না। তাই চলছে ছাত্র বিক্ষোভ। কেউ কেউ বললেন, 'মেরে ফেলা হোক। পথের কাঁটাকে সরিয়ে ফেলে দেওয়া উচিত'। শিক্ষক মহল বাধ্য করলেন মিস্টার গিব্বনকে পুলিশ ডাকতে। খবর গিয়ে উপস্থিত হল গভর্নরের কাছে। তিনি ছাত্রীকে ডেকে পাঠালেন। গভর্নরের কাছে মুচলেখা দিতে হল যে সোনার মেডেলের তাঁর প্রয়োজন নেই। বদলে মাসিক স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তাতেই রাজি হয়ে গেলেন ছাত্রীটি। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল রূপোর মেডেল। ছাত্রদের আন্দোলন স্তিমিত হল। বাল্য বিধবার চিকিৎসক হয়ে ওঠার কাহিনী সেই সময়ে অতীব ভয়ঙ্কর ছিল তা এই চিত্র থেকে উপলব্ধি করা যেতে পারে। পুরো সমাজ তখন এই ছাত্রীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। সেই বিরোধী পথের মধ্যখান দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়ে ছিলেন হৈমবতী সেন (১৮৬৬-১৯২০)। আমাদের মাতামাতি ইহলা ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে। কিন্তু এর বাইরে এর একটি মহিলার ডাক্তার হয়ে ওঠার যে আত্মকথন রয়েছে যার বন্দি অবস্থায় ছিল আশি বছর পরে সেটি উদ্ধার পেতে জানতে পারা যায় ডাক্তার হৈমবতীর সেনের জীবন সংগ্রামের কথা। একে বাল্য বিধবা। তার ওপরে তাঁর শখ হয়েছে ডাক্তারি পড়ার। তৎ কালীন সমাজ ব্যবস্থায় যখন বাল্য বিধবাদের ঘরে মধ্যে একটি কোনে আটকে রাখা হতো সে নাকি ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন। গোটা সমাজের

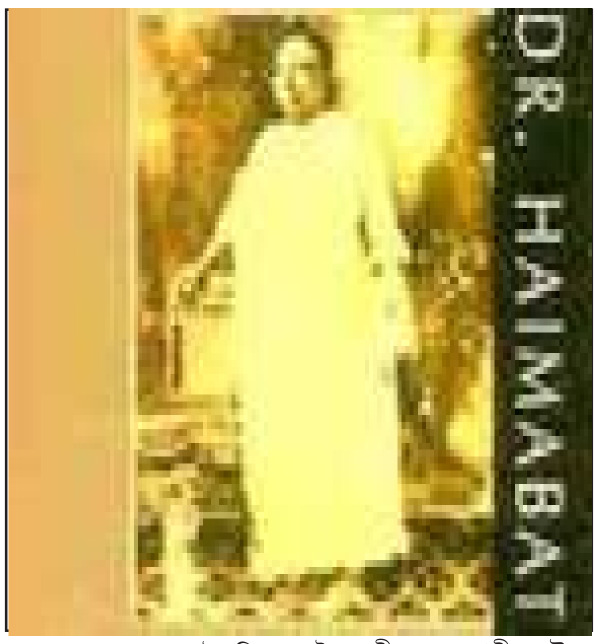

মাথায় ব্রজাঘাত এসে উপস্থিত হল। ১৮৬৬ সালে মা, ঠাকুরমা, পরিবারের সব সদস্যরা প্রহর গুনছেন ছেলের প্রসবের। সবার আশা ব্যর্থ করে মেয়ে জন্মগ্রহণ করলো। পিতা জমিদার প্রসন্ন কুমার ঘোষ মেয়ের নাম দিলেন চুনীবাবু। ছেলের পোশাক পরিয়ে রাখা হল। পাঁচ ছয় বছর ধরে ছেলেদের পোশাক পরে ছেলে মহলে ঘেরাঘুরি করতে শুরু করে দিল। তাদের সঙ্গে খেলা করতে থাকে। চুনীবাবু লুকিয়ে পড়াশুনে মুখস্ত করে ফেলে। ইন্সপেক্টর পরিদর্শন করতে এসে উপস্থিত ছাত্রদের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তারা কেউই উত্তরদিতে পারেনি। চুনীবাবু একের পর এক উত্তর দিতে থাকেন। তখনও তাঁর অক্ষর জ্ঞান হয়নি। ইন্সপেক্টর জমিদার প্রসন্ন কুমার ঘোষকে বলে দিয়ে গেলেন মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে। পিতার প্রশ্রয়ে লুকিয়ে চলল পড়াশুনা। লেখাপড়া শিখে যেদিন মা ঠাকুরমাকে রামায়ণ পড়ে শোনালেন চুনীবাবু সেদিন অন্দরমহলে রব উঠে গেল এই মেয়ের আর পাত্র জোটানো একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। সমাজের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে পিতা প্রসন্ন কুমার ঘোষ নাবালিকা হৈমবতী সেনকে ৪৩ বছরের একজন বয়স্ক ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। স্বামীর ঘরে তখন তাঁর দুই স্ত্রী এবং দুই সমবয়সী কন্যা বিরাজমান। পিতার প্রসন্ন-র বুঝতে অসুবিধা হল না তাঁর সাধের চুনীবাবুকে সলিল সমাধি করে দেওয়া হল। নিজের আত্মকথনে সত্যকথাকে অকপটে বলে গিয়েছেন হৈমবতী সেন। স্বামীর যৌন নির্যাতন একটি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটাও তিনি স্বীকার করেছেন। এতটাই স্বামীর যৌন নির্যাতনের আতঙ্কিত হয়ে যেতেন হৈমবতী যে প্রায় সময়ে তাঁকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। বিবাহের পাঁচ মধ্যে স্বামীর নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করলেন। বাল্য বিধবা হৈমবতী সেন স্বামীর সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে শূন্য হাতে বাপের বাড়ি ফিরে এলেন। তাঁর আত্মকথন ডাইরিতে উগড়ে গিয়েছেন বিধবাদের প্রতি সমাজিক অত্যাচারের কথা। তিনি সরব হয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। মাথা মুড়িয়ে সাদা থানে ঢাকা এই সব বাল্য বিধাবরা তখন সমাজের ভোগ বিলাসের পণ্য হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। এরা চরম আর্থিক বঞ্চনীর শিকার হতেন এবং তার সুয়োগ গ্রহণ করতে প্রভাবশালী ধনী ব্যক্তিরা। ১৮৫৩ সালে একটি পরিসংখ্যান থেকে বঝুতে পারা যায় যে শুধু কলকাতাতেই ১২,৭১৮ জন দেহব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল যাদের অধিকাংশ ছিল বাল্য বিধবারা। কলকাতায় তখন বিদ্যাসাগর বাল্য বিধবা নিয়ে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছেন। নারী শিক্ষা প্রচলন করার ওপরে জোর দিয়েছেন। ব্রাহ্মরা নারী শিক্ষার প্রসার করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে তার প্রভাব গিয়ে উপস্থিত হল খুলনাতে।

বিধবাদের একমাত্র গতি হচ্ছে কাশীধাম। সহৃদয় পুলিশবাবু(এক তুতো বোনের স্বামী) মাসিক ২০ টাকা বরাদ্দ করলেই বাধ সাধল সেই বোন। 'লোকে কি বলবে?' অল্পবয়সী মেয়েদের পক্ষে কাশী নিরাপদ ছিল না। অল্পের জন্য দুই দুইবার রক্ষা পেয়েছিলেন বালিকা মৈহবতী সেন। শেষ পর্যন্ত দশ টাকার মাসিক মাইনেতে একটি স্কুলে চাকরি পেলেন। প্রথম স্বনির্ভরতার স্বাদ গ্রহণ করলেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কররা জন্য মন পড়ে রইল কলকাতার দিকে। ব্রাহ্ম সমাজের দুই একজনের সঙ্গে পকিরচয় হয়েছিল কাশীতে। তাঁদের সুপারিশ নিয়ে কলকাতায় এসে দেখেন তারা বিদেশে রয়েছেন। নিরাশ্রয় বিধবা আর্থিক অনটনে জর্জরিত হয়ে আবারও দ্বারস্থ হলেন ব্রাহ্ম সমাজে। গেরুয়া বসনধারী পরোপকারী উদারচিত্ত কুঞ্জবিহারী সেনকে দেখে বিধবা বিবাহের সম্মতি দান করলেন হৈমবতী সেন। মনে মনে চিন্তা করলেন অন্ন বস্ত্রের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে না। তারপরে মনের মধ্যে যে উচ্চ শিক্ষার শিকড় পুতে রেখে দিয়েছিলেন তাকে সফল করা সম্ভব হবে। মানুষ ভাবে এক আর হয় তার ঠিক বিপরীত। বাস্তবে দেখতে পাওয়া গেল যে স্বামীটি অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন পরগাছা, অলস এবং স্ত্রীর রোজগেরে বসে খাওয়ার ভণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। অনাহত একটি সন্তান এসেছিল পরে সেই সেই সন্তান মারা যায়। হৈমবতী সেন কঠিন সংক্রমণ রোগে আক্রান্ত মারা যেতে বসেছিলেন। সেই সময়ে সুন্দরীমোহন দাস এবং তাঁর স্ত্রী ধাত্রী হেমাঙ্গিনীর সেবায় আর চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সাহচর্য লাভ করে নতুন জীবন তৈরি করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তাঁর আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৮৮০ সাল। কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছে। ডাক্তার দাশ এক বছর পরে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। সবই ছিল সম্ভ্রান্তদের জায়গা। ১৮৭৩ সালে শিয়ালদহে তখন গড়ে উঠেছে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল। দুঃস্থ গরিবদের হাসপাতাল। উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকেরা সেখান পরিষেবা দিতে নারাজ। ঘোষণা করা হল লেডি ডাফরিনের ফাণ্ডের সাহায্যে কিছু হাসপাতাল সহায়িকাকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হবে। অল্পশিক্ষিত কিছু মহিলাকে ডাক্তারির ন্যূনতম প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে জেলায় পাঠানো হবে। ১৮৮৮৫ সালে কোলিন ম্যাকেঞ্জির অনুমতিতে গঠিত হল 'ভার্নাকুলার লাইসেন্সিয়েট ইন মেডিসিন অ্যাণ্ড সার্জারি' (ডিএলএমএস) প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে ১৭ জন মহিলাকে। কাদম্বরী দেবী বা ডাক্তার অবলা দেবী শুধু কলকাতাতেই চিকিৎসা করতেন। অল্পশিক্ষিত মহিলাদের ডাক্তারি ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি উঠল। এতে চিকিৎসার মান নিম্নমুখী হবে। যথারীতি পরীক্ষা হল। প্রথম হলেন সুবর্ণলতা। দ্বিতীয় হলেন হৈমবতী সেন এবং তৃতীয় স্থানাধিকার করলেন ইদ্দিন্নেসা। পুরুষ ডাক্তারদের সহযোগী হিসাবে কাজ করবেন এই ডাক্তারি পড়া মহিলারা। স্বাধীনভাবে প্র্যাক্টিস করার সুযোগ থাকবে না। আত্মকথন ডায়েরিতে লিখেছেন, 'অ্যানাটমি, সার্জারি আর মেরিয়া মেডিকা পড়ানো হতো। সকালে যেতে হতো ডিপেন্সারিতে। কিছুই বুঝতাম না। মাসে তিন টাকা মাসিক চুক্তিতে ডিসপেন্সিং শেখাতে রাজি হল কম্পাউন্ডার। মাসিক সাত টাকা বৃত্তি পেতেন হৈমবতী সেন। যার পরোটাই তুলে দিত হতো স্বামী কুঞ্জবিহারী সেনকে। সংসার সামলে চলল ডাক্তারি শিক্ষা গ্রহণ। ডিকেশন ক্লাসে মাথা ঘুরতো আর বমি হতো। যোগীন্দ্রবাবু বলতেন,' পশুর চামড়া কাটছো ভেবে হাতের ছুরি চালাও। তবে শিখবে।'

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হাসপাতালে ছিলেন। বহু রোগী দেখেছেন। ক্লিনিকের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেও রোগী দেখতে যেতে হতো। মাসিক আয় চারশো ছয়শো টাকা হতে থাকলো। পুরো আয়টা কেড়ে নিতেন তাঁর স্বামী কুঞ্জবিহারী সেন। লিঙ্গবৈষম্য এখানেও পিছু ছাড়েনি। সহকারী সার্জেন বদ্রীনাথ উত্যক্ত করতেন। যৌন হেনস্থা করতেন। শেষে আর এল দত্ত নামে এক সিনিয়র সার্জেনের কাছে অভিযোগ জানান। তিনিই বদ্রীনাথের হাসপতালে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

১৮৮৯ সালে একটি নিদারুণ ঘটনা বাংলায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১১ বছরের নাবালিকা ফুলমণি দাসের মৃত্যু। মধ্যবয়সী স্বামী ধর্ষনের শিকার হয়ে রক্তপাত অচৈতন্য অবস্থায় চিকিৎসার জন্য হৈমবতীর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। উনি তখন আরও দুই জন সার্জেনকে ডেকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মেয়েটির মৃত্যু হয়। সার্জন মিথ্যা সার্টিফিকেট লেখেন, বয়স ১৪ এবং সংক্রমণের কারণে মৃত্যু হয়েছে। তোলপাড় হতে শুরু করে। তারপরে আইন করা হয় ১২ বছরের নীচে নাবালিকার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক তৈরি করা যাবে না। হৈমবতী সেনকে ৫০০ টাকা নিয়ে মুখ বন্ধ করে থাকতে বলা হয়েছিল। এই টাকার পুরোটাই দুস্থ গরিব শিশুদের জন্য ব্যয় করেছিলেন। দুই পুত্রসন্তান সহ কন্যা বিধুমুখীকে নিয়ে সংসার হৈমবতীর। স্বামী কুঞ্জবিহারীর হিংসা চরমে উঠতে শুরু করলো। স্বামী অন্যত্র বসবাস করতে শুরু করলে সংসারের দায় তাঁর ওপরে এসে পড়ে। ১৯০২ সালে কুঞ্জবিহার নিউমোনিয়াতে মারা গেলেন। এরপরে হৈমবতী সেন দুঃস্থ শিশুদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। নিজের পুত্রকন্যাদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পান। ব্যক্তিগত জীবন চরম একাকী। তিনি সারা জীবন ধরে বলেছেন মেয়েদের এগিয়ে আসতে হবে তবেই সমাজ রক্ষা পাবে। চারশো অনাথ শিশুদের প্রতিপালন করেছেন। অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী সেন বলেছেন, সে যুগের অত্যন্ত অগ্রগণ্য আধুনিক নারী ছিলেন ডাক্তার হৈমবতী সেন। ব্যতিক্রমী মহিলা মাত্র একাকিত্বের অধিকারিণী। ৩ আগস্ট তিনি শেষ লেখা লিখছেন,' হে মা। দয়া করো। শান্তি দাও।' এর ঠিক দুই দিন পরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তারিখটা ছিল ১৯২০ সালের ৫ আগস্ট। বাল্য বিবাহ থেকে উঠে আসা একটি মহিলা সমাজের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে পুরষদের যৌন লালসার শিকার হয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবিচারের প্রতি অবিরাম সংগ্রাম করে গিয়েছেন হৈমবতী সেন। আশি বছর বাদে উদ্ধার হওয়া তাঁর আত্মকথন থেকে যেসব জীবন সংগ্রামের তথ্য প্রকাশ পেল তা পড়লে আজও গায়ের লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছেন হৈমবতী সেন।

আলোকচিত্রী শিল্পী হিসাবে ভারতে প্রথম নাম করেন মহিলা হোমাই ভিয়ারাওয়ালা

বিশেষ প্রতিবেদক

ফার্স্ট লেডি !! একটা সময় নারীরা পর্দানবীশ ছিল। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যেই ছিলো তাদের অবাধ যাতায়াত। এরপর আস্তে আস্তে তারা পর্দার বাইরে আসে, শুরু করে তাদের অস্তিত্বের লড়াই। আর আজ নারীরা পৌঁছে গেছে উচ্চতার শিখরে। যারা নারীদের অস্তিত্বের লড়াইয়ের পথ দেখিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হোমাই ভিয়ারাওয়ালা (Homai Vyarawalla। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা ফটো জার্নালিস্ট। ২০১৭ সালে তাকে সম্মান জানিয়ে তৈরি করা হয়েছিল গুগল ডুডল আর্ট, আর নাম দেওয়া হয়েছিল ফার্স্ট লেডি অফ দ্য লেন্স।

হোমাই ভিয়ারাওয়ালার লেন্সে বন্দি হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শেষের দিনগুলো এবং স্বাধীনতার পরবর্তী কালের ছবি। হোমাই নামের থেকেও তিনি ডালডা ১৩ নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন। এই ছদ্মনামের পেছনেও একটি কারণ ছিলো। হোমাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৯১৩ সালে, মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার সাথে তার প্রেমিকের দেখা হয়, তিনি প্রথম ছবি ১৩ বছর বয়সেই তুলেছিলেন এবং শেষমেষ যেটা হয় সেটি হল তিনি যখন প্রথম গাড়ি কেনেন সেই গাড়ির নম্বর ছিল ডিএলডি -১৩। আর এই ১৩ শব্দ টা যেহেতু তার জীবনে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সেই কারণে তিনি তার ছদ্মনাম নেন ডালডা ১৩। ১৯১৩ সালের ৯ই ডিসেম্বর গুজরাটের নাভসারিতে একটি সাধারণ পার্শি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন হোমাই ভিয়ারাওয়ালা। তার বাবা দোসসাভাই হাতিরাম ছিলেন উর্দু- পার্শি মঞ্চের একজন অভিনেতা। তিনি ট্রাভেলিং থিয়েটারে কাজ করতেন, আর সেই কারণে প্রায়শই তাদের ঠিকানা বদল হত। হোমাইয়ের মায়ের নাম ছিল সুনাভাই হাতিরাম। বাবার পেশাগত কারণে হোমাই এর শৈশব ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে কেটেছিল। হোমাই এর বাবা মা উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। পরাধীন ভারতের কুসংস্কার এবং অশিক্ষার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকার সত্ত্বেও এবং ঘরে অভাব অনটন থাকা সত্ত্বেও হোমাই কে কোনদিন কোন কাজ করতে বাধা দেননি তার বাবা মা। পড়াশুনো করতে হোমাইকে সর্বদাই উৎসাহ দিতেন তারা।

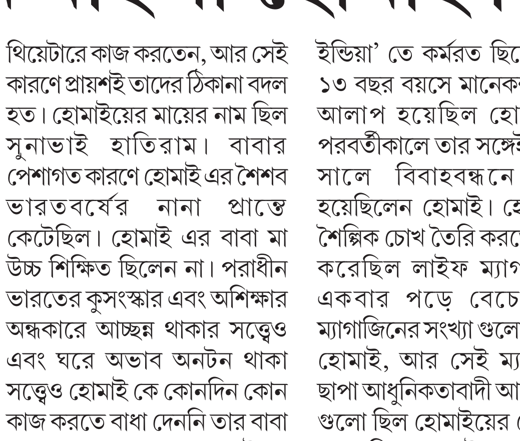

তারদেও এলাকার গ্রান্ড রোড হাই স্কুল থেকে একমাত্র ছাত্রী হিসাবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করেন হোমাই। এরপরে মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হওয়ার পর 'স্যার জে. জে.স্কুল অফ দ্য আর্ট'এ আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোগ্রাফি বিষয়ে পড়াশোনা করেন হোমাই। ছবি দেখার জন্য যে চোখ দরকার সেই চোখ তৈরি করতে তাকে সাহায্য করেছিল এই আর্ট কলেজ। আর এখান থেকেই তার প্রথম ছবি তোলার প্রস্তাব আসে।তবে তাকে ছবি তোলা শেখান তার প্রেমিক মানেকশো ভিয়ারাওয়ালা, যিনি 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' তে কর্মরত ছিলেন, মাত্র ১৩ বছর বয়সে মানেকশার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল হোমাই এর পরবর্তীকালে তার সঙ্গেই ১৯৪১ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন হোমাই। হোমাইয়ের শৈল্পিক চোখ তৈরি করতে সাহায্য করেছিল লাইফ ম্যাগাজিনও। একবার পড়ে বেচে দেওয়া ম্যাগাজিনের সংখ্যা গুলো পড়তেন হোমাই, আর সেই ম্যাগাজিনে ছাপা আধুনিকতাবাদী আলোকচিত্র গুলো ছিল হোমাইয়ের প্রেরণা।

প্রথমদিকে হোমাই যে ছবিগুলো তুলতেন সেগুলো তার নিজের নামে ছাপতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন, তিনি যেহেতু মেয়ে ছিলেন এবং সকলের অপরিচিত ছিলেন সেই কারণে তার নিজের তোলা ছবিগুলো তিনি তার প্রেমিক মানেকশোর নামে ছাপতেন। নাগরিক জীবন এবং আধুনিক তরুণীদের নিয়ে তোলা তার আলোকচিত্র গুলো সেই সময় 'ইলাস্ট্রেটেড উইকলি' এবং 'বোম্বে ক্রনিকল' এই ম্যাগাজিন দুটোতে বার হত কিন্তু এই আলোকচিত্র গুলো তলায় নাম থাকতো মানেকশোর।

১৯৪২ সালে তিনি ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসে যোগ দেন আর সেই কারণে তিনি দিল্লি চলে যান। দিল্লি যাওয়ার পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি স্থান পায় হোমাইয়ের লেন্সে।

ভারত বিভাগের জন্য সেই সময় কংগ্রেস সদস্যরা ভোট দিচ্ছিলেন, আর সেই মুহূর্তের ছবি ধরা পড়ে হোমাই এর ক্যামেরার লেন্সে। স্বাধীনতার সময়ে নতুন দেশে গড়ে ওঠা স্টিল প্লান্ট ,বাঁধ, লালকেল্লায় প্রথম জাতীয় পতাকার উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি ভবনে মাউন্টব্যাটেনের গান স্যালুট, মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুসজ্জা, প্রভৃতি থেকে শুরু করে বিংশ শতকে ভারতে আসা বিখ্যাত মানুষদের ছবিও তিনি তার ক্যামেরাবন্দি করেছেন। তার ক্যামেরায় মার্টিন লুথার কিং থেকে শুরু করে মার্শাল টিটো, জুনিয়র হো চি মিন, রেজা শাহ পাহলাভি, ক্রুশেভের মতন রাশিয়ান নেতার ছবিও ধরা পড়েছে। ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে প্রথম পা রাখেন তরুণ দলাই লামা। সেই সময় হোমাই 'টাইম-লাইফের' জন্য দলাই লামার ছবি লেন্স বন্দি করেন। সে সময় ভারতবর্ষের বিখ্যাত ম্যাগাজিন ছিল ' অনলুকার' এবং 'কারেন্ট'। এই বিখ্যাত ম্যাগাজিন দুটি হোমাইকে অনুরোধ করেছিল যে তাদের জন্য হোমাই যেন সুদর্শনা নারীদের আলোক চিত্র তুলে দেন। আর তাদের কথা অনুযায়ী হোমাই তার লেন্সে এক এক করে রানী এলিজাবেথ এবং আমেরিকার ফাস্ট লেডি জ্যাকি কেনেডির ছবি তোলেন। আর সেই ছবিগুলো এই ম্যাগাজিন গুলোতে স্থান পায়। সেই সময় একমাত্র মহিলা ফটোগ্রাফার ছিলেন হোমাই ভিয়ারাওয়ালা। আর তাই হয়তো তিনি ছবি তোলার সময় শাড়ি পড়তেই ভালোবাসতেন। তিনি যেহেতু পার্শি পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেহেতু তার পরিবারের নারীরা শাড়ি ছাড়াও অন্য পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন,

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন বিনয় ঘোষ

বিশেষ প্রতিবেদক

জন্মদিনে স্মরণঃ বিনয় ঘোষ। পায়ে হেঁটে, সাইকেল চালিয়ে ঘুরেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। তার পর তুলে ধরেছেন 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' থেকে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র।' বিদ্যাসাগর থেকে মেট্রোপলিটন মন; সব কিছুতেই তাঁর প্রখর নজর। তিনি বিনয় ঘোষ; একাধারে সমাজবিজ্ঞানী, সাহিত্য সমালোচক, লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ, চিন্তক ও গবেষক। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'কালপেঁচা'। সমাজ এবং সমাজস্থ মানুষের জীবনাচরণ জানতে হলে প্রয়োজন ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সামাজিক গবেষণার। বিনয় ঘোষ তেমনি একজন পরিশ্রমী গবেষক, যাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উঠে এসেছে সমাজের পরতে পরতে সুপ্তবস্থায় লুকায়িত থাকা লোকজ- সংস্কৃতির নানা উপাদান। কলকাতায় তাঁর জন্ম হলেও, পৈতৃক নিবাস ছিল বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার গোড়াপাড়া গ্রামে। তিনি আশুতোষ কলেজ থেকে বিএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও নৃতত্ত্বে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন। সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সাপ্তাহিক ফরোয়ার্ড, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী ও সাপ্তাহিক অরণি পত্রিকায় সাংবাদিকতার বিভিন্ন পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। এবং সেই সময় থেকেই তিনি বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি এবং বিশেষ করে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ এবং আকর সংগ্রহ করতে শুরু করেন। বিনয় ঘোষের গবেষণাভিত্তিক লেখালেখিতে কোনও ফিকির বা ফাঁক থাকত না। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ ও ক্ষেত্রসমীক্ষা-ভিত্তিক আলোচনাগ্রন্থ 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (১৯৫৭) তাঁর বিশিষ্ট রচনা। গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে 'শিল্প সংস্কৃতি ও সমাজ', 'মেট্রোপলিটন মন', 'বাংলার নবজাগৃতি', 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ', 'বিদ্রোহী ডিরোজিও', 'সুতানুটি সমাচার', 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা', 'মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ', 'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ', 'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত', 'বাংলার লোকসংস্কৃতি ও সমাজতত্ত্ব' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য প্রধান রচনা। মার্কসবাদের আলোকে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ এসব গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ হচ্ছে 'টাউন কলিকাতার কড়চা', 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (৪ খন্ড), 'জনসভার সাহিত্য', 'কালপেঁচার নকসা', 'নববাবু চরিত', 'ডাস্টবিন (গল্প-সংকলন) ইত্যাদি। '৩০৪' নামে একটি উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গবেষণামূলক গ্রন্থটি বিনয় ঘোষের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই অসাধারণ বইটি অতি অল্পকথায় আমাদের চারপাশে অতি দ্রুতবেগে হারিয়ে যেতে থাকা নানা শিল্প, সংস্কৃতি এবং জীবনশৈলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। ৮১৪ পৃষ্ঠার একখণ্ডে প্রকাশিত 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' গ্রন্থটি ১৯৫৭ সালে রবীন্দ্র,পুরস্কার পেলেও বিনয় ঘোষ যথার্থ গবেষক হিসেবে আত্মতৃপ্ত ও ক্ষান্ত হননি। (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি) তাই তাঁর নিরন্তর সন্ধিৎসু চেতনায় নিজের গবেষণাকর্মে তখনও বিধৃত হয়নি পুরুলিয়া, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর বাংলার জেলা সমীক্ষা। ফলত প্রামাণ্য গবেষণা কর্মে সেই সব জেলা,সমীক্ষায় নিরত হন। ১৯৮০ সালের ২৫ জুলাই ৬৩ বছর বয়সে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন বিনয় ঘোষ। বিনয় ঘোষ ১৯১৭ সালের আজকের দিনে (১৪ জুন) বাংলাদেশের যশোরে জন্মগ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেফতার তিন

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২০ জুন ঃ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার তৃণমূল কর্মী সনাতন ঘোষ খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ গ্রেফতার তিন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গভীর রাতে হরিহরপাড়ায় তল্লাশি চালান তদন্তকারীরা। প্রতাপপুর এলাকা থেকে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম উৎপল ঘোষ, সিধান ঘোষ ও ন'কড়ি ঘোষ। প্রত্যেকের বাড়ি হরিহরপাড়া থানার পাড়াগ্রাম এলাকায়। গত ৯ জুন রাতে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায় সনাতন ঘোষ নামে এক তৃণমূল কর্মীকে গুলি করে খুনের অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ, চোঁয়া থেকে বাড়ি ফেরার পথে গজনিপুর এলাকায় রাস্তার ধারে খুব কাছ থেকে পরপর পাঁচ রাউন্ড গুলি করে দুষ্কৃতীরা। রাতেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয় সনাতনের। খুনের ঘটনায় মোট ১২ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। ঘটনার তদন্ত নেমে বুধবার রাতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বহরমপুর আদালতে তোলা হয়।

রাজগঞ্জে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হস্তিশাবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুন ঃ জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারি গেট বাজার সংলগ্ন এলাকায় তিস্তা ক্যানাল রোডে ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হল একটি হস্তিশাবক। বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মালবাজার সংলগ্ন তিস্তা, চেল, ঘিশ ও লিস সহ বিভিন্ন নদী থেকে প্রতিদিন বালি- পাথর তুলে গজলডোবা ক্যানাল রোড দিয়ে ডাম্পার গুলি যায়। এদিন ভোরে এমনই একটি ডাম্পারের সামনে চলে আসে হস্তি শাবক। নিমেষের মধ্যে হস্তি শাবকটিকে ধাক্কা মারে ডাম্পার। রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে শাবকটি। শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। রাস্তায় বয়ে যায় রক্ত। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলাকোবা রেঞ্জের রেঞ্জার চিরঞ্জিত পাল। রক্তাক্ত অবস্থায় শাবকটিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে নিয়ে যান বনকর্মীরা। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন শাবকটি।

কর্তব্যরত সিভিক ভলেন্টিয়ার ও পুলিশ কর্মীদের ছাতা তুলে দিলেন ট্রাফিক পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুন ঃ ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড পুলিশের তরফে পুলিশ কর্মীদের ছাতা বিতরণ একদিকে গোটা উত্তরবঙ্গসহ জলপাইগুড়ি জেলা জুড়ে রাতভর বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি চলছে। ইতিমধ্যেই তিস্তা মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত জারি হয়েছে হলুদ সর্তকতা। এন এইচ ৩১ জলঢাকা নদীতে সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি। কার্যত দিনভর বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। তবে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করি

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের ধূপগুড়ি ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা তাদের কর্তব্যে অবিচল। ধূপগুড়ির মূল ট্রাফিক মোড় থেকে শুরু করে ছোট- বড় বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টে এমনকি স্কুলের সামনে শপিং মল সহ খানা চাদের সামনে প্রায় সমস্ত জায়গাতেই ডিউটি চালিয়ে যেতে হচ্ছে ট্রাফিক গার্ড সহ সিভিক পুলিশদের। বৃষ্টিতে ডিউটি করতে সমস্যায় জেরবার তারা। অবশেষে ধূপগুড়ি ট্রাফি ওসি এদিন সাত সকালে তাদের হাতে ছাতা তুলে দেওয়ায় অনেকটাই সমস্যা থেকে মুক্ত হবেন বলে দাবি করছেন কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ থেকে সিভিকরা। ধূপগুড়ি থানার ট্রাফিক গার্ডের ওসি বসন্ত পাকরিন লামা জানান এদিন ৫০ থেকে ৫৫ টি ছাতা বিতরণ করা হয় পুলিশ কর্মীদের হাতে। এই বৃষ্টিতে কিছুটা স্বস্তি পাবে পুলিশকর্মীরা সেই উদ্দেশ্যেই এই ছাতা বিতরণ।

পাহাড়ে প্রবল বর্ষণের জেরে আবার বন্ধ দার্জিলিং-কালিম্পং সড়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুন ঃ প্রবল বর্ষণের জেরে ফের বন্ধ হয়ে গেল দার্জিলিং-কালিম্পং সড়ক। তিস্তায় জলস্ফীতি এতটাই বেড়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের রাস্তার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। প্রশাসনের তরফে রাস্তাটি দিয়ে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সতর্ক করা হয়েছে তিস্তাবাজার এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে কালিম্পং জেলা প্রশাসন। এখানকার বাসিন্দাদের ফের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিও নিয়ে রাখা হয়েছে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না করা হলেও, কিছু বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তেমনই সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ, কয়েকটি জায়গায় তিস্তার জল রাস্তার উপর উঠে যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি রবিঝোড়া, লিকুভিরের মতো জায়গাগুলিতে ফের ধস নেমেছে। বুধবার পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় প্রবল বর্ষণ হওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল শিলিগুড়ি পুরনিগম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুন ঃ পুনরায় একবার অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল শিলিগুড়ি পুরনিগম। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত অবৈধ নির্মাণ ভাঙ্গে পুরনিগমের কর্মীরা। জানা যায়, সন্তোষ প্রসাদ সাহা ও ভরত প্রসাদ গুপ্তা নামে দুই ব্যক্তি ওই এলাকায়

অবৈধ নির্মাণ তৈরি করেছিল। সেই নির্মাণই এদিন ভেঙে ফেলা হয়। অভিযোগ পুরনিগমের পক্ষ থেকে এই অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল মালিকদের তবে তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। যেই কারণে এদিন পুরনিগমের পক্ষ থেকে নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। এলাকায় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে মোতায়েন করা হয় পুলিশ বাহিনী।

গরু চুরির ঘটনার তদন্তে নামল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২০ জুন ঃ আসানসোলের সালানপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় দিন গরু চুরির ঘটনা সামনে আসে। তবে গরু চোরদের কেউ ধরতে পাচ্ছিলো না। তবে গতকাল রাতে সালানপুর থানার অন্তর্গত বৃন্দাবনী এলাকায় গরু চুরি করতে একটি চারচাকা পিকাপ ভ্যান নিয়ে আসে চোরেরা এবং গরু চুরি করার সময় এলাকার মানুষের নজরে পড়ে তারা। আশপাশের গ্রামে খবর দেয় যদিও গাড়িতে করে গরু চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় গাড়িটি এলাকার মানুষ ধরার চেষ্টা করে কিন্তু ধরতে পারেনা। গাড়িটি এলাকার মানুষ আটকানোর জন্য ইট পাথর ছুঁড়ে গাড়ি ভাঙচুর চালায়।খবর দেয় সালানপুর থানার পুলিশকে যদিও গাড়িটি আটকাতে পারেনি। তবে অবশেষে গাড়িটি কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ আটক করে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি অবিলম্বে গাড়ির মালিক সহ গরু চোরদের গ্রেফতার করতে হবে। অভিযোগ প্রায় সব এলাকা থেকে বহু গরুচুরির ঘটনা ঘটছে। যদিও গতকাল চুরি যাওয়া একটি গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ আটক করেছে চারচাকা পিকাপ ভ্যানটি। তবে ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি। ঘটনার তদন্তে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ।

ফুঁসছে তিস্তা, জলমগ্ন শহরের বেশকিছু এলাকা সহ পাশাপাশি এলাকাও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুন ঃ ফুঁসছে তিস্তা। সকাল ৬ টায় ৩২৯৫.১৮ কিউসেক জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমান। জলপাইগুড়ি জেলা জুড়েই রাতভর বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি। তিস্তা মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ বর্ডার পর্যন্ত জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা। NH ৩১ জলঢাকা নদীতে সংরক্ষিত এবং অসংরিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা। গত কয়েকদিন থেকে একটানা বৃষ্টি জলপাইগুড়িতে। বৃষ্টির কারণে সাধারণ জনজীবন ব্যাহত। বুধবার রাতভর ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই থেকে জেলা জুড়েই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে বৃহস্পতিবার NH ৩১ জলঢাকা নদীতে হলুদ সর্তকতা এবং তিস্তার মেখলিগঞ্জ বাংলাদেশ পর্যন্ত হলুদ সতর্কতা রয়েছে। ফুঁসছে তিস্তা সহ জেলার বিভিন্ন নদীগুলো। চিন্তা নদী পাড়ের বাসিন্দাদের। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর সূত্রে এদিন সকালে জানা যায় ৩২৯৫.১৮ কিউসেক সকাল ৬ টায় জলপাইগুড়ি গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার পরিমান। অপরদিকে, একটানা বৃষ্টিতে বৃহস্পতিবার সকালে জলমগ্ন জলপাইগুড়ি পুরসভার বেশ কিছু এলাকা। পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কংগ্রেস পাড়া, চুনিলাল রোড সহ ১৯ নম্বর ওয়ার্ড নিউটাউন পাড়ার পাশাপাশি শহরের বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার উপর জল জমার খবর রয়েছে। যাতায়াতে কিছুটা হলেও সমস্যায় বাসিন্দারা। অন্যদিকে, একটানা বৃষ্টির জের জলমগ্ন ধূপগুড়ি পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড। জলবন্দী মানুষ , কিন্তু দেখা নেই পৌর কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশাসনের আধিকারিকদের। ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা। গত কয়েকদিন থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়েছে ধূপগুড়ি পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের মিলপাড়ার একাংশ, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ ১২ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশ। সব থেকে বেশি দুর্ভোগ তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের, জল ঢুকে পরেছে শোওয়ার ঘর থেকে শুরু করে রান্নাঘরে, উনুন জলের তলায়। তাই অধিকাংশ বাড়িতেই এদিন রান্নাবান্না হয়নি। জলবন্দি এলাকার মানুষ সাহায্যের জন্য আর্তনাদ জানিয়েছিল এলাকার কাউন্সিলরকে। অভিযোগ, কাউন্সিলর অশোক বর্মন কে বাসিন্দারা ফোন করলে কোন গুরুত্ব দেয়নি অশোক বর্মন। শুধুমাত্র ভোটের সময় তারা প্রচারে আসেন কিন্তু সমস্যার কথা শুনলেও তারা আসেন না। পাশাপাশি এলাকার মানুষের আরো অভিযোগ বেআইনিভাবে একাধিক জলাভূমি ভরাট এবং বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার কারণে অল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন হয়ে পড়ছে পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড। অভিযোগ, তিন নম্বর ওয়ার্ডের কোনো রকমের নিকাশি ব্যবস্থা পরিস্কার কিম্বা ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের সাথে যোগাযোগ ঠিকমতো করেন না তিনি, শুধু ভোটের আগে তার দেখা মেলে ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায়। যদিও এই বিষয়ে একাধিক বার তিন নম্বর ওয়ার্ল্ডের কাউন্সিলর অশোক বর্মনকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনরকম যোগাযোগ তার সাথে সম্ভব হয়নি। পুরো এলাকার পাশাপাশি মাগুরমারি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের হরি মন্দির এলাকা তো বেশ কিছু বাড়ি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। ঘরের ভেতরে বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়েছে বৃষ্টির জল। ধূপগুড়ি পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিতা শা বলেন, গত তিন দিন থেকে জলবন্দী হয়ে আছি আমরা। ঠাকুর ঘর রান্নাঘর, শোয়ার ঘরে এক হাঁটু জল। বাড়ির উঠোন দিয়ে জলের স্রোত বইছে। এলাকার কাউন্সিলর, পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান কে ফোন করেও কোন লাভ হয়নি। কেউ একবারের জন্য দেখতে আসিনি। অথচ ভোটের সময় চোদ্দবার আসেন তারা। অন্যদিকে, রাতভর ভারী বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন কোচবিহার শহর। কোচবিহার শহরের দুই নম্বর ওয়ার্ড, তিন নম্বর ওয়ার্ড, সাত নম্বর ওয়ার্ড, ১২ নম্বর ওয়ার্ড, ১৮ নম্বর ওয়ার্ড উনিশ নম্বর ওয়ার্ডে সবথেকে বেশি জল জমেছে। শহরের ব্যস্ততম কোচবিহার মিনি বাস স্ট্যান্ড এলাকায় রাস্তায় প্রায় এক হাঁটু জল জমে যাওয়ায় নাজেহাল পরিস্থিতি পথচারী থেকে শুরু করে যাত্রীদের।

মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স ভারতে ১০,০০০ মহিলা উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য মহিলা উপদেষ্টা প্রোগ্রাম চালু করেছে

কলকাতা, ২০ জুন ঃ মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স, ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল স্বতন্ত্র হেলথ ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি, স্বাস্থ্য বীমা উপদেষ্টা হিসাবে আরও মহিলাদের নিয়োগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি দেশব্যাপী নারী ক্ষমতায়ন ড্রাইভ চালু করার ঘোষণা করেছে। কোম্পানি বিভিন্ন রাজ্যে আর্থিক এবং স্বাস্থ্য বীমা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে ভারত জুড়ে ১০,০০০ মহিলা উপদেষ্টাদের অন- বোর্ড করার পরিকল্পনা করেছে। উদ্যোগটি শুরু করতে মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স ২২ জুন, ২০২৪ তারিখে পার্ক প্রাইম হোটেল কলকাতায় একটি মহিলা উপদেষ্টা প্রোগ্রাম নয়ি শুরুয়াত, এক্সপার্ট কে সাথ আয়োজন করছে এবং এর অংশ হিসাবে প্রায় ১,৫০০ মহিলা উপদেষ্টা নিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। এই মহিলা উপদেষ্টা উদ্যোগের লক্ষ্য হল স্বাস্থ্য বীমা উপদেষ্টা হওয়ার জন্য মহিলাদের শিক্ষিত, প্রশিক্ষণ এবং ক্ষমতায়নের জন্য পরিকল্পিত একটি এন্ড-টু-এন্ড প্রশিক্ষণ, সহায়তা এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম অফার করা। এই ইভেন্টে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টসরা উপস্থিত থাকবেন, যার মধ্যে স্বপ্না দেসাই, চিফ মার্কেটিং অফিসার এবং রোহিত মিতাল, ইস্ট জোনাল হেড, মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স। ইভেন্টটি তাদের উইমেন অফ ওয়ান্ডার সেগমেন্টের মাধ্যমে নারী উপদেষ্টাদের ব্যতিক্রমী অবদান এবং সফল যাত্রা উদ্‌যাপন করে। স্বপ্না দেসাই, চিফ মার্কেটিং অফিসার, মনিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্স মন্তব্য করেছেন, আমাদের দেশব্যাপী নারী উপদেষ্টা প্রোগ্রামেরে লক্ষ্য ১০,০০০ নারীদের স্বাস্থ্য বীমা উপদেষ্টা হিসেবে নিযোগে করা। এই উদ্যোগটি বীমা ইন্ডাস্ট্রিতে নারীদের অনন্য শক্তি এবং প্রতিভাকে কাজে লাগানোর জন্য একটি বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ। মহিলারা তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষাকারী এবং তাদের পরিবারের সুস্থতা নিশ্চিত করে। এই উদ্যোগের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, আমরা শুধুমাত্র বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তির প্রচারই করছি না বরং সেই সব নারীদের জন্য সুযোগও তৈরি করছি যারা সবেমাত্র তাদের কর্মজীবন শুরু করছেন বা যারা আবার শুরু করতে চাইছেন। আমরা নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত রয়েছি তাদের ভূমিকা পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং সহায়তা প্রদান করে। আমাদের লক্ষ্য হল তাদের বীমা ইন্ডাস্ট্রিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে সাহায্য করা। এই উদ্যোগটি প্রোডাক্টের জ্ঞান, সেলস টেকনিক্স এবং কাস্টমার সার্ভিস স্কিলস সহ স্বাস্থ্য বীমার বিভিন্ন দিক কভার করবে। লক্ষ্য হল এই নারীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে ক্ষমতায়ন করা যাতে তারা তাদের নতুন ভূমিকায় আগে আস্তে পারে এবং সফল ও পরিপূর্ণ ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারে। অংশগ্রহণকারীরা কভারেজ বিকল্প, সুবিধা এবং নীতির শর্তাবলী সহ মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের অফারগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে বুঝতে পারবেন। উপরন্তু, প্রশিক্ষণ এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম গ্রাহকের চাহিদা সনাক্তকরণ, নেটওয়ার্কিং, গ্রাহক- কেন্দ্রিক পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতা সহ কার্যকর সেলস স্ট্র্যাটেজিগুলিকে কভার করবে। পলিসি হোল্ডারদের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার জন্য, অংশগ্রহণকারীদের ব্যতিক্রমী গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে যোগাযোগ, সহানুভূতি এবং দ্বন্দ্ব সমাধান সহ প্রয়োজনীয় দক্ষতার উপর শিক্ষিত করা হবে। কলকাতায় মানিপালসিগনা হেলথ ইন্স্যুরেন্সের ব্যাপক মহিলা উপদেষ্টা প্রোগ্রাম স্বাস্থ্য বীমা সেক্টরে সাফল্য এবং বৃদ্ধির দিকে তাদের নতুন যাত্রার জন্য মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। ১০,০০০ মহিলা নিয়োগের দেশব্যাপী লক্ষ্য নিয়ে, কোম্পানিটি সারা ভারত জুড়ে শিল্প এবং মহিলাদের জীবনে একটি স্থায়ী প্রভাব ফেলতে প্রস্তুত।

নোটিশ

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী নন্দিতা মিত্র, স্বামী- জয়মল মিত্র, সাং ও পোঃ- অগ্রদ্বীপ আর এস, থানা- কাটোয়া, জেলা-পূর্ব-বর্ধমান, গাজীপুর মৌজার I-89262023 নং দলিল মূলে স্বপন কুমার সাহা, পিতা- কার্ত্তিক চন্দ্র সাহা, সাং ও পোঃ- পাটুলী, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব-বর্ধমান, এর নিকট হইতে ১৬৭৪ নম্বর দাগের ২৪২০ নং খতিয়ানের ০৩ শতক সম্পত্তি ০৪।০৪।২০১৬ তারিখে I-2301/20216 নং আমমোক্তার নামা দলিলমূলে জয়মল মিত্র, পিতা- নারায়ন চন্দ্র মিত্র, সাং ও পোঃ- অগ্রদ্বীপ আর এস, থানা- কাটোয়া, জেলা-পূর্ব-বর্ধমান এর নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। আমার মক্কেল MN/2024/0224/0225/7543 নং নাম পত্তন কেস মূলে কাটোয়া-২ নং বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে উক্ত সম্পত্তি রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই নোটিশ প্রকাশের এক মাসের মধ্যে উক্ত অফিসে যোগাযোগ করিতে বলা হইতেছে।

Kazi Laisul Haque
Advocate
Katwa Court
Enrolment No-WB/19/2005

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 123/SEGP/2024 Date:- 18/06/2024

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) of CONSTRUCTION OF SOLID WASTE MANAGEMENT AT Two different places. Date of Publishing 19/06/2024 at 5:00 pm. Date of Sale of Tender Form 19/06/2024 05:00 pm to 26/06/2024 2:00 pm. Date of dropping of Sealed Tender Form 26/06/2024 (up to 2 pm). Date of Opening of Tender After 27/06/2024 at 02:00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকল বাস, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২০ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বাস হুড়মুড়িয়ে সোজা ঢুকে গেল রাস্তার পাশের একটি দোকানে। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। তবে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বাসটি দিঘার দিক থেকে রামনগর হয়ে এগরার দিকেই যাচ্ছিল। রামনগরে পৌঁছানোর পর একটি টার্নের মুখে টার্ন নিতে গিয়ে রাস্তার পাশের একটি দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাতে বেশ কয়েকটি অস্থায়ী ও দু'টি স্থায়ী দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়দের দাবি, তীব্র গরমের জেরে বাসের চালক হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর তার জেরেই এই বিপত্তি। যদিও এই ঘটনায় কেউই আহত হননি। দ্রুত ওই চালককে চিকিৎসার জন্য দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

Notice Inviting E-Tender No. WBPUR/PARA/UJGP/(15 th FC)/NIT(e) 01/2024-25 & WBPUR/PARA/UJGP/(5 th SFC)/NIT(e) 02/2024-25 and Date 20/06/2024 Documents download/sell start date(online):- 20/06/2024 at 6 P.M. Bid Submission closing date (online): 02/07/2024 at 4 P.M. Bid Opening date:- 05/07/2024 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

E-Tender Notice

Online Bids are invited for the Year 2023-24 from the bonafied contractors for Listed Works under SBM(G) Fund in respect of NIT No-183/SUSU/2024, dated- 18.06.2024. Last Date of Paper submission is on 27.06.2024 for details information contact to the undersigned.

Sd/- Prodhan
Susunia Gram Panchayet

ABRIDGED TENDER NOTICE

NIT No. WBPMID/CHAIPAT/PRADHAN/NIT-01/2024-25
Dated- 20/06/2024

The Pradhan, Chaipat Gram Panchayat invites e- Tender for the 05 Nos. Probable estimate and abstract of Installation of Submersible with pipe line for drinking water under **15th CFCG Fund 2024-25** under Daspur-II Block. Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at **http://www.wbtenders.gov.in** on and from **21/06/2024 (Friday) at 10.00 A.M. to 27/06/2024 (Thursday) at 06.55 P.M.**

Sd/-Pradhan
Chaipat Gram Panchayat,
Chaipat, Paschim Medinipur.

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-172(1)/FGP/2024, Date:-18/06/24
Notice Inviting e-Tender No.- 02/(24-25)

As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-10, dated on 06/03/2024) on behalf of said upo- Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 02 (Two) Nos. Work. Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from 20/06/2024 at 10.30 am to 26/06/2024 at 01:30 PM. Date of opening of technical Proposals (Online) on 28/06/2024 at 02.00 PM. For details please visit website https://wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. – Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax.: 2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/NIT6/6e/24
Memo No-: 819/Eng/AS **Dated : 20.06.2024**

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. 2024_MAD_696881_1-09 Closing date of Bid submission is 08.07.2024 up to 15.00 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the Pradhan
KHALGRAM GRAM PANCHAYAT
Beldangra, Bhalukbasa, Bankura
Notice Inviting E-Tender
Khalgram GP, Taldangra, Bankura
NIeT 01 Memo 203/khal/2024
NIeT 02 Memo 204/khal/2024

Pradhan, Khalagram GP, Taldangra invites e-Tender of different schemes which are available in www.wb.etenders.gov.in website and Last date of submission 28/06/2024(6.00 PM).

Sd/- Pradhan
Khalagram Gram Panchayat

Cooch Behar Municipality

TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 5 nos. e-tenders for "Construction of Paver Block Roads and CC Drains at different wards" vide Tender ID No. 2024_MAD_696471_1, 2024_MAD_696499_1, 2024_MAD_696509_1, 2024_MAD_696956_1 & 2024_MAD_697000_1. eTender submission end date -20/07/2024 and Corrigendum for Tender Document Fee Vide Tender Id Nos - 2024_MAD_696471_1, 2024_MAD_696499_1 & 2024_MAD_696509_1. Details information will be available from the website - (i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality.

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেণ্ডার নোটিশ নং. বিড নং. এনসিআর- এসএন্ডটি- ইপিসি-ইআই-জিডব্লুএল তাং.ঃ ১৪।০৬।২০২৪

ই- টেণ্ডার নোটিশ

সিএসটিই / প্রজেক্ট / কো- ওড / এন.সি. রেলওয়ে / প্রয়াগরাজ ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তার পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য লাইনের (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে 'ওপেন টেন্ডার' আমন্ত্রণ জানিয়েছে

দরপত্রের মোড ঃ ইপিসি-মোড (একক পর্যায়-দুটি প্যাকেট সিস্টেম)

কাজের নামঃ ''উত্তর মধ্য রেলওয়ের ঝাঁসি ডিভিশনের চলমান ট্রেনের নির্ভরযোগ্যতা এবং সময়ানুবর্তিতা বাড়ানোর জন্য ক্রমাগত ট্র্যাক সার্কিটিং এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কাজের সাথে বৃদ্ধ বয়সের RRI প্রতিস্থাপন করে গোয়ালিয়র (GWL) স্টেশনে বিতরণ করা ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের বিধান।''

আনুমানিক খরচ (টাকা) ঃ ৩৮.৮৫	কোটি সমাপ্তির সময়কাল ঃ ৫০০ দিন

বায়না অর্থের পরিমাণঃ ১৯৪২৮০০.০০ (মাত্র উনিশ লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার আটশত টাকা), রেলওয়ে ওয়েবসাইটে টেন্ডার নথির উপলব্ধতাঃ টেন্ডার নথিগুলি REPS ওয়েবসাইটে অর্থাৎ www.ireps.gov.in তারিখে পাওয়া যাবেঃ ১৪.০৬.২০২৪ থেকে 1ST অনুযায়ী ০৫.০৮.২০২৪ থেকে ১২.০০ ঘন্টা (সকাল) পর্যন্ত। দরপত্রের শেষ তারিখঃ ০৫.০৮.২০২৪ ১২.০০ ঘন্টা পর্যন্ত। সমস্ত নথিপত্রের ভৌত দাখিলঃ তারিখ- ১২.০৮.২০২৪ ১১.০০ ঘন্টা (সকাল) পর্যন্ত 1ST অনুযায়ী, দরপত্র খোলার তারিখ এবং সময়ঃ ২১.০৮.২০১২ তে ১১.০০ ঘন্টা (সকাল) 1ST অনুযায়ী।

1061/24 (ADM)

@CPRONCR North central railways @ cproncrly @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

HOOGHLY RIVER BRIDGE COMMISSIONERS
(A Statutory Organisation under Govt. of West Bengal)
HRBC BHAWAN
St. Georges Gate Road (Munshi Prem Chand Sarani), Kolkata-700 021
Phone No. : 033-2253-4135, Fax No. : 033-2248-0345
Email: hrbc.jpmqc2023@gmail.com

Notice Inviting e-Tender
No. HRBC/JPM(QC)(MD)/NIT/01/24-25 dated 20.06.2024

Tenders are invited by JPM (QC), HRBC for the following works from Bonafide and resourceful agency having credential of similar nature of work as per Govt. rule. **SI-1)** Cleaning the carriageways and rain water disposal system of A.J.C. Bose Road Flyover for the year 2024-25 including Beck Ban Ramp - East Bound carriageway. **SI-2)** Cleaning the carriageways and rain water disposal system of A.J.C. Bose Road Flyover for the year 2024-25 - West Bound carriageway. **SI-3)** Emergent repair and refixing of UPVC pipe along with fittings to maintain the normal water drainage system at AJC Bose Road Flyover both East & West Bound during 2024-25.
Last date of submission of bid (online) will be on **28/06/2024 at 10:00 AM**. Other details may be seen from the website: **http://etender.wb.nic.in** & **www.hrbc.org.in (Abridged only)**

Sd/-
Joint Project Manager (QC), HRBC

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura

Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-01/2024-25 (Tender ID-2024_ZPHD_696525) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 3 no works. Last date of documents download & bid submission is 28 th June 2024 at 18:30. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in

Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (Sewerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/S_D/RAJAPUR/1/24-25 (1st call)
Name of work : **Cleaning of clogged materials from the submersible pumps as and when required at Chakgaria, Rajapur, Jorabridge and Rajdanga Drainage Pumping Station**. Estimated Amount : **Rs. 3,60,021.00**. Earnest Money: **Rs. 7,500.00**. Period of Completion: **150 Days**. Last date and time for submission of bid: **02.07.2024** at **5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The **Executive Engineer (E), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/ELY/ESTM-16/24-25 (1st call)
Name of work : **Annual maintenance & operation of the Solar Project at Deshapriya Park under KMC**. Estimated Amount : **Open**. Earnest Money: **Rs. 9,795.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid: **01.07.2024** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C. E. (E)/S&D, KMC** invites tender online percentage rate e-tender for following works:
1. NIT No. : KMC/S_D/KGPS-17/24-25
Name of the work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of electrical network at Keorapukur MPS and Kalibari LS-2B under Kudghat Unit / S&D Department (for 6 months)**. Estimated Amount : **Rs. 2,38,376.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **6 Months**.
2. NIT No. : KMC/S_D/KGPS-18/24-25
Name of the work : **Contractual arrangement for attending any type of fault along with routine up keeping of electrical network at Buroshibtala LS-1 and Canal Road LS under Kudghat Unit / S&D Department (for 6 months)**. Estimated Amount : **Rs. 2,38,376.00**. Earnest Money: **Rs. 4,800.00**. Period of Completion: **6 Months**. Last date & time of submission of bid: **29.06.2024** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on & from **21.06.2024** at **4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 & 2).

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-III, KMC** invited tender on line, two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/28
Name of work : **Operation and maintenance of street lighting in Ward No.-72**. Estimated Amount : **Rs. 4,93,443.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of completion of bid: **29.06.2024** up to **2 p.m.** Tender (Technical) opening date: **29.06.2024** at **4 p.m.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/29
Name of work : **Urgent restoration of street lighting poles damaged due to storm at Helen Keller Sarani, D. H. Road and other places in Ward No.-79**. Estimated Amount : **Rs. 2,02,989.80**. Earnest Money: **Rs. 4,100.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date and time of completion of bid: **02.07.2024** up to **2 p.m.** Tender (Technical) opening date: **02.07.2024** at **4 p.m.** The bid form and other details are available on and from **21.06.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 & 2). For full and further details, please visit the website website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2). Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for sl. no. 1 & 2).

The **Ex. Engineer (Electrical)/Ltg/Z-II/BR-IV, KMC** invites tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/12/W27/IV/Z-II/24-25
Name of the work : **Annual operation & maintenance work of street lighting system within WD-27, under Br-IV**. Estimate Amount : **Rs. 4,97,580.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **365 Days**. Last date and time of submission of bid (online): **02.07.2024** up to **3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **21.06.2024** at **3 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (E)/LTG/Z-IV, KMC** invites tender on line, two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/08/24-25
Name of work : **Engagement of electrical night gang for emergency breakdown/disaster preparedness of lighting system for avoid any type of accident and public safety under Borough-X**. Estimated Amount : **Rs. 2,97,892.79**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **214 Days**. Last date and time of completion of bid: **01.07.2024** up to **12 noon**.
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/264/23-24
Name of work : **Installation of 250W warm white LED St. Ltg. fittings replacing defunct fittings at Western Flank of E.M.Bypass and Adjacent Roads in Ward No.-101**. Estimated Amount : **Rs. 4,91,924.94**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 Days**. Last date and time of completion of bid: **03.07.2024** up to **3 p.m**. The bid form and other details are available on and from **21.06.2024** at **2 p.m.** (for sl. no. 1) and **22.06.2024** (for sl. no. 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 & 2).

87/24-25

করিমগঞ্জের বন্যা পরিস্থিতির অবনতি, বাড়ছে তিন নদীর জল, ভাসছে জেলা সদর শহর সহ ২৮০টি গ্রাম

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ জুন ঃ করিমগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হচ্ছে। বাড়ছে জেলার প্রধান তিন নদী লঙ্গাই, কুশিয়ারা এবং সিংলার জল। ফলে জেলার মানুষকে বন্যাতঙ্ক তাড়া করছে। বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে ভারত-বাংলাদেশে সীমান্ত এলাকায়। আপাতত বৃষ্টি কমলেও, গত কয়দিনের লাগাতার বর্ষণে জেলার প্রায় ২৮০টি গ্রাম বন্যার কবলে পড়েছে। জনমগ্ন জেলার অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। করিমগঞ্জ জেলা সদর শহরের নীলমণি রোড এবার প্রথম বন্যার জলে ডুবেছে। সুভাষনগর কালীবাড়ির ভেতরে, মদনমোহন রোড জলমগ্ন। বহু দোকানঘরে জল ঢুকেছে। গত কয়দিনের অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বহু নাগরিক উঁচু স্থানের সন্ধানে নদী তীরবর্তী বাঁধের ওপর ত্রিপল টাঙিয়ে সংসার গড়েছেন। তাঁরা বাঁধে আশ্রয় নিয়েছেন বৃদ্ধ মা-বাবা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা এবং গবাদি পশু নিয়ে। একই দৃশ্য সুপ্রাকান্দি থেকে পোয়ামারা পর্যন্ত জাতীয় সড়কের পাশেও। এছাড়া লঙ্গাই রেলওয়ে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে বহু পরিবার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে করিমগঞ্জ জেলা পুলিশ প্রশাসন সুপ্রাকান্দি থেকে পোয়ামারা পর্যন্ত জাতীয় সড়কে সব ধরনের যানবাহনের চালককে গতি নিয়ন্ত্রণ করে চলাচল করতে আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে বন্যার তোড়ে ভেসে গিয়েছে অনেক গ্রামীণ সড়ক। বেশিরভাগ জায়গায়ই বন্ধ হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। বুধবার রাতের টানা বৃষ্টি থেকে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। উদ্বেগ কাটছে না কোনওভাবেই। লঙ্গাই, কুশিয়ারা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। উপনদী সহ খাল-বিলের জলস্তরও আবার বাড়ছে। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করেছে এ বছরের দ্বিতীয় দফার বন্যা পরিস্থিতি। করিমগঞ্জের লঙ্গাই রোডের উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হচ্ছে। লঙ্গাইয়ের আশপাশ বহু এলাকা প্লাবিত। বহু এলাকায় বন্যার কবলে পড়েছে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার, টেলি যোগাযোগের টাওয়ার। ফলে অনেক জায়গায় ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিষেবা। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বন্যার জলে আটকে পড়া বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশুদের উদ্ধার করছেন এসডিআরএফ জওয়ান এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা। দ্বিতীয় দফার বন্যায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন কাঁটাতার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। জলমগ্ন গবিন্দপুর সহ উত্তর লাফাশাইল গ্রামে হাহাকার অবস্থা। ঘরবাড়ি ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে আসছেন না নো-ম্যান্স ল্যান্ডের বাসিন্দারা। কারণ, বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতীরা যে কোনও সময় তাণ্ডব চালাতে পারে গ্রামে। যদিও বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসনের তথ্য, এখন পর্যন্ত ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৭৯ জন মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩২৮ হেক্টর। জেলার মোট ৮০টি শিবিরে রয়েছেন ১৬,৪৯৮ জন পুরুষ, মহিলা সহ শিশু। ত্রাণ শিবির এবং বন্যাক্রান্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের যাতে সমস্যা না হয় এ বিষয়ে আন্তরিক জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ। জলের প্যাকেট, হ্যালোজেন ট্যাবলেট, ওয়াটার পিউরিফায়ার, ক্লোরিন সলিউশন ইত্যাদি সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বিভিন্ন শিবিরে। প্রায় ৮০ জন কর্মচারী বিভিন্ন জায়গায় আপৎকালীন ভিত্তিতে কাজ করে চলেছেন।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ভয়ংকর বন্যা পরিস্থিতির পুনরাগমের আতঙ্ক তাড়া করছে করিমগঞ্জের জনমনে। যদিও জেলার দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ তথা জেলা প্রশাসন বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথার্থ পদক্ষেপ সহ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছে। বুধবার রাত ১১টা পর্যন্ত কুশিয়ারার জলস্তর ১৫.৫৯, লঙ্গাইয়ের ২৪.৪ এবং সিংলার জলস্তর ছিল ১৯.৩৬৫ মিটার। জল বাড়ছে।

কেজরির জামিন

নয়াদিল্লি, ২০ জুন ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালতের অবকাশকালীন বিচারক ন্যায় বিন্দু এই আদেশ জারি করেছেন। এদিন কেজরিওয়ালের জামিনের আবেদনের শুনানির পর রায়দান স্থগিত রাখা হয়।

বর্ষা এলেই বাড়বে বিপদ, আতঙ্কে হাওড়ার ৪০০ বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দা

হাওড়া, ২০ জুন ঃ হওয়া অফিস জানিয়ে দিয়েছে খুব শীঘ্রই বঙ্গে আগমন ঘটতে চলেছে বর্ষার। সাধারণ মানুষের স্বস্তি ফিরলেও। বিপদের আশঙ্কায় দিন গুনছেন হাওড়ার ৪০০ বিপজ্জনক বাড়ির বাসিন্দারা।হাওড়া শহরে প্রায় ৪০০এর ও বেশি বাড়ি বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করেছে হাওড়া কর্পোরেশন। সবকটি বাড়িতে নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও মালিক পক্ষ কোনো রকম সচেতনতা দেখাতে অক্ষম। কারণ বেশিরভাগ বাড়ির মধ্যে সরিকি ঝামেলা ও মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যে ঝামেলা কে কেন্দ্র করে বাড়িগুলি কোনরকম রিপেয়ারিং এর কাজ করতে পারছে না। আর মৃত্যু ভয়ে ভুগতে হচ্ছে সেই সকল বাড়ির বাসিন্দাদের। হাওড়া কর্পোরেশনে অধীনে প্রায় ৪০০ বিপজ্জনক বাড়ি আতঙ্কে বেশ কয়েক হাজার মানুষ। বালি পৌরসভা অন্তর্গত প্রায় ২৭ টি বাড়ি এবং হাওড়া কর্পোরেশনের অন্তর্গত সবমিলিয়ে প্রায় ৪০০ টি বিপজ্জনক বাড়ি দেখা গিয়েছে। এবং প্রত্যেক বাড়িতে বারবার করে নোটিশও পাঠানো হয়েছে সেখানকার লোকজনকে বলা হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। নতুন করে ডেভলপমেন্ট করে থাকার জন্য। বালি পৌরসভা অন্তর্গত ইচকে চ্যাটার্জি স্ট্রিট, গিরিশ ঘোষ রোড ,মেপাল লেন, জি টি রোড, লিলুয়া, বেলুড় ,বালি, সালকিয়া, ধর্মতলা রোড, বাধাঘাট, কদমতলা, সহ বিভিন্ন এলাকায় এলাকার যে সমস্ত বিপজ্জনক বাড়িগুলো রয়েছে সেটাতে কোথাও সরিকি ঝামেলা এবং কোথাও বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার ঝামেলা চলছে বলে জানিয়েছেন পৌর প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী। বিপজ্জনক বাড়ির বাড়িওয়ালা জানিয়েছেন যে কিছু লোককে টাকা পয়সা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিছু ভাড়াটিয়া দেরকে শিফটিং করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়া জায়গাটা ঠিক করতে দিতে চাইছে না ভাড়াটিয়ারা যদি রাজি হয়ে যায় তাহলে তাদের যে জায়গা রয়েছে সে নির্দিষ্ট জায়গা তারা শুধুমাত্র বানানোর খরচা দিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিতে পারবে, একদিকে ভাড়াটিয়া জানিয়েছেন যে আমাদেরকে ন্যায্য প্রাপ্য যেগুলো আমাদেরকে যদি দেওয়া হয় আমরা নিশ্চয়ই সেখানে নতুন করে বাড়ি হতে দেব। বেশ কোন কোন জায়গায় বাড়িওয়ালা ও ডেভলপারা, ভাড়াটিয়াদেরকে অন্য জায়গাতেও থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন প্রশ্ন উঠছে যে যদি কোন রকম ভাবে অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে তার দায়ী কে নেবে। পৌরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে বারবার তাদেরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং মিটিং করেও বলে দেওয়া হয়েছে তার পরেও তারা বিষয়টা গুরুত্ব দিচ্ছে না। সামনে আসছে বর্ষাকাল বাড়ির কোথাও ছাদ পড়ে যাচ্ছে কোথাও সিঁড়ি ভেঙে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও দেখা গেল হাওড়ার কোনাতে এক ভদ্রমহিলার ছাদ ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল। আর এই বর্ষার মৌসুমে যদি অঘটন বা দুর্ঘটনা ঘটে, তার দায়িত্ব কে নেবে হাওড়া কর্পোরেশন না হাওড়া বাসী।

ব্লেডের টুকরো দিয়ে নারী মূর্তি একে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের সায়ন

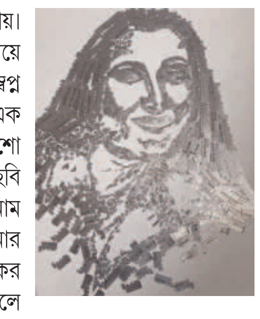

নামখানা, ২০ জুন ঃ স্বপ্ন এবার হাতের মুঠোয়। সুদুর গ্রামের চার দেওয়ালের গণ্ডি পেরিয়ে সায়ন এখন বড় দরবারে। ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল রং তুলির ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলবে এক অভিনবকিছু আর সেই মতোই প্রায় কয়েকশো ব্লেড ব্যবহার করে ক্যানভাসে এক নারীর ছবি ফুটিয়ে তুলে ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে নাম তুলল সুন্দরবনের সায়ন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা ব্লকের নারায়ণপুরে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে সায়ন মিদ্দা। বাবা কৃষক অত্যন্ত অভাব অনটনের মধ্য দিয়েই সংসার চলে তাদের। সায়নের ছোট থেকেই ইচ্ছে ছিল এমন কিছু করে দেখাবে যাতে বাবা মার মুখ উজ্জ্বল হয় আর সেই মতোই অভিনব চিন্তাভাবনা তার। ছোট থেকে পড়াশোনায় খুব একটা ভালো না হলেও রং তুলির ক্যানভাসে সে ফুটিয়া তুলত এই বিশ্বজগৎকে। গণেশ নগর বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে আর এর পরই নামখানা নারায়ণ বিদ্যামন্দির থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার পর সেতার স্বপ্ন নিয়ে বিভোর হয়ে পড়ে। নেট দুনিয়ায় সার্চ করে সে জানতে পারে রং তুলির ক্যানভাসে অনেকেই সাফল্য লাভ করলেও এই ধরনের ব্লেড দিয়ে কোন নারী মূর্তি ফুটিয়ে তোলা আগে কেউ কখনো করেনি। আর সেই মতোই কয়েকশো ব্লেড দিয়ে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় ধরে সেই ব্লেড গুলিকে ছোট ছোট ছেলে সুন্দর করে কেটে এক নারী মূর্তি ফুটিয়ে তোলে। পাশাপাশি সায়ন সায়নের ইচ্ছা আগামী দিনে সে ফ্যাশন ডিজাইনার হবে এলাকার শিশুদেরকে ইতিমধ্যেই আঁকাও শেখায় সে অনেক সময় দুষ্ট শিশুদের কথা চিন্তা করে ফ্রিতেও আঁকা শেখায় শায়ন। পাশাপাশি তার আঁকা দেশ-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় চিত্রকলায় স্থান পায়।

পুলিশের ওপর গুলি হামলা

ইমফল, ২০ জুনঃ মণিপুরের জিরিবামে পুলিশ চেকপোস্টে ফের অগ্নিসংযোগ করেছে সশস্ত্র জঙ্গি দল। কেবল অগ্নিসংযোগই নয়, দুর্বৃত্তের দল পুলিশের ওপর গুলি হামলাও করেছে। আজ বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাত প্রায় ১০২০ মিনিট নাগাদ সন্দেহভাজন সশস্ত্র জঙ্গি দল জিরিবাম থানা থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে জিরিবাম এবং তামেংলং জেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত লেইঙ্গাংপোকপি পুলিশ চেক পোস্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে লেইঙ্গাংপোকপিতে ছুটে যাচ্ছিল পুলিশের রিইনফোর্সমেন্ট-এর দল। কিন্তু মাঝপথে অতর্কিতে পুলিশের রিইনফোর্সমেন্ট দলের ওপর গুলি হামলা করে বসে জঙ্গিরা।

ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কিছু সময় গুলি বিনিময় হয়। এদিকে আগুন নেভানোর জন্য প্রেরিত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর ওপরও গুলি বর্ষণ করেছে জঙ্গিরা। তবে গুলি হামলায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি, জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

আগরতলা রেলস্টেশনে শিলচরগামী ট্রেনে ৪১ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার যাত্রী

আগরতলা, ২০ জুন ঃ আবারও নেশা সামগ্রী সহ আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে গ্রেফতার এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম রাহুল দে। বাড়ি খোয়াই জেলার তবলাবাড়ি এলাকায়। আগরতলা স্টেশনের জিআরপি থানার পুলিশ বুধবার বিকালে তাকে গ্রেফতার করেছিল। আজ বৃহস্পতিবার আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে রিমান্ডের আর্জি জানিয়ে। আগরতলা স্টেশনের জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো

বুধবার বিকালের দিকে আগরতলা স্টেশনে পুলিশ, আরপিএফ এবং অন্যান্য গোয়েন্দা কর্মীরা নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আগরতলা থেকে শিলচরগামী ট্রেনের এক যাত্রীকে দেখে পুলিশ কর্মীদের সন্দেহ হয়। সাথে সাথেই ওই যাত্রীকে আটক করা হয়। তার হেফাজতে বিদ্যমান ট্রলি এবং পিঠ ব্যাগে তলাশি চালিয়ে ৪১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ রাহুল দে নামের যাত্রীকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করছে, গাঁজা পাচারচক্রে আর কারা জড়িত। এনডিপিএস অ্যাক্টে রাহুল দের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জুলাই থেকে গরীব রথ এক্সপ্রেস ট্রেনের পরিষেবা পুনরায় চালু করবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২০ জুন ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুলাই, ২০২৪ থেকে দুই জোড়া গরীব রথ এক্সপ্রেসের পরিষেবা পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেনগুলি আগরতলা-কলকাতা এবং গুয়াহাটি-কলকাতার মধ্যে নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য নির্ধারিত দিনগুলিতে চলবে। ট্রেন নং. ১২৫০২ (আগরতলা-কলকাতা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৩ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক বুধবারে চলবে। ট্রেনটি আগরতলা থেকে ৭ঃ৩৫ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪ঃ৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫০১ (কলকাতা-আগরতলা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৭ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক রবিবারে কলকাতা থেকে ২১ঃ৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে মঙ্গলবার ০৫ঃ১৫ ঘন্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জং. ও ব্যান্ডেল জং. ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ১২৫১৮ (গুয়াহাটি-কলকাতা) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক শনিবারে চলবে। ট্রেনটি গুয়াহাটি থেকে ২১ঃ০০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৪ঃ৩০ ঘন্টায় কলকাতা পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১২৫১৭ (কলকাতা-গুয়াহাটি) গরীব রথ এক্সপ্রেস ৪ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে কলকাতা থেকে ২১ঃ৪০ ঘন্টায় রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬ঃ১৫ ঘন্টায় গুয়াহাটি পৌঁছবে। ট্রেনগুলি নিজ নিজ গন্তব্য স্থানের জন্য গোয়ালপাড়া টাউন, নিউ বঙাইগাঁও, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ জলপাইগুড়ি, মালদা টাউন, কাটোয়া জং. ও ব্যান্ডেল জং. ইত্যাদি স্টেশন হয়ে চলাচল করবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য উপরোক্ত ট্রেনগুলিতে ১৬টি এসি-৩ টিয়ার ইকোনোমি কোচ থাকবে। এই এক্সপ্রেস ট্রেনগুলির পরিষেবা পুনরায় চালু হওয়ার ফলে জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হবে। এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ এবং এর রাজধানী শহরের সাথে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে। এটি আর্থিক বিকাশ ও বাণিজ্য প্রচারের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রোগী, ছাত্র এবং অন্যান্য যাত্রীদের অত্যন্ত উপকৃত করবে।

বেহাল রাস্তা, হেলদোল নেই প্রশাসনের, ক্ষোভে ফুঁসছেন বামুটিয়ার মানুষ

আগরতলা, ২০ জুন ঃ সংস্কারের অভাবে রাস্তা বেহাল অবস্থায়। হেলদোল নেই প্রশাসনের। ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বামুটিয়ার মণ্ডলপাড়ায়। স্থানীয় জনগণ প্রশাসনের নীরব ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জানা গিয়েছে, চার বছর ধরে মেরামতের অভাবে বামুটিয়া ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম বামুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের মণ্ডলপাড়া থেকে সবুজ সংঘ যাওয়ার ইটের সোলিং রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। রাস্তার পাশে সাইড ওয়াল না থাকায় বিভিন্ন জায়গায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। যে কোনও সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। তাই স্থানীয়রা রাস্তা মেরামত সহ সাইড ওয়াল নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন। একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সহ জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। বর্তমানে রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাওয়া আসা এবং জরুরি অবস্থায় এই এলাকায় গাড়ি প্রবেশ করতে চায় না। চরম দুর্ভোগের শিকার জনগণ।

Name Change

I , Goutam Barman S/O- Golok Nath Barman resident of Mayur Mahal, 1 No Sahachetan Road, P.O.- Natunganj, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'GAUTAM BARMAN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 18/06/2024. That Goutam Barman and Gautam Barman both are same and one identical person.

Name Change

I , SK Safiqul Alam @ Safiqul Alam SK S/O- Hazi Sekh Nazrul Alam resident of Paraj ,High School, P.O.- Paraj, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713403, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH SAFIQUL ALAM' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 18/06/2024. That SK Safiqul Alam , Safiqul Alam SK and Sekh Safiqul Alam all are same and one identical person.

Name Change

I , Milan Sengupta S/O- Dhirendra Nath Sengupta resident of Chotonilpur Madhyapara, P.O.- Sripally, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'MILAN KANTI SENGUPTA' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 18/06/2024. That Milan Sengupta and Milan Kanti Sengupta both are same and one identical person.

Name Change

I , Surojit Chakraborty @ Surajit Chakraborty S/O- Amal Kumar Chakroborty resident of Sukantapally, P.O.- Rajbati, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713104, have changed my name and shall henceforth be known as 'SURAJIT CHAKROBORTY' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 18/06/2024. That Surojit Chakraborty, Surajit Chakraborty and Surajit Chakroborty all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Mahjabeen Aguil (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammad Aquil , ঠিকানা-3A/1B, Mistry Para Lane, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahjabeen Aquil (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahjabeen Aquil (নতুন নাম) এবং Mahjabeen Aguil (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Bhakti Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Heluram Mondal ঠিকানা Vill.- Bara, P.O.- Jara, P.S.- Chandrakona, Dist.- West Medinipur, Pin-721232, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bhakticharan Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Bhakticharan Mondal (নতুন নাম) ও Bhakti Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি Kaustav Das Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Goutam Dasgupta ঠিকানা -GE-130, Rajdanga Main Road, P.O.- E.K.T.P., P.S.-Kasba, Kolkata-700107, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kaustav Dasgupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kaustav Dasgupta (নতুন নাম) ও Kaustav Das Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি Syed Saidul Isalm (পুরাতন নাম) পিতা Soraf Ali Syed ঠিকানা Vill. -Kantabani, P.O.- Gobra, East Medinipur-721441, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 20-06-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Syed Saidul Islam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Syed Saidul Islam (নতুন নাম) ও Syed Saidul Isalm (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন

আমি, Mahjabeen Aguil (পুরাতন নাম) স্বামী Mohammad Aquil, ঠিকানা-3A/1B, Mistry Para Lane, P.S.- Beniapukur, Kolkata- 700014, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 20.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mahjabeen Aquil (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mahjabeen Aquil (নতুন নাম) এবং Mahjabeen Aguil (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SHALIM AHAMMAD, S/O NAJIR AHAMMAD, R/O VPO PANCHITA , PS BONGAON, DIST NORTH 24 PARGANAS, PANCHITA, BONGAON-743235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SELIM AHAMMAD, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT SELIM AHAMMAD AND SHALIM AHAMMAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BISWANATH MALICK, RESIDING AT C-202, PREMIER RESIDENCY, SONARPUR STATION ROAD, SOUTH KUMRAKHALI, NARENDRAPUR, SOUTH 24 PARGANAS -700103, WEST BENGAL. DO HEREBY INFORM THAT MY FATHER BHARACHANDRA MALICK SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHARAT CHANDRA MALICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 20/06/2024.THAT BHARACHANDRA MALICK AND BHARAT CHANDRA MALICK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUNITA BOSE, W/O BITAN BOSE, R/O 26A/1B, JHEEL ROAD, SELIMPUR, PO DHAKURIA, KOLKATA -700031, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNITA PANDEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT SUNITA PANDEY AND SUNITA BOSE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAJAN AGARWAL, SON OF LATE PURUSOTTAM DAS AGARWAL, RESIDING AT 106 KIRAN CHANDRA SINHA ROAD, GANGES GARDEN, GA-8, PS--SHIBPUR, HOWRAH -711102, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAJAN KUMAR AGARWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024. THAT SAJAN AGARWAL AND SAJAN KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Roseda Bibi (old name) W/O Aminur Molla, residing at Paschim Gopalpur, P.O.- Gopalpurhat, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743504, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rasida Bibi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/06/2024. Rasida Bibi (new name) and Roseda Bibi (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Amenur Molla (old name) S/O Hatem Molla, residing at Paschim Gopalpur, P.O.- Gopalpurhat, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743504, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Aminur Molla (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/06/2024. Aminur Molla (new name) and Amenur Molla (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Rabiul Islam @ Mohammed Rabiul Islam (old name) S/O Samchel Ali Molla, residing at Vill- Chotojirakpur, P.O.- Basirhat R/S, P.S.- Basirhat, Dist.- North 24 Pgs, Pin - 743412, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rabiul Islam (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Rabiul Islam (new name) and Md Rabiul Islam @ Mohammed Rabiul Islam (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Saiful Sk (old name) S/O Sk Rajjak, residing at Sherpur, P.O.- Rampur Bhatpara, Gopalnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743249, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Saiful Shekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Saiful Shekh (new name) and Saiful Sk (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Razzaque Shekh (old name) S/O Din Mahammad Sk, residing at Sherpur, P.O.- Rampur Bhatpara, Gopalnagar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743249, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Rajjak (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Sk Rajjak (new name) and Razzaque Shekh (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Ajay Shaw (old name) S/O Lakhan Lal Shaw, residing at Vidyasagar Park 6th Lane, Pirpukur Road, Kolkata- 700070, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ajay Kumar Shaw (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/06/2024. Ajay Kumar Shaw (new name) and Ajay Shaw (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Pradip Roy (old name) S/O Satya Kinkar Roy, residing at Mosinapur, Joyrambati, Bankura, 722161, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Pradip Kumar Ray (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/06/2024. Pradip Kumar Ray (new name) and Pradip Roy (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Jai Prakash Tiwari (old name) S/O Paresh Nath Tiwari, residing at Kalyanpur Housing Estate, P.O.- R K Mission, Bardhaman, Pin-713305, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Jay Prakash Tiwari (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/06/2024. Jay Prakash Tiwari (new name) and Jai Prakash Tiwari (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Lalbanu Bibi Biswas (Old Name) W/o Aijel Biswas Residing at Bhayna Paschimpara, Hanskhali, Nadia, W.B Pin-741502, India shall henceforth be known as Lal Banu Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-06-2024. Lalbanu Bibi Biswas (Old Name) and Lal Banu Biswas (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Fatema Yusuf Mulla (Old Name) D/o Yusuf Mulla and W/o- Husain Zuzar Kishanganjwala Residing at Amarana Residences. 44, Matheswartala Road, Tower 1, Flat 10F, 10TH Floor, Tangra, Gobinda Khatick Road, , Kolkata- 700046, W.B , India shall henceforth be known as Fatema Husain Kishanganjwala (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-06-2024. Fatema Yusuf Mulla (Old Name) and Fatema Husain Kishanganjwala (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,YAKUP MALLICK, SON OF SAMIR MALLICK, RESIDING AT VILL & PO-KASBAGOLA, PS-EGRA, EAST MEDINIPUR - 721447, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YAKUB MALLIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024. THAT YAKUP MALLICK AND YAKUB MALLIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Kaiyum Mallik (old name) S/O Golam Rejwan Mallick, residing at Vill- Krishnanagar, P.O.- Nangulpara, P.S.- Khanakul, Dist.- Hooghly, Pin - 712406, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kaium Mallick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/06/2024. Kaium Mallick (new name) and Kaiyum Mallik (old name) both are same identical person.

Name Change

I MOUSUMI BHANDARI, WIFE OF ASHIM BHANDARI, RESIDING AT 166/H/11, K.C SEN STREET, RAM MOHAN SARANI, PS-AMHERST STREET, KOLKATA - 700009, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUSUMI BARUA BHANDARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024.THAT MOUSUMI BHANDARI AND MOUSUMI BARUA BHANDARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I NIRAJ KUMAR SINGH, S/O DIGAMBAR SINGH, R/O AF-311/1, TARAMAA APPT, TALBAGAN, RABINDRAPALLY, KESTOPUR, PS BAGUIATI, BIDHANNAGAR, PIN-700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEERAJ SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT NIRAJ KUMAR SINGH AND NEERAJ SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PALASH DHARA, & P. DHARA , S/O LATE SOUMENDRA NATH DHARA, R/O 8/11A, PRABHURAM SARKAR LANE, PS TANGRA, KOLKATA - 700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALASH KUMAR DHARA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT PALASH DHARA & P. DHARA AND PALASH KUMAR DHARA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JASIM UDDIN MOLLA, S/O LATE AMINUDDIN MOLLAH, R/O VILL RAMNAGAR, PO KASWARA, PS POLBA, DIST HOOGHLY, PIN-712102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JASIMUDDIN MOLLAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT JASIM UDDIN MOLLA AND JASIMUDDIN MOLLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I NABIDUL ISLAM MONDAL, S/O ROFIK MONDAL, R/O VILL BETA, PO SINHET, PS DADPUR, DIST HOOGHLY, PIN-712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS REJUAN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT REJUAN MONDAL AND NABIDUL ISLAM MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PRIYA SABOO, W/O PANKAJ SABOO, R/O 89/378, PARK, RESIDENCY, 4TH LANE, BANGUR PARK, RISHRA, CHANDANNAGAR, PIN-712248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UPMA SABOO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024, THAT PRIYA SABOO AND UPMA SABOO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, FASIULLAH SHAIKH AND FOSHIULLAH SHAIKH, SON OF ISMAIL SEIKH, RESIDING AT BIJOYRAMPUR, PASCHIM CHAMNI, BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS -743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FASIULLA SEIKH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 20/06/2024. THAT FASIULLAH SHAIKH AND FOSHIULLAH SHAIKH ALSO FASIULLA SEIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Abdulhack Mallick (old name) S/O Lutfor Mallick, residing at Vill.- Chakdaha, P.O.- Purbaitara, East Mednipur, Pin- 721634, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdul Haque Mallick (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 20/06/2024. Abdul Haque Mallick (new name) and Abdulhack Mallick (old name) both are same identical person.

Name Change

I,ROZY MALLICK,WIFE OF GOPAL KRISHNA MALLICK, RESIDING AT VIVEKANANDA NAGAR,PO-EAST UDAYRAJPUR, PS-MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS - 700129,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ROZY MALLICK DEY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 09/05/2024.THAT ROZY MALLICK AND ROZY MALLICK DEY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, GOPAL MALLICK AND GOPAL KRISHNA MALLIK, SON OF LATE GOUR PADA MALLICK, RESIDING AT VIVEKANANDA NAGAR, PO-EAST UDAYRAJPUR, PS-MADHYAMGRAM, NORTH 24 PARGANAS - 700129, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOPAL KRISHNA MALLICK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARASAT ON 09/05/2024. THAT GOPAL MALLICK AND GOPAL KRISHNA MALLIK ALSO GOPAL KRISHNA MALLICK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

রানাঘাট সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পূজো দিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ জুন ঃ আগামী ১০ জুলাই এ রাজ্যে চার বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিধানসভা উপনির্বাচন। তার মধ্যে রয়েছে নদীয়ার রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র। আর রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা উপনির্বাচনে বৃহস্পতিবার রানাঘাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী ডাঃ মুকুটমনি অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা এলাকার তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে মিছিল করে রানাঘাট মহকুমা শাসকের দপ্তরে এসে নিজের মনোনয়ন জমা দেন মুকুটমনি। জানা যায় ২০২১ এর বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রায় ১৭ হাজার ভোটে বিজেপিএর টিকিটে জিতেছিলেন মুকুটমনি অধিকারী। লোকসভা নির্বাচনের আগেই তৃণমূলে যোগ দেন তিনি ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের হয়েও ভোটে লড়েন লোকসভা নির্বাচনে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচন ২০২৪ - এ এই কেন্দ্রেই প্রায় ৩২ হাজার ভোটে পিছিয়ে থাকতে দেখা যায় তৃণমূলকে। লোকসভা ভোটে পরাজিত হলেও এবার রানাঘাট দক্ষিন বিধানসভা কেন্দ্রে জোড়া ফুল ফোটানোর দায়িত্ব সেই মুকুটমনি অধিকারীর ওপরই দিয়েছে দল। আর বৃহস্পতিবার সকালে রানাঘাট সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিয়ে মনোনয়ন জমা দেন। এদিন মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে গিয়ে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী, তিনি, তিনি আরও জানান লোকসভা নির্বাচনের সব ভুল ভ্রান্তি ছিলো সেগুলোকে পুরন করার চেষ্টা করছি, মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের কথাও শুনছি। পাশাপাশি তিনি বিজেপির প্রার্থী নিয়েও কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন তিনি। তিনি বলেন বিজেপি যাকে প্রার্থী করেছে সাধারণ মানুষ তো বাদ দিন, ওই দলের কর্মীরাই মেনে নিচ্ছে না। এরই সাথে তিনি বলেন গত তিন বছরই কেন্দ্রে বিধায়ক থাকাকালীন সেভাবে এলাকায় কোন উন্নয়নের কাজ হয়নি, এর কারন হিসেবে তিনি জানান বিরোধী থাকলে যে সমস্যা গুলো হয় তার জন্যই হয়নি। তবে আমরা এবারে আশাবাদী মানুষ এবার উন্নয়নের স্বার্থেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যাকে এই আসন উপহার দেবে। এ দিনের মুকুটমনি অধিকারীর মনোনয়ন জমা দিতে উপস্থিত ছিলেন, নবদ্বীপপর বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী, ছিলেন শংকর সিং, ছিলেন বর্নালী দে সহ একাধিক তৃণমূলের নেতৃত্ব সহ অসংখ্য কর্মীসমর্থক।

কিউআর কোড স্ক্যান জানিয়ে দেবে আম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২০ জুন ঃ অভিনব পদ্ধতি চালু হতে চলেছে। আমের গায়ের কিউআর কোড বলে দেবে আমের নাম। শুধু তাই নয় আম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যও দেবে। স্ক্যান করে সহজেই মালদার আম কিনা সে তথ্য জানতে পারবেন আপনিও। নতুন এই পদ্ধতি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে মালদার আমে। মালদা জেলা উদ্যান পালন দফতরের পক্ষ থেকে এই বছর থেকেই এই কিউআর কোড ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে মালদার লক্ষণভোগ, ফজলি ও হিমসাগর আম জিআই পেয়েছে। এই তিন প্রজাতির আমে প্রথম কিউআর কোড ব্যবহার করা হচ্ছে। মালদার রতুয়ার দেব নারায়ন ঘোষ নামে এক আম চাষী প্রথম কিউআর কোড ব্যবহারে এগিয়ে এসেছেন। উদ্যান পালন দফতরের সহযোগিতা এই প্রথম তিনি তিনটি প্রজাতির আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করছেন। দিল্লি আম মেলায় তিনি আম নিয়ে গেছেন। সেখানে তাঁর বাগানের আম কিউআর কোড ব্যবহার করে বিক্রি হচ্ছে। আগামীতে উদ্যান পালন দফতরের উদ্যোগে জেলার সমস্ত কৃষকদের আমে এই কিউআর কোড ব্যবহার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে করে খুব সহজেই মালদার আম চিনতে পারবেন সাধারণ ক্রেতারা।

রাস্তার পাশ থেকে উদ্ধার পচাগলা মৃতদেহ! ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২০ জুন ঃ আবার একবার নদীয়ায় উদ্ধার এক পচাগলা মৃত দেহ, আর যাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে রানাঘাট কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কে তাহেরপুর থানার খামার শিমুলিয়া এলাকায়। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে তাহেরপুর থানার, বাদকুল্লা এক গ্রামপঞ্চায়েতের খামার শিমুলিয়ায় রানাঘাট কৃষ্ণনগর রাজ্য সড়কের পাশ থেকে দুর্গন্ধ পান স্থানীয় মানুষজন। পরে তারা বিষয়টি দেখতে গেলে দেখেন অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির পচাগলা দেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় তাহেরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃত্যুর কারণ জানতে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠায় তাহেরপুর থানার পুলিশ। কি ভাবে ওই মৃতদেহ ওই এলাকায় এলো ও ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তাহেরপুর থানার পুলিশ।

প্রোস্টেটের অত্যাধুনিক অপারেশন আর.জি হসপিটালে

আশিস কুমার ঘোষ, কলকাতা, ২০ জুন ঃ বর্তমানে চল্লিশোর্ধ্ব বহু পুরুষকে প্রোস্টেটের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। যে কারণে ইউরোলজিস্ট দের

চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। দক্ষিণ কলকাতার আর জি স্টোন ইউরোলজি এণ্ড ল্যাপারোস্কপি হসপিটাল কিডনি ও মূত্রনালীর সমস্যা সফল ভাবে সমাধান করে আসছে। সম্প্রতি প্রস্টেট অপারেশনের ক্ষেত্রে মাইলিপ পদ্ধতিতে অত্যাধুনিক ১৫০ ওয়াট সম্পন্ন হলমিয়াম লেজার মেশিন এনেছে প্রস্টেট অপারেশনের জন্য, যেটা পূর্ব ভারতে এই প্রথম। মাত্র ১৫ দিন আগে আনা হয়েছে এই মেশিন। এপর্যন্ত ১০ জনের সফল অস্ত্রোপচার করা হয়েছে এই পদ্ধতিতে। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশিষ্ট ইউরোলজিস্ট ডাঃ অমিতাভ মুখার্জি ও ডাঃ অরিন্দম দত্ত জানালেন আগেকার লেজার মেশিন থেকে এই মেশিন অনেকটা ছোট, ফলে অপারেশনের ক্ষেত্রে যন্ত্রণা এবং রক্তক্ষরণ তুলনায় অনেক কম, রোগী ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠছেন।

চন্দ্রকোনায় বাজ পড়ে মৃত্যু কৃষকের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২০ জুন ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় বাজ পড়ে প্রাণ গেল এক কৃষকের। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাঠে বাদাম জড়ো করতে গিয়ে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃতের নাম চঞ্চল দাস (৪৬)। সে ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারিণ্যা গ্রামের বাসিন্দা। মৃতের ভাই বাপন দাস জানিয়েছেন, এদিন দুপুর নাগাদ বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হচ্ছিল। সেই সময় দাদা চঞ্চল দাস বাড়ি থেকে দূরে মাঠে জমিতে থাকা বাদাম জড়ো করতে গিয়েছিল। আচমকাই পড়ে বাজ। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় কৃষকে। বিষয়টি জানাজানি হতে মাঠ থেকে উদ্ধার হয় দেহ। নিয়ে যাওয়া হয় চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন কৃষককে। মৃতদেহ রাখা হয়েছে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে। খবর দেওয়া হয়েছে চন্দ্রকোনা থানায়। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

ইলিশে বিমুখ ক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২০ জুন ঃ বর্ষাকালে ইলিশ মাছ, মাছে ভাতে বাঙালির বাড়তি পাওনা। বিভিন্ন জায়গার মতো শিলিগুড়িতেও ইলিশ মাছের বিশাল চাহিদা। দাম যতই বেশি থাকুক না কেন ইলিশ মাছ দিয়ে ভাত না খেলে যেন ১৬ আনাই বৃথা। বিধান মার্কেটের মাছ বাজারে ইলিশ মাছের দাম কত কি বললেন ব্যবসায়ীরা, একজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন ইলিশ মাছ হাজার থেকে ১৪০০ টাকার মধ্যে রয়েছে। কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে সেই কারণে বাজারে লোকের সংখ্যা কিছুটা কম। চাহিদা রয়েছে, এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের ইলিশ মাছ বাজারে প্রবেশ করেনি তবে খুব তাড়াতাড়ি প্রবেশ করবে। আরেকজন মাছ বিক্রেতা জানান পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে সেই কারণে বাজার একেবারে মন্দা। ইলিশ মাছ পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে না, বাজারের লোক সংখ্যা বৃষ্টির কারণে একেবারেই কমে গেছে।

গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত মাড়গ্রামে ধৃত এক পক্ষের দশ, পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২০ জুন ঃ গোষ্ঠী সংঘর্ষে উত্তপ্ত বীরভূমের মাড়গ্রাম। ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিককে স্মারকলিপি জমা দিল বিশ্বহিন্দু পরিষদ। তারা মাড়গ্রাম থানার ওসির পদত্যাগ দাবি করে। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিলে ফিরে যান আন্দোলনকারীরা। ঘটনার সূত্রপাত ১৭ জুন পবিত্র কুরবানির দিন। স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিশ্বহিন্দু পরিষদ সূত্রে জানা গেছে, ওই দিন মাড়গ্রামের দুই যুবক মোটরবাইকে চড়ে কুরবানি দেওয়া পশুর দেহাংশের কিছু অংশ ল-পাড়া, দাসপাড়া মন্দির ও শ্মশানের সামনে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ। তাদের মধ্যে একজনকে স্থানীয় বাসিন্দারা ধরে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই নিয়ে পরের দিন থেকে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। রাস্তায় পেয়ে মারধর শুরু হয় এক গোষ্ঠীর লোকজনদের। এমনকি তাদের থানায় অভিযোগ জানাতেও যেতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। গ্রামে তাদের কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ। মাড়গ্রাম থানার ওসি মহম্মদ মিকাইল মিঞা পক্ষপাতিত্ব করছেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। লাল মহম্মদ শেখ নামে এক গ্রামবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এক মহিলা সহ নয়জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারায় খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতদের পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃতদের আইনজীবী উৎপল চট্টোপাধ্যায় বলেন, লাল মহম্মদ শেখ অভিযোগ করেন কুরবানির দিন তার দুই ভাই মোটরবাইক নিয়ে যাচ্ছিল। সে সময় ল-পাড়ার বাসিন্দারা তাদের মারধর করে। মোটর বাইক ভাঙচুর করে। এই অভিযোগে ধৃতদের পাঁচ দিন পুলিশ হেফাজত দেন বিচারক। তবে ওই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। বিশ্বহিন্দু পরিষদের উত্তর বীরভূম জেলা সম্পাদক শান্তনু হাজরা বলেন, কুরবানির দিন দুই যুবক আমাদের কয়েকটি মন্দির অপবিত্র করে। তাদের একজনকে ধরে এলাকার মানুষ পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। পুলিশ অভিযুক্তকে ছেড়ে দিয়ে আমাদের দশজনকে গ্রেফতার করে খুনের চেষ্টার মামলা দিয়ে আদালতে তুলে হেফাজতে নেয়। পুলিশের এরই পক্ষপাতিত্বের প্রতিবাদে আমাদের আন্দোলন। এদিকে ঘটনার জেরে এলাকায় নেট পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। তারপরও বেশ কিছু এলাকায় এক মৃত যুবকের ছবি ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গুজবে কান না দেওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে।

মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালকে রাতভর আটকে রেখে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২০ জুন ঃ মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল কে রাতভর আটকে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। গতকাল ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ কিছু দাবি নিয়ে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ নির্মল কুমার মন্ডলকে ঘেরাও করে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। গতকাল দুপুর থেকে এদিন বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তাকে কলেজের মধ্যেই ঘেরাও করে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ দীর্ঘদিন থেকেই কলেজ ক্যাম্পাসের বেহাল দশা। মাঠে বড় বড় ঘাস হয়ে গেছে তা পরিষ্কার করা হচ্ছে না। হোস্টেলের ছাদ থেকে জল পড়ছে। এছাড়াও লাইব্রেরী এক্সটেনশন সহ বেশ কিছু দাবি রয়েছে তাদের। সেই দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। মেডিকেল কলেজের আন্দোলনকারী তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অরিন্দম মল্লিক বলেন, মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল কোচবিহার বিরোধী মানসিকতা রাখেন। তিনি এর আগে যে কলেজে ছিলেন সেখানে যে সমস্ত কাজ করেছেন তিনি সেই সমস্ত কাজগুলো এখানে করছেন না। যার ফলে মেডিকেল কলেজের বেহাল দশা। একদিকে যখন মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তাদের দাবি নিয়ে প্রিন্সিপালকে রাতভর ঘেরা উপরে রাখে অন্যদিকে প্রিন্সিপালের দাবি শুধু দাবি পূরণের জন্য নয় তাকে অসুস্থ করে দেওয়া এবং এই প্রিন্সিপালের চেয়ারটি ফাঁকা করে অন্য কাউকে বসানোর চক্রান্ত চলছে। মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ডঃ নির্মল কুমার মন্ডল বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যে সমস্ত দাবি করেছে সব কটি ন্যায্য দাবি এবং সেই দাবিগুলির মধ্যে বেশিরভাগটাই কন্টিনিউয়াস প্রসেসে চলছে। ছাত্র-ছাত্রীরা দাবি করেছে কলেজ ক্যাম্পাস নোংরা অবস্থায় রয়েছে, হোস্টেলের ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, শীতের সময় তাদের গরম জলের জন্য গিজার এর ব্যবস্থা করা সবগুলি বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু তারপরেও তারা রাতভর আমাকে আটকে রেখেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্ত দাবি রয়েছে শুধুমাত্র সেই দাবির জন্য এই ঘেরাও বা আমাকে আটকে রাখা এই পরিস্থিতি হওয়ার কথা নয়। এর পিছনে অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য আমাকে সারারাত জাগিয়ে রেখে অসুস্থ করে দেওয়া এবং এই চেয়ারটিতে যাতে অন্য কাউকে বসানো যায় সেই চেষ্টা চলছে। এর পেছনে কে রয়েছে আমি এখনই নাম বলছি না। তবে ছাত্রছাত্রীদের দাবি আদায়ের জন্য এই আন্দোলন হচ্ছে না।

বাঁকুড়ায় এলাকার বাঁধ তৈরির সময় মাটিতে ধস, চাপা পড়ে মৃত্যু শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২০ জুন ঃ বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকার বাঁধ তৈরির সময় মাটিতে ধস নেমে তাতে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে শ্রমিকের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও দুজন শ্রমিক। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে পুলিশ জানিয়েছে মৃত মহিলা শ্রমিকের নাম নিয়তি মান্ডি। মৃত ও আহতদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ঘটনাস্থলে মৃতদেহ আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে। বাঁকুড়ার খাতড়া থানার রতনপুর এলাকায় স্থানীয় একটি জোড়ের (ছোট নদী) উপর চেক ড্যাম তৈরির উদ্যোগ নেয় প্রশাসন। এক ঠিকাদার কাজের বরাত পায়। নদী সংলগ্ন পাড়ের মাটি কেটে চেক বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করে বরাত পাওয়া ঠিকাদার সংস্থা। এরপর আজ সকালে স্থানীয় শ্রমিকরা যখন মাটি কাটছিলেন সেই সময় আচমকাই পাড়ের মাটি ধসে পড়ে শ্রমিকদের উপর। মাটিতে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় নিয়তির। মৃত শ্রমিকের বাড়ি স্থানীয় যাদুরবনকাটা গ্রামে। ঘটনায় গুরুতর জখম হন স্থানীয় কবিতা মুর্মু ও দিপালী সোরেন। দ্রুত এলাকাবাসী ধসের মাটি সরিয়ে আহত দুই শ্রমিককে উদ্ধার করে প্রথমে খাতড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে ওই দুই আহতকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে মৃতদেহটি ঘটনাস্থলে আটকে রেখে বিক্ষোভে সামিল হন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনিক আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে। পরে খাতড়া থানার পুলিশ ধসের মাটি সরিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়।

জেনারেল ম্যানেজার বেগুনি লাইনের জোকা-মাঝেরহাট স্ট্রেচ পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ২০ জুন ঃ শ্রী পি উদয়.কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেল আজ ২০.০৬.২০২৪ তারিখে জোকা-এসপ্ল্যানেড করিডোর (বেগুনি লাইন) এর জোকা থেকে মাঝেরহাট প্রসারিত পরিদর্শন করেছেন। শ্রী রেড্ডি আজ জোকা ডিপো থেকে পরিদর্শন শুরু করেছিলেন যেখানে রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড কর্মকর্তারা তাকে এই ডিপোর বিভিন্ন রেক রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা এবং এর আরও উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রী রেড্ডি এই ডিপোতে রেক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। জোকা ডিপো থেকে তিনি একটি মেট্রোতে চড়ে এই প্রসারিত পথে মাঝেরহাট পর্যন্ত যান। পরিদর্শন শেষে শ্রী রেড্ডি কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

NOTICE INVITING e-TENDER

Notice inviting e-Tender 4(Four) no work of 15th CFC within Bargachia-I Gram Panchayat will be available at **https://wbtenders.gov.in.** 1) **2024_ZPHD_696259_1,** 2) **2024_ZPHD_696326_1,** 3) **2024_ZPHD_696366_1,** 4) **2024_ZPHD_696379_1.** Submission closing date (online): **26/06/2024 at 11:00 A.M.**

Sd/- Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

জলদাপাড়াতে এলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায়

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২০ জুন ঃ জলদাপাড়াতে এলেন রাজ্যের মুখ্য বনপাল দেবল রায়। তিনি জানান শর্ট সার্কিটের ফলেই আগুন লেগেছে এবং ফরেন্সিক দল এসে নমুনা সংগ্রহ করেছে। তিনি জানান এই বাংলো দেখার জন্য তিনজন কর্মী আছে এছাড়া সেদিন দুজন রেঞ্জ অফিসার ছিল কিন্তু তারা অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রক্ষা হয়নি। কেন না বাংলো ঘড় বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে রেঞ্জ অফিসারা দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে।

ঘর ঘর পানীয় জলের বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২০ জুন ঃ বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ শুরু হয় নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের সভাকক্ষে পানীয় জল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন বিডিও রজত রঞ্জন দাস, বি এম ও এইচ চিকিৎসক সুরজিত কর্মকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বরুন ভট্টাচার্য্য, সহ সভাপতি মানসী মন্ডল, পি এইচ ই দপ্তরের আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ছটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানরা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা সহ আরো অনান্যরা। বিডিও রজত রঞ্জন দাস বলেন, জল জীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় ঘরে ঘরে জল পৌঁছে দিতে জমি জট কাটানোর জন্য বৈঠক হলো। কয়েক কোটি টাকার সরকারি প্রকল্পে মানুষ উপকৃত হবে।

Public Notice

This is to notify that Sri Yash Kumar S/o Upendra Bhagat resident of Dakshin Dhadka P.S- Asansol (N) Dist , Paschim Burdwan has purchased the below mentioned land schedule by virtue of deed no. 2049 dated 06.03.24 (ADSR with the held of Power of Attorney deed no. 9658 dated 22.11.22 ADSR executed by Sri 1) Prabir Saha 2) Ajit Saha, S/o Ramani Mohan Saha Address Ramtala Master Para, Asansol P.S Asansol South Dist – Paschim Burdwan and the said applicant has applied with the same land schedule for mutation vide mutation case no. MN/2024/2305/7552 Dist Paschim Burdwan at the office of the S.D.L & L.R.O (EP1) Dist Paschim Bardhhaman. If there is any objection for mutation in this respect, any concerned principle are requested to submit objection along with relevant documents to the concerned Revenue officer at the office at the office of S.D.L & L.R.O (EP1) within one month from the date from the date publication of this notice, otherwise law will take its own course.

Land Schedule : Block – Asansol : Sub-Division Land and Land Reforms Office (EP-1)Mouza – Dakshin DhadkaJ.L No – 27Plot No. 317Name of the Recorded Owner : Ajit Saha / Prabir SahaKhatian : - 3317, 3340

Abridged Notice Inviting e-Tender

Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 7 nos. various works. For details visit www.wbtenders.gov.in Tender ID: 2024_ZPHD_697066_1 to 2024_ZPHD_697066_7, last date and time 27.06.2024, 6.00 PM.

Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samity
District South 24 Parganas

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ঃ ১৮.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্র.নং.-১। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৯১-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস/শিয়ালদহের অধীনে ডিআরএম বিল্ডিং ও কন্ট্রোল বিল্ডিং রুম ইত্যাদিতে ছিদ্রময় ছাদ সারাই সমেত ডিআরএম বিল্ডিং, ৩য় তলের ট্র্যাক সেল অফিস সংস্কার ও মেরামতি। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ৮৪,৫৩,৬৮৭.৮৬ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ১,৬৯,১০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৬ (ছয়) মাস। **ক্র.নং.-২। টেন্ডার নম্বর ঃ টিএন-৯২-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিল্ডিং, শিয়ালদহের পুরানো নথিসমূহের ডিজিটালাইজেশন। **টেন্ডার মূল্যমানঃ** ২২,০৭,৯০৯.২০ টাকা। **বায়না মূল্য জমা ঃ** ৪৪,২০০ টাকা। **কাজ সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ০৪ (চার) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৭.২০২৪ দুপুর ৩টা (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে বিড জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় **১২.০৭.২০২৪-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট** (ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য)। (SDAH-90/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

যুবকের রহস্যমৃত্যু, উদ্ধার দেহ

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২০ জুন ঃ বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। আর বৃহস্পতিবার উদ্ধার হল ধনঞ্জয় মুর্মু নামক এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ। কেশিয়াড়ি থানার বেগমপুর এলাকার ঘটনা। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে পতিবাঁধ জঙ্গল সংলগ্ন একটি নিম গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের শরীরে রক্তের দাগ লেগে ছিল। খুন নাকি আত্মহত্যা, তা নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। স্থানীয়দের দাবি, আত্মহত্যা নয়। তাঁকে খুন করে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

OFFICE OF THE PRADHAN
JARA GRAM PANCHAYAT
Tatarpur : Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE

e-NIT No. WBPASMID/Jara/NIT-28/2023-24 (2nd Call)

The Pradhan, Jara Gram Panchayat invites e- Tender for the 01No. New Construction of Market Complex under **Chandrakona-I Dev.** Block under **5th SFC** Fund 2023-24 near G.P Area. Intending Bidders may access detailed information and respond form e-procurement portal of Govt. of West Bengal **https://www.wbtenders.gov.in** on and from **18/06/2024 at 06.00 P.M to 29/06/2024 upto 12.00 A.M**

Sd/- Pradhan,
Jara Gram Panchayat

বর্ষা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার নজরদারি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৬৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১৮-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং ঃ ১৮-এপি-III-২০২৪; কাজের নাম ঃ** "২৪ মাসের জন্য এডিইএন/মালবাজার (এমবিজেড) -এর এখতিয়ারের অধীনে বর্ষা এবং ঠান্ডা আবহাওয়ার নজরদারি।" **টেন্ডার মূল্য:** ৮১,৬৮,৩৪৪.২০ টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,৬৩,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা** ০৯-০৭-২০২৪ তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

মেট্রো রেলওয়ে
কলকাতা

ব্লু লাইনে ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ (সোমবার) থেকে পরীক্ষামূলক রাত্রিকালীন পরিষেবার সময় পরিবর্তন

- সোমবার থেকে শুক্রবার রাত ১০.৪০ মিনিটে পরিষেবা কবি সুভাষ ও দমদম থেকে ছাড়বে।
- ২৪.০৬.২০২৪ তারিখ থেকে রাত ১১ টার পরিষেবা থাকবে না।
- কোনো টিকিট কাউন্টার খোলা থাকবে না।
- যাত্রীরা এএসসিআরএম মেশিন থেকে ইউপিআই পেমেন্টের মাধ্যমে টোকেন ক্রয় করতে পারবেন।
- স্মার্ট কার্ডধারী যাত্রীরাও এই ট্রেনে যাত্রা করতে পারবেন।
- যাত্রাপথে সব স্টেশনে ট্রেন থামবে।

প্রিন্সিপ্যাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুনঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

E-TENDER

The Executive Officer, Pingla Panchayat Samiti invites Tender for 31 Nos. Schemes under Pingla P.S.

NOTICE INVITING E-TENDER NO.

NIT NO.	No. of Published Tender	Last Date of Application
Pingla/e-NIT/ 15th FC/ 002 /2024-25	31	28.06.2024 up to 17.30 Hrs.

Details of the Tender notice is available in website **wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer,
Pingla Panchayat Samiti

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
P.O.- RAMJIBONPUR :: DIST.- PASCHIM MEDINIPUR
Pin Code- 721242

NOTICE INVITING e-Tender

NIT No. – 01 Dated.- 20.06.2024. NIT No. – 02 Dated.- 20.06.2024., NIT No. – 03 Dated.-20.06.2024.& NIT No. – 04 (3rd Call) Dated.- 20.06.2024.

The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on Percentage-Rate-Basis by two bid system for the Supply, fitting and fixing of 7.5 meter MS tubular pole and 12.5 meter High Mast with LED Light different roads and place of covering ward no- 1,2,4,5,6,7,8,9 and 11 for beautification work, Proposed for Auditorium Cum Marriage Hall for First Floor(1st) of Ramjibonpur Municipality, Boundary Wall, Drain and Site development, Sinking of Sub-mersible Pump, & Repairing Strengthening of Existing Concrete road at Basic School, Pal Pukur Transformer , Lion's School Road & other different location Ward No.- 5 within Ramjibonpur Municipal Area, & other works, through electronic tendering (e-Tendering) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers/Bidders. **Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-01/2024-25, Tender ID : 2024_MAD_697036_1, Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-02 /2024-25, Tender ID : 2024_MAD_697104 & Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-03/2024-25, Tender ID : 2024_MAD_697184, Tender Ref. no. : WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-04 /2024-25, Tender ID : 2024_MAD_697257_1.** Last date & time for submission of bid through online is **06.07.2024 upto 2:00 P.M.** The details will be available on **websites: www.wbtenders.gov.in** (or) **www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board,

S/d- Chairman,
Ramjibonpur Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil) (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/63 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing of road due to laying of 150 mm dia S.W. pipe on D. H. Road (Eastern Flank) from the xing of Remount Road to the xing of Judges Court Road under BR-IX;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,148.42 (excluding Contingency Amount);** Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **04.07.2024 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **25.06.2024 at 12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EEBS/ODF+/X/100/24-25/025 (1st Call)

Name of the Work : **Repairing and renovation work of public toilet opposite of 1/303 N. S. C. Bose Road, Naktala in Ward No. 100, Borough-X (K.M.C.) under ODF+ Scheme**; Estimate Amount (including GST & LWC) : **Rs. 4,41,980.00;** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **180 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **06.07.2024 upto 11 a.m.**; Bid opening date and time for technical proposals : **09.07.2024 at 11 a.m.**; The bid forms and other details are available on and from **26.06.2024 at 5 p.m.** from the websites **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in**

The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XII/NC_L/23-24R (2nd Call)

Name of the Work : **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XII under P&S Department (Night Shift) from 6 p.m. to 6 a.m. (FY 2024-2025)**; Estimated Cost : **Quotation Invited;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **8 Months**;

(2) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XI/NC_L/23-24R (2nd Call)

Name of the Work : **Supply of hired lorry for attending natural calamities in BR-XI under P&S Department (Night Shift) from 6 p.m. to 6 a.m. (FY 2024-2025)**; Estimated Cost : **Quotation Invited;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00**; Period of Completion : **8 Months**;

(3) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XII/NC_M/23-24R (2nd Call)

Name of the Work : **Arrangement for attending natural calamities in Br-XII (FY 2024-2025)**; Estimate Cost : **Rs. 3,42,177.90 (including CESS);** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**; Period of Completion : **244 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **01.07.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **22.06.2024 at 10 a.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The websites **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 3)

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/(S_D)/XIII/24-25/01 of **S&D Deptt.** published in this Newspaper (**Key No. 70/24-25**) on 19.06.2024 date of technical bid should be read as **01.07.2024** instead of 29.06.2024.

89/24-25

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪

গোপন কথা ফাঁসের হুমকি ইগরের

ভারতের কোচের পদে আবেদন হাবাস, মরগ্যানদের!

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ ভারতীয় ফুটবল দলের হেডস্যার কে হবেন, সেই নিয়ে চলছে তুমুল জল্পনা। ক্রিকেটের মতো ফুটবলেও আগে আবেদন নিয়ে তারপর ইন্টারভিউর মাধ্যমে কোচ বাছাই হবে। ক্রোয়েশিয়াজাত কোচ ইগর স্টিম্যাচকে ছাঁটাই করে দিয়েছে ফেডারেশন। তাঁকে সময়ের আগেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কারণে ইগরকে ক্ষতিপূরণও দিতে হবে। তারপরেও রাগ যাচ্ছে না বিদেশি কোচের। তাঁর আমলে ভারতীয় ফুটবলের কোনও উন্নতি হয়নি। পাঁচবছরে ভারত কোনও আন্তর্জাতিক আসরে ভাল ফল করতে পারেনি। সাফ কাপ, আন্তঃ মহাদেশীয় কাপ ছাড়া কিছুই জিততে পারেনি দল। ইগর মনে করছেন তাঁর ঠিক মূল্যায়ন হয়নি ভারতীয় ফুটবলে। তিনি ফেডারেশন ও

ভারতীয় শিবিরের নানা গোপন কথা ফাঁস করারও হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ''পর্দার আড়ালে ভারতীয় ফুটবলে কুৎসিত খেলা চলে!'' শুক্রবার তিনি ওই গোপন ঘটনা তুলে ধরার হুমকিও দিয়েছেন। এরমধ্যে ভারতীয় ফুটবলের কোচের পদে কারা আবেদন করেছেন, তার নাম প্রকাশ হতে শুরু করেছে। তালিকায় আইএসএলের নামী কোচরা রয়েছেন। মোহনবাগানের প্রাক্তন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস থেকে শুরু করে সার্জিও লোবেরা, এমনকী এফসি গোয়ার কোচ ম্যানুয়েল মার্কেজ ও চেন্নাইয়িন এফসি-র কোচ ওয়েন কোল ইতিমধ্যেই আবেদন করেছেন। শোনা গিয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন কোচ ইয়ন মরগ্যানও নাকি আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন। ফেডারেশন অবশ্য বিদেশি হাই প্রোফাইল কোচের থেকে স্বদেশি নামী কোচকে দায়িত্ব দিতে বেশি আগ্রহী। তাই লড়াইয়ে রয়েছেন রেনেডি সিং, মহেশ গাউলিদের মতো প্রাক্তন নামী তারকারাও। জুলাই মাসের শেষের দিকেই নয়া কোচের নাম ঘোষণা হতে পারে।

সচিন-সৌরভদের সতীর্থর আত্মহত্যা! মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধাঁধা

বেঙ্গালুরু, ২০ জুনঃ অ্যাপার্টমেন্টের পাঁচ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার ডেভিড জনসনের। আর এই নিয়েইধোঁয়াশা। তিনি কি পড়ে গিয়েছিলেন? না এটি আত্মহত্যার ঘটনা! কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়নি তো! পুলিশ তদন্ত করছে। প্রাথমিক ভাবে যা জানা গিয়েছে, পাঁচ তলা অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ডেভিড জনসনের। এটি আত্মহত্যার ঘটনা কিনা, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সচিন, সৌরভ, রাহুল দ্রাবিড়দের সতীর্থ। ডেভিডের বয়স ৫২। স্ত্রী এবং দুই সন্তান রয়েছে। এখনও অবধি যেটুকু জানা গিয়েছে, বাড়ির কাছেই একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি চালাচ্ছিলেন ডেভিড। যদিও অ্যাকাডেমির পরিস্থিতি খুব একটা ভালো ছিল না। কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ''আমাদেরও জানানো হয়েছে ওদের পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে গিয়েছে। দ্রুতই তাঁকে চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে শেষরক্ষা হয়নি।'' কর্নাটক পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ''কোঠানুরে তাঁর

অ্যাপার্টমেন্টের ব্যালকনি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে আমরা তদন্ত করছি। এটি আত্মহত্যার ঘটনা কিনা, খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' সাল ১৯৯৬। দিল্লিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে সচিন তেন্ডুলকরের নেতৃত্বে অভিষেক হয়েছিল পেসার ডেভিড জনসনের। স্পিন সহায়ক পিচে প্রথম ইনিংসে উইকেট মেলেনি। দ্বিতীয় ইনিংসে অজি ওপেনার মাইকেল স্লেটারকে ০ রানে ফেরান ডেভিড। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিলেন। সেই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে দু'উইকেটও নিয়েছিলেন। সে সময় ভারতীয় পেস আক্রমণে জাভাগল শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদের মতো বোলাররা ছিলেন। ডেভিডের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার শেষ দুটি টেস্ট খেলেই। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে চোখ ধাঁধানো সাফল্য রয়েছে ডেভিডের। রাজ্য দল তথা জাতীয় দলে সতীর্থ কিংবদন্তি স্পিনার অনিল কুম্বলে ডেভিডের মৃত্যুতে বলেন, ''আমার ক্রিকেট সতীর্থ ডেভিডের মৃত্যুতে মর্মাহত। ওর পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে বেনি (ডেভিডের ডাক নাম)।' ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'দেশের প্রাক্তন পেসার ডেভিড জনসনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছি। ভারতীয় ক্রিকেটে ওর অবদান অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে।'

বাবর একাদশে থাকার যোগ্য নয়, পাক ক্যাপ্টেনকে তুলোধনা বীরুর

নয়াদিল্লি, ২০ জুনঃ টি-২০ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের ভরাডুবির পর সমালোচনায় জেরবার বাবর আজম। অধিনায়ক হিসেবে দ্বিতীয় বার পাক ক্রিকেট টিমে ফেরার পর একেবারে ফ্লপ শো দেখা গেল বাবর আজমের। এ বারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে ৪ ম্যাচ খেলে ৪০.৬৬ গড়ে ১২২ রান করেছেন বাবর। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১০১.৬৬। টি-২০ ক্রিকেটে বাবরের এই পারফরম্যান্স মেনে নিতে পারছেন না অনেকেই। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটারদের পাশাপাশি অন্যান্য দেশের ক্রিকেটাররাও বাবরের ফর্ম, ক্যাপ্টেন্সির ধরন নিয়ে আলোচনা করছেন। এ বার ভারতের এক কিংবদন্তি তো বলেই দিলেন, যদি বাবর পাকিস্তানের ক্যাপ্টেন না হতেন, তা হলে একাদশেও সুযোগ পেতেন না। এক টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে বাবর আজমের পারফরম্যান্স অনেকের প্রত্যাশা মেটাতে পারেনি। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার বীরেন্দ্র শেহওয়াগ ক্রিকবাজকে বলেছেন, ''বাবর আজম সেই ক্রিকেটার নয়, যে ছয় মারে। ও তখনই ছয় মারে, যখন সেট হয়ে যায়। আর স্পিনারদের থেকে সাহায্য পায়। ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ওর পায়ের নড়াচড়াই দেখতে পাই না। কভারের ওপর দিয়ে ওকে ছয়ও মারতেও দেখি না। ও মাঠে নামলেই নিরাপদ খেলছে। ধারাবাহিক রান করছে বটে, কিন্তু স্ট্রাইক রেট ভালো নয়।'' বাবরের পারফরম্যান্স নিয়ে একা বীরু নন,

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর খেলার ধরন নিয়ে সেওয়াগ যেমন বলেছেন, ঠিক তেমনই তিনি মনে করেন বাবর যদি ক্যাপ্টেন না থাকেন তা হলে একাদশেও তিনি সুযোগ না-ও পেতে পারেন। বীরুর কথায়, ''একজন ক্যাপ্টেন হিসেবে তোমাকে বিবেচনা করতে হবে, দলকে কী ভাবে সাহায্য করা যায়। যদি সেটা করতে না পারো, তা হলে নিজে নীচের দিকে নামো। অন্য কাউকে সুযোগ দাও, যে প্রথম ৬ ওভারে বড় শট মারতে পারবে। এবং দলের জন্য ৫০-৬০ রান করবে। আমার কথা খারাপ শোনাতে পারে, কিন্তু যদি পাক টিমের ক্যাপ্টেন বদলে যায় তা হলে টি-২০ ফর্ম্যাটে ও একাদশে সুযোগ পাওয়ার যোগ্য নয়। বর্তমানের টি-২০ ক্রিকেটে যে পারফরম্যান্স হওয়া উচিত, সেটা বাবরের খেলায় ফুটে ওঠে না।''

মাথা পিছু ৩টে রুম, নিউ ইয়র্কের টিম হোটেলে কী করেছে পাকিস্তান

নিউ ইয়র্ক, ২০ জুনঃ জুনিয়র হলে মেলে ডরমেটরি। একটু সিনিয়র হলে ডাবল বেডরুম। আর একটু সিনিয়র হলে সিঙ্গল রুম। আর তারকা হলে? মাথা পিছু ক্রিকেটাররা কি তিনটে রুম পেতে পারেন? বিশ্ব ক্রিকেটে সবচেয়ে ধনী ধরা হয় ভারতকে। বিরাট কোহলি থেকে রোহিত শর্মা বিলাসবহুল হোটেলে যেমন থাকেন, তেমনই তাঁদের জন্য বরাদ্দ থাকে সিঙ্গল রুম। ভারতীয় ক্রিকেটের এই দস্তুর সেই সাতের দশক থেকে চলে আসছে। কিন্তু যে দেশ দেনায় ডুবে, যে দেশ এর তার কাছে হাত পেতে বেড়াচ্ছে, যে দেশের ক্রিকেট বোর্ড ঘরোয়া টুর্নামেন্টই চালাতে পারে না, সংস্কার করতে পারে না স্টেডিয়ামের, সেই দেশের ক্রিকেটাররা কিনা মাথা পিছু ৩টে করে রুম নিয়ে রেখেছিলেন বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে। বাবর আজমরা কি সত্যি খেলতে গিয়েছিলেন? নাকি শুধু পরিবার নয়, পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন? পাকিস্তান বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর একের পর এক চাঞ্চল্যকর খবর আসছে। যা বিতর্কের আগুন জ্বালিয়েছে। সেই আগুনে এ বার ঘি দিল নতুন এক বিস্ফোরক খবর। নিউ ইয়র্কে দিন ১২ ছিল পাকিস্তান। গ্রুপ পর্যায়ে তিনটে ম্যাচ খেলার জন্য মার্কিন মুলুকে পা রেখে পাকিস্তান টিম যা করেছে, তাতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে প্রাক্তন ক্রিকেটারদের। ওই দু'সপ্তাহের আমেরিকা সফরে হ্যারিস রউফ, আজম খানরা ফুর্তি করেছেন আসলে। মারামারি থেকে শুরু করে টিম মিটিংয়ে ঝামেলা কিছুই বাদ নেই। শুধু ক্রিকেটটাই খেলেনি পাকিস্তান। প্রাক্তন পাক ক্রিকেটার আতিক উজ জামান দাবি করেছেন, ''আমি শুনেছি, ১৭ জনের টিম নিয়ে পাকিস্তান আমেরিকা গিয়েছিল। তাঁদের জন্য নাকি ৬০টা রুম বরাদ্দ ছিল। শুধু ১৭ জন প্লেয়ার নয়, তাদের পাশাপাশি ১৭ জন কর্তাও ছিলেন।'' এও এক বিস্ফোরক তথ্য। পাকিস্তান টিমের সঙ্গে ১৭ জন কর্তা কেন গিয়েছিলেন? বিদেশ বেড়াতে? ভারতীয় টিমের সঙ্গে সেই অর্থে কোনও কর্তাকেই দেখা যাচ্ছে না। থাকলেও হাতেগোনা। সেখানে পাকিস্তানের ১৭ জন প্লেয়ারের পাশাপাশি ১৭ জন কর্তা, এইসমস্ত তথ্য অনেককেই অবাক করে দিচ্ছে।

ঘরের মাঠে তিন দেশের বিরুদ্ধে সিরিজের সূচি প্রকাশ বোর্ডের

মুম্বই, ২০ জুনঃ ঘরের মাঠে ২০২৪-২৫ মরসুমের পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। আপাতত চলছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ শেষে জিম্বাবোয়ে এবং শ্রীলঙ্কা সফর রয়েছে। জিম্বাবোয়েতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। শ্রীলঙ্কায় ওয়ান ডে সিরিজ। সেপ্টেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ঘরোয়া মরসুম শুরু হচ্ছে ভারতের। কিছুক্ষণ আগেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে সেই সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সব ফরম্যাট মিলিয়ে তিন দেশের বিরুদ্ধে সিরিজ খেলবে ভারত। মোট ১৬টি ম্যাচ। এর মধ্যে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স পাচ্ছে একটি মাত্র টি-টোয়েন্টি! দেশের মাটিতে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মরসুম শুরু হচ্ছে সেপ্টেম্বরে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলবে ভারত। এরপর বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর অক্টোবরের মাঝামাঝি শুরু হচ্ছে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ। নতুন বছরের শুরুতে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সাদা বলের জোড়া সিরিজ রয়েছে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট দুটি হবে যথাক্রমে চেন্নাই ও কানপুরে। তিনটি টি-টোয়েন্টি যথাক্রমে ধরমশালা, দিল্লি ও হায়দরাবাদ। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট তিনটি হবে যথাক্রমে বেঙ্গালুরু, পুনে ও মুম্বইতে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ এবং তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ভারত। পাঁচটি টি-টোয়েন্টি হবে যথাক্রমে চেন্নাই, কলকাতা, রাজকোট, পুনে ও মুম্বইতে। তিনটি ওয়ান ডে যথাক্রমে নাগপুর, কটক, আমেদাবাদে। ইডেন গার্ডেন্স পেয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫-এ সেই ম্যাচ।

সুপার এইটে উঠতেই ফর্মে ইংল্যান্ড

সল্ট উড়িয়ে দিলেন হট ফেভারিটকে

সেন্ট লুসিয়া, ২০ জুনঃ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে চারে ৪ জয়ের পর সুপার এইটে উঠেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আর ইংল্যান্ডকে এক্কেবারে শেষ অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুপার এইটের টিকিটের জন্য। অস্ট্রেলিয়া-স্কটল্যান্ড ম্যাচের উপর অনেকটাই নির্ভর করছিল ইংল্যান্ডের সুপার এইটে ওঠা। তাই বলাই যায় টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে ইংল্যান্ডের পারফরম্যান্স

উজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু সুপার এইটে উঠতেই এ যেন এক অন্য ইংল্যান্ড। সেন্ট লুসিয়ার ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের হট ফেভারিট ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিল ইংল্যান্ড। নেপথ্যে যাঁর নাম না বললেই নয়, তিনি ফিল সল্ট। কেকেআরের হয়ে এ বারের আইপিএলে এই ওপেনার যে ছন্দে ছিলেন, সেটাই তুলে ধরেছেন ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। টস জিতে প্রথমে ক্যারিবিয়ানদের ব্যাটিংয়ে পাঠান ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন জস বাটলার। গ্রুপ পর্বে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখানো ক্যারিবিয়ানরা সুপার এইটের প্রথম ম্যাচে জ্বলে উঠতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কোনও ক্রিকেটার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হাফসেঞ্চুরি করতে পারেননি। ক্যারিবিয়ানদের হয়ে সর্বাধিক রান করেন ওপেনার জনসন চার্লস (৩৮)। ক্যাপ্টেন রোভম্যান পাওয়েল ৩৬ রান করেন এবং উইকেটকিপার ব্যাটার নিকোলাস পুরানও ৩৬ রান করেন। ২৩ রানে রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন ওপেনার ব্রেন্ডন কিং। আন্দ্রে রাসেলের ব্যাট চলেনি। ১ রানে ফেরেন তিনি। ২৮ রানে নট আউট হয়ে মাঠ ছাড়েন শেরফান রাদারফোর্ড এবং ৫ রানে অপরাজিত থাকেন রোমারিও শেফার্ড। শেষ অবধি ৪ উইকেটে ১৮০ রান তোলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১টি করে উইকেট নেন জোফ্রা আর্চার, আদিল রশিদ, মইন আলি ও লিয়াম লিভিংস্টোন। ১৮১ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে জস বাটলার ও ফিল সল্টের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ৬৭ রান। ৭.৪ ওভারে রস্টন চেজ এলবিডব্লিউ করে ফেরান ইংল্যান্ডের ক্যাপ্টেন জস বাটলারকে (২৫)। এরপর মইন আলির সঙ্গে জুটি বাঁধেন সল্ট। ইনিংসের মাঝপথে আন্দ্রে রাসেল ফেরান মইন আলিকে (১৩)। ততক্ষণে ইংল্যান্ডের স্কোরবোর্ডে উঠেছে ৮৪ রান। এরপর সল্ট ও জনি বেয়ারস্টোর জুটিতেই ম্যাচ জিতে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তৃতীয় উইকেটে সল্ট-বেয়ারস্টোর ৯৭ রানের অপরাজিত পার্টনারশিপে জেতে ইংল্যান্ড। ৪৭ বলে ৮৭ রানের অপরাজিত ইনিংস উপহার দেন সল্ট। আর ২৬ বলে ৪৮ রানে নট আউট থাকেন বেয়ারস্টো। ১৫ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে নয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা।

ভারতকে দিশা দেখাচ্ছেন চিড়িয়ামোড়ের অঙ্কিতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২০ জুনঃ ১০ ফুট বাই ১০ ফুটের সেই ঘর থেকে শুরু হয়েছিল পথচলা। চিড়িয়ামোড়ের ওই বাড়িকে মাথা গোঁজার ঠাঁই বলা উচিত। সেখানেই কুঁড়ি হয়ে দেখা দিয়েছিল স্বপ্ন। তা-ই এ বার ফুল হয়ে ফুটল। ওই এক কামরা ঘরের মেয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন অলিম্পিকে পা রাখবেন। অসংখ্য যন্ত্রণার রাত পার করে অবশেষে ঝলমলে সকাল খুঁজে পেলেন অঙ্কিতা ভকত। 'হবে নাকি হবে না' এক আশ্চর্য দোলাচলের মধ্যে কেটেছে কটা দিন। ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্টে ব্যর্থতা, টিম ইভেন্টেও

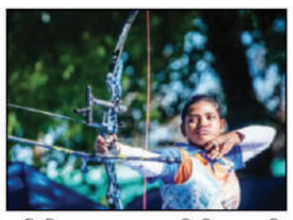

প্রায় হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল স্বপ্ন। সেখান থেকেই দুরন্ত কামব্যাক। ভারতের মেয়েরা চললেন প্যারিস অলিম্পিক। দীপিকা কুমারী, ভজন কৌরের টিমে অত্যন্ত উজ্জ্বল মুখ অঙ্কিতা ভকত। ২০১২ সালে শেষ বার কোনও বাঙালি তিরন্দাজ অলিম্পিকে গিয়েছিলেন। দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর শুধুই শূন্যতা। দীপিকা কুমারী বাংলার গৃহবধু হলেও ঝাড়খণ্ডের মেয়ে। শেষ ২টো অলিম্পিকে দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হয়েছে বাংলাকে। সেই শূন্যতা কাটিয়ে দিলেন অঙ্কিতা।

সবার আগে শেষ ষোলোয় আয়োজক জার্মানি

প্রথমার্ধে জার্মানির কঠিন পরীক্ষা নিল হাঙ্গেরি। তবে গোলরক্ষক মানুয়েল নয়ারের দেয়াল ভেদ করতে পারল না তারা। দুই অর্ধে দুই গোল করে আরেকটি দারুণ জয় তুলে নিল জার্মানরা। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোয় উঠে গেল ইউলিয়ান নাগেলসমানের দল।

ইউরো ২০২৪

মিউনিখ, ২০ জুনঃ ইউরোয় উড়ছে আয়োজক জার্মানি। প্রথম ম্যাচে স্কটল্যান্ডকে ৫-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়া জার্মানি এবার হারিয়েছে হাঙ্গেরিকে। গ্রুপ 'এ'র ম্যাচে জার্মানির জয় ২-০ গোলে। এ জয়ে ৬ পয়েন্ট এবং ৬ গোলে এগিয়ে থাকার সুবিধা নিয়ে সবার আগে নকআউট পর্বে পৌঁছে গেল জার্মানরা। স্টুটগার্টে প্রথম ম্যাচের মতো একপাক্ষিক না হলেও, ম্যাচজুড়ে দাপট ছিল জার্মানিরই। শুরু থেকেই বলের দখল রেখে হাঙ্গেরিকে চাপে রাখার চেষ্টা করে আয়োজকরা। স্কটল্যান্ডের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও দারুণ আলো ছড়িয়েছেন ২১ বছর বয়সী জার্মান অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জামাল মুসিয়ালা। ম্যাচের প্রথম গোলটিও এসেছে এই বায়ার্ন মিউনিখ তারকার কাছ থেকে। জার্মানির হয়ে অন্য গোলটি করেন অধিনায়ক ইলকাই গুন্দোয়ান। হাঙ্গেরি অবশ্য শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছে ম্যাচে ফেরার। কিন্তু ফিনিশিং ব্যর্থতা ও রক্ষণের ভুলের মূল্য দিতে হয়েছে তাদের। চেনা আবহে ম্যাচের ২০ সেকেন্ড না পেরোতেই প্রথম গোল হজম করে বসতে পারত জার্মানি। ম্যানুয়াল নয়্যারের দৃঢ়তায় অল্পের জন্য সে যাত্রায় বেঁচে যায় আয়োজকরা। এরপরই অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় জার্মানি। মাঝমাঠ নিজেদের দখলে রেখে আক্রমণে গিয়ে সুযোগ তৈরির চেষ্টা করে জার্মানরা। ৬ মিনিটের মাথায় অবশ্য আবারও দারুণ একটি সুযোগ তৈরি করে হাঙ্গেরি। তবে গোল পাওয়া হয়নি এবারও। ১১ মিনিটের মাথায় জার্মানিকে এগিয়ে দেওয়ার দরুণ একটি সুযোগ আসে কাই হাভার্টজের সামনে। তবে গোলরক্ষককে একা পেয়েও শেষ পর্যন্ত গোল আদায় করতে পারেননি আর্সেনাল তারকা। একটু পর বায়ার লেভারকুসেন তারকা রবার্ট এনড্রিচের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়

হাঙ্গেরির রক্ষণ দৃঢ়তায়। ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ এ সময় জার্মানির কাছে থাকলেও, প্রতি-আক্রমণে ভীতি সৃষ্টি করছিল হাঙ্গেরিও। তবে ২২ মিনিটের মাথায় নিজেদের ভুলে গোল হজম করে বসে হাঙ্গেরি। স্কটল্যান্ডের ম্যাচের পর এ ম্যাচেও জার্মানদের হয়ে গোল পেয়েছেন জামাল মুসিয়ালা। এ গোলে আক্রমণের শুরুটাও করেছিলেন মুসিয়ালাই। একটু পর অবশ্য অল্পের জন্য সমতা ফেরানো হয়নি হাঙ্গেরির। লিভারপুল মিডফিল্ডার ডমিনিক সোবোসলাইয়ের ফ্রি-কিক থেকে নেওয়া দুর্দান্ত শটটি দারুণ দক্ষতায় ঠেকিয়ে দেন অভিজ্ঞ গোলরক্ষক নয়্যার। ২৯ মিনিটে আবারও আক্রমণে যায় হাঙ্গেরি। এবার সোবোসলাইয়ের শট ঠেকান জোনাথন টা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে জার্মানির জালে ঠিকই বল জড়ায় হাঙ্গেরি, তবে অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় সে গোল। বিরতির পরও খেলার ধারা ছিল একইরকম। জার্মানির নিয়ন্ত্রণের বিপরীতে হাঙ্গেরির চেষ্টা করছিল প্রতি-আক্রমণ থেকে গোল আদায়ের। তবে দুই দলই কাছাকাছি গিয়ে বারবার নিরাশ হচ্ছিল। ম্যাচের ৬০ মিনিটে অল্পের জন্য ফের গোলবঞ্চিত হয় হাঙ্গেরি। বাঁচা-মরার এ লড়াইয়ে জার্মানির কাছ থেকে পয়েন্ট কেড়ে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টাই করেছে হাঙ্গেরি। কিন্তু ফিনিশিং ঘাটতির কারণে বারবার হতাশ হতে হয়েছে দলটিকে। হাঙ্গেরি না পারলেও জার্মানি ঠিকই দ্বিতীয় গোলটি আদায় করে নেয়। ৬৭ মিনিটে দারুণ এক দলীয় আক্রমণ থেকে গোল করে ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেন জার্মান অধিনায়ক ইলকাই গুন্দোয়ান। দুই গোলে পিছিয়ে যাওয়ার পরও অবশ্য হাঙ্গেরি চেষ্টা করেছে ম্যাচে ফেরার। কিন্তু জার্মানির রক্ষণ দেয়ালকে ভাঙতে পারেনি তারা। ফলে হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছে হাঙ্গেরিকে। রাতের অন্য ম্যাচে ১-১ গোলে ড্র করেছে সুইজারল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড। ম্যাচের ১৩ মিনিটে স্কট ম্যাকটমিনের গোলে এগিয়ে যায় স্কটিশরা। তবে ২৬ মিনিটে জারদান শাকিরির দারুণ এক গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় সুইসরা। এর ফলে শেষ তিন বিশ্বকাপে এবং ইউরোতে গোল করা একমাত্র খেলোয়াড় হলেন শাকিরি। তবে শাকিরির মাইলফলক গড়া গোলে সমতায় ফেরা হলেও, শেষ পর্যন্ত জিততে পারেনি সুইজারল্যান্ড। অন্য দিকে সুইসদের রুখে দিয়ে 'এ' গ্রুপ থেকে শেষ ষোলোয় যাওয়ার সুযোগ এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে স্কটল্যান্ড।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com